দাম : ৫ টাকা

কর্মসংস্থান

https://www.facebook.com/karmasangsthaan

Vol. 39 ■ Issue No. 41 ■ 10th October, 2026 ■ Saturday ■ Kolkata ■ R.N.I. 44167/88

Suman Safui
ITI
ITI ডিপ্লোমা কোর্স থাকা সত্ত্বেও মনের মতো চাকরি না পেয়ে DESUN এর ট্রেনিংয়ে পেলাম IT JOB
ডিগ্রি আছে... কিন্তু চাকরি নেই? Problem ডিগ্রি না ... Skill Gap
DESUN ACADEMY
Get Placed by Skills
কোর্স ফী'তে 50% স্কলারশিপ
পেতে বিস্তারিত পড়ুন 10 নং পাতায়
+91 94296 91888 | www.desunacademy.in

প্রতি বছর যেমন পুজো হয় তেমনি 'টেট' হবে প্রতি বছর

স্কুল সার্ভিসের গ্রুপ 'সি' ও 'ডি'র ফল পুজোর আগেই বেরোনোর সম্ভাবনা

রঞ্জিৎ ঘোষ, কলকাতা : প্রতি বছর যেমন পুজো হয়, তেমনি প্রতি বছরই প্রাইমারি 'টেট' হবে। স্কুল শিক্ষামন্ত্রী দীপক বর্মন, ১ অক্টোবর সাংবাদিক সম্মেলনে একথা জানান। আরো জানান ২০২৫ সালের যে নিয়োগ প্রক্রিয়া মাঝপথে আটকে ছিল, তা দ্রুত শুরু করা হবে। এই নিয়োগ শেষ হলেই নতুন নিয়োগপ্রক্রিয়া শুরু হবে। ২০২২ ও ২০২৩ সালের প্রাইমারি 'টেট'এ সফলদের ১৩,৪২১টি শূন্যপদের জন্য জেলাভিত্তিক ইন্টারভিউ শুরু হয়েছিল। কিন্তু বিধানসভা নির্বাচনের জন্য তা স্থগিত হয়। এরপর ৫ পাতায়

১২,০০০ কনস্টেবলের নিয়োগপত্র ১১ অক্টোবর

এছাড়া মন্ত্রিসভায় ১৪,৪৫৪ জনের নিয়োগের সিদ্ধান্ত হয়েছে

রঞ্জিৎ ঘোষ, কলকাতা : পশ্চিমবঙ্গ পুলিশের ২০২৪ সালের কনস্টেবল পদে ১১,৭৪৯টি শূন্যপদের যে মেধা তালিকা গত সপ্তাহে বেরিয়েছিল, তার ডাক্তারি পরীক্ষা ও সার্টিফিকেট ভেরিফিকেশন শেষ করে চূড়ান্ত সফলদের নিয়োগপত্র দেওয়া হবে। মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী জানান, ১১ অক্টোবর, কলকাতার নেতাজী ইন্ডোর স্টেডিয়ামে মনোনীত প্রার্থীদের সরাসরি নিয়োগপত্র এরপর ৫ পাতায়

ও.বি.সি সংরক্ষণ কমায় ২,৭৮৪ জন চাকরি পাচ্ছেন

নিজস্ব সংবাদদাতা, কলকাতা : ও.বি.সি. সংরক্ষণ ১৭% থেকে কমিয়ে ৭% করার ফলে স্কুল সার্ভিস কমিশনের একাদশ-দ্বাদশ শ্রেণির মেধা তালিকা ও ওয়েটিং তালিকা বাতিল হল। ইন্টারভিউয়ের পর কাউন্সেলিং এরপর ১০ পাতায়

কলকাতা পুলিশের মাঠ পরীক্ষা নভেম্বরে

নিজস্ব সংবাদদাতা, কলকাতা : কলকাতা পুলিশে ২০২৪ সালের কনস্টেবল ও লেডি কনস্টেবল পদের যে প্রিলিমিনারি পরীক্ষা হয়েছিল, তার ফল শিগগিরই বেরোচ্ছে। এখনো পর্যন্ত ঠিক আছে, শারীরিক মাপজোখ ও এরপর ৫ পাতায়

কলকাতার ১১০টি আইটি কোম্পানিতে

৩১,০১৩ GenAI বেসড UI/UX ডিজাইনার ও প্রোডাক্ট ডিজাইনার

প্রমা দাস, সল্টলেক : কলকাতার ১১০টি আইটি ও সফটওয়্যার রিলেটেড সার্ভিসেস কোম্পানিতে ১৫,৯০২ 'GenAI বেসড UI/UX ডিজাইনার' ও ১৫,১১১ 'GenAI বেসড প্রোডাক্ট ডিজাইনার' ছেলেমেয়ে লাগবে।

পদ : GenAI বেসড UI/UX ডিজাইনার।

যেকোনো শাখা নিয়ে উচ্চমাধ্যমিক পাশ ছেলেমেয়েরা আবেদন করতে পারেন। এছাড়াও, যেকোনো শাখার গ্র্যাজুয়েটরাও আবেদনের জন্য যোগ্য। এর সঙ্গে কম্পিউটারের অ্যাডভান্সড ট্রেনিং থাকতে হবে। শুরুতে মাইনে হবে মাসে ১২,০০০/- -১৫,০০০/- টাকা। এরপর ১০ পাতায়

পশ্চিমবঙ্গ পুলিশে ড্রাইভার

নিজস্ব সংবাদদাতা, কলকাতা : পশ্চিমবঙ্গ পুলিশ টেলিকমিউনিকেশন বিভাগ ড্রাইভার পদে কিছু ছেলে নিচ্ছে। অন্তত মাধ্যমিক পাশ ছেলেরা ১-৯-২০২৬'এর হিসাবে ২১ থেকে ৪০ বছরের মধ্যে বয়স থাকলে আবেদন করতে পারেন। হাল্কা এরপর ২ পাতায়

TCS, Wipro সহ কলকাতার প্রথম সারির আইটি কোম্পানিতে

সামনের ৯ মাসে AI ইন্টিগ্রেটেড ডিজিটাল মার্কেটিংয়ে ৫৬,০৩১ নিয়োগ

মাইনে শুরু মাসে ৩০,০০০ টাকা থেকে

উচ্চমাধ্যমিক ও গ্র্যাজুয়েট ছেলেমেয়েদের জন্য

পারমিতা মিত্র, কলকাতা : পূর্ব ভারতের আইটি ইন্ডাস্ট্রির অন্যতম সেরা রিক্রুটার Wipro এর ট্রেনিং ডেভেলপমেন্ট উইং-এর ইস্টার্ন রিজিয়ন হেড একটি অদ্ভুত তথ্য দিলেন। শেষ ২টি কোয়ার্টারে (জানুয়ারী-জুন, ২০২৬) শুধুমাত্র কলকাতা এরপর ৪ পাতায়

রেলে ২,০০৮ অ্যাপ্রেন্টিস

নিজস্ব সংবাদদাতা, জয়পুর : উত্তর-পশ্চিম রেলের বিভিন্ন ডিভিশন 'অ্যাপ্রেন্টিস' হিসাবে ২,০০৮ জন লোক নিচ্ছে। কোনো স্বীকৃত পর্ষদ বা, বিশ্ববিদ্যালয় থেকে মোট অন্তত ৫০% নম্বর পেয়ে মাধ্যমিক পাশ ছেলেরা এন.সি.ভি.টি.'র অনুমোদিত আই.টি.আই. থেকে সংশ্লিষ্ট ট্রেডের সার্টিফিকেট কোর্স পাশ হলে ওই ৮টি ডিভিশন / ওয়ার্কশপের জন্য আবেদন করতে পারেন। সংশ্লিষ্ট ট্রেডে আই.টি.আই. কোর্স পাশ না হলে এরপর ৯ পাতায়

কানাড়া ব্যাঙ্কে ৩,৫০০ অ্যাপ্রেন্টিস

নিজস্ব সংবাদদাতা, কলকাতা : কানাড়া ব্যাঙ্ক অ্যাপ্রেন্টিস হিসাবে ৩,৫০০ জন ছেলেমেয়ে নিচ্ছে। যে কোনো শাখার গ্র্যাজুয়েট ছেলেমেয়েরা আবেদন করতে পারেন। বয়স হতে হবে ১-৯-২০২৬'এর হিসাবে ২০ থেকে ২৮ বছরের মধ্যে। তপশিলীরা ৫ বছর, ও.বি.সি.'রা ৩ বছর, প্রাক্তন সমরকর্মী ও প্রতিবন্ধীরা যথারীতি বয়সে ছাড় পাবেন। ১ বছরের ট্রেনিং। তখন স্টাইপেন্ড মাসে ১৬,৬৫০ টাকা। যে রাজ্যের শূন্যপদের জন্য দরখাস্ত করবেন সেই রাজ্যের স্থানীয় ভাষায় পড়তে, লিখতে ও বলতে পারা দরকার। কোন রাজ্যে ক'টি সীট আছে : শূন্যপদ : পশ্চিমবঙ্গ ১৫০টি (জেনাঃ ৬১, তঃজাঃ ৩৪, তঃউঃজাঃ ৭, ও.বি.সি. ৩৩, ই.ডব্লু.এস. ১৫)। এর মধ্যে প্রতিবন্ধী ৬টি। এরপর ১০ পাতায়

সুপ্রিম কোর্টে ২৫০ জন জুনিয়র কোর্ট অ্যাসিস্ট্যান্ট

নিজস্ব সংবাদদাতা, নয়া দিল্লি : সুপ্রিম কোর্ট 'জুনিয়র কোর্ট অ্যাসিস্ট্যান্ট' পদে ২৫০ জন ছেলেমেয়ে নিচ্ছে। যে কোনো শাখার গ্র্যাজুয়েট ছেলেমেয়েরা কম্পিউটারে ইংরেজি টাইপিংয়ে মিনিটে অন্তত ৩৫টি শব্দ তোলার গতি থাকলে আবেদন করতে পারেন। কম্পিউটার চালনার কাজে জ্ঞান থাকতে হবে। বয়স হতে এরপর ৫ পাতায়

দিল্লি সাব-অর্ডিনেট সার্ভিসেস সিলেকশন বোর্ডের মাধ্যমে

৬৪১ পার্সোন্যাল অ্যাসিস্ট্যান্ট, পিওন

নিজস্ব সংবাদদাতা, নয়া দিল্লি : দিল্লি সরকারের অধীন সংস্থা দিল্লি সাব-অর্ডিনেট সার্ভিসেস সিলেকশন বোর্ড 'পার্সোন্যাল অ্যাসিস্ট্যান্ট', 'সিনিয়র পার্সোন্যাল অ্যাসিস্ট্যান্ট', 'জুনিয়র জুডিশিয়াল অ্যাসিস্ট্যান্ট', 'প্রসেস সার্ভার' ও 'পিওন / অর্ডারলি /ডাক পিওন' পদে ৬৪১ জন ছেলেমেয়ে নিচ্ছে। কারা কোন পদের জন্য আবেদনের যোগ্য :

পোস্ট কোড 805/26: পার্সোন্যাল অ্যাসিস্ট্যান্ট : যে কোনো শাখার গ্র্যাজুয়েটরা কম্পিউটার টাইপিং ও শর্টহ্যান্ডে মিনিটে এরপর ৩ পাতায়

আই.টি.বি পুলিশে ৩৭ কনস্টেবল

২১ কনস্টেবল

নিজস্ব সংবাদদাতা, নয়াদিল্লি : কেন্দ্রীয় সরকারের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রকের অধীন ভারত-তিব্বত সীমান্ত পুলিশ 'হেড কনস্টেবল (মোটর মেকানিক)' পদে ২১ জন ছেলে এরপর ১২ পাতায়

১৬ হেড কনস্টেবল

নিজস্ব সংবাদদাতা, নয়াদিল্লি : কেন্দ্রীয় সরকারের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রকের অধীন ভারত-তিব্বত সীমান্ত পুলিশ 'হেড কনস্টেবল (এডুকেশন অ্যান্ড স্ট্রেস এরপর ২ পাতায়

ডি.আর.ডি.ও-তে ১৯৫ অ্যাপ্রেন্টিস

নিজস্ব সংবাদদাতা, হায়দরাবাদ : কেন্দ্রীয় সরকারি সংস্থা ডিফেন্স রিসার্চ অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট অর্গানাইজেশন (ডি.আর.ডি.ও.)'এর অধীন ড. এ.পি.জে. আব্দুল কালাম মিসাইল কমপ্লেক্স ট্রেড অ্যাপ্রেন্টিস, টেকনিশিয়ান অ্যাপ্রেন্টিস ও গ্র্যাজুয়েট অ্যাপ্রেন্টিস হিসাবে ১৯৫ জন ছেলেমেয়ে নিচ্ছে। কারা কোন শাখায় যোগ্য :

ট্রেড অ্যাপ্রেন্টিস (আই.টি.আই.) নেওয়া হবে এইসব ট্রেডে :

মাধ্যমিক পাশরা এ.আই.সি.টি.ই.'র অনুমোদিত আই.টি.আই. থেকে ফিটার, ওয়েল্ডার, টার্নার, মেশিনিস্ট, মেকানিক-ডিজেল, ড্রাফটসম্যান (মেকানিক্যাল), গ্রাইন্ডার, ইলেক্ট্রনিক-মেকানিক, ইলেক্ট্রিশিয়ান, এরপর ৩ পাতায়

কর্মসংস্থান
সাপ্তাহিক পত্রিকা
প্রধান কার্যালয়
১২/৩/৪ জামির লেন,
কলকাতা - ৭০০ ০১৯
হেল্পলাইন
✆ : ৬২৯১৬৮৪৯৪৩
কাগজ না পেলে এই নম্বরে জানান
✆ : ৯৮৩০৬২৪১৭০
ই-মেল
karmsang@gmail.com

স্কুল-কলেজ-শিক্ষা [redacted]

NIOS রবীন্দ্র BOSSE
মাধ্যমিক, উচ্চমাধ্যমিক, B.Sc, MA, D.Pharm-সহ যেকোনো ডিগ্রি করুন। শেওড়াফুলি - 7003156422

R

কর্মখালি [redacted]

টেট, SLST টিচার চাই
শিয়ালদহ এর একটি চাকরির পরীক্ষার কোচিংএ অঙ্ক, GI, পরিবেশবিদ্যা, CDP ও SLST দর্শন, রাষ্ট্রবিজ্ঞান, সংস্কৃত, শারীরশিক্ষা, অঙ্ক পড়ানোর জন্য অভিজ্ঞ ব্যক্তিরা বায়োডাটা নিয়ে যোগাযোগ করুন, প্রতি ক্লাস 1000 টাকা, ইন্দ্রাণী বুক স্টল, কলেজ স্ট্রীট, কফি হাউসের পাশে। Call : 033-31725282

SH(A)

প্রমথনাথ বুনিয়াদী বিদ্যালয়ে (বেসরকারি) পোস্ট - শিক্ষানিকেতন, কলানবগ্রাম, জেলা- পূর্ব-বর্ধমান, পিন- 713124. Pure Science স্নাতক, B-Ed/D.EL.Ed প্রথম হইতে অষ্টম শ্রেণির অঙ্কের শিক্ষক/শিক্ষিকা চাই। বেতন : 6000/-, যোগাযোগ : 9434668906

MS

কর্মখালি [redacted]

100% Job Guarantee
এয়ারপোর্টে স্থায়ী কাজের জন্য সরাসরি M/F candidate নেওয়া হচ্ছে। স্যালারি 18K–65K. বিশদ জানতে Call করুন: 9836977912

R

কর্মসংস্থান
বিজ্ঞাপনের জন্য সরাসরি যোগাযোগ করুন
✆ : 7890135514

কর্মখালি [redacted]

Punjab National Bank (2026) বিভিন্ন সরকারি পোস্টে, নিজ জেলায় M/F নিয়োগ। যোগ্যতা : ৮ম- স্নাতক ও উর্ধ্বে। বেতন : 26,300/- –92,900/-, H.R.- 7319008929

SA

SBI (DSA)-তে অফিসিয়াল কাজে M/F চাই। বেতন: 22.5K (PF+ ESI) গড়িয়া - 9830871269, ব্যারাকপুর/ডানলপ- 8482024344

M

কর্মখালি [redacted]

দুর্গাপুর (DSP/ASP/DTPS/ MTPS) মেজিয়া, আসানসোল, রানিগঞ্জে রেল, ব্যাংক, কোলিয়ারীতে স্থায়ী পদে নিয়োগ। M : 9332833022

SH

কর্মখালি [redacted]

WBSEDCL দিচ্ছে যোগ্যতানুযায়ী M/F জেলাভিত্তিক স্থায়ী কাজ। যোগ্যতা : MP–স্নাতক। বেতন : 18000/-–65000/-, PF, ESI, ছুটি, বোনাস ও প্রমোশন। যোগাযোগ- M : 8250308041

SA(A)

চাকরির জন্য টাকা দেবেন না

বেকার ছেলেমেয়েরা যাতে না ঠকেন, সেজন্য ট্রেড লাইসেন্স-সহ যাবতীয় তথ্যাদি দেখে নিশ্চিন্ত হয়েই বিজ্ঞাপন নেওয়া হয়। তবু কিছু সংস্থা ড্রেস ও এখনই চাকরি দেওয়ার লোভ দেখিয়ে হাজার-হাজার টাকা নেওয়ার চেষ্টা করছেন বলে অভিযোগ আসছে। লোভে পড়ে টাকা দেবেন না। এমনকী কোনোরকমের রেজিস্ট্রেশন ফি-ও দেবেন না। আর তা সত্ত্বেও টাকা দিলে নিজ দায়িত্বেই দেবেন। সেজন্য আমরা দায়ী নই। বেশি টাকার চাহিদা শুনলেই সংস্থাটি ও ব্যক্তির নাম-ঠিকানা জানিয়ে লিখিত অভিযোগ স্থানীয় থানায় জানাবেন। নিজ দায়িত্বে টাকা দেওয়ার পর আর ফোনে অভিযোগ জানাবেন না। যাবতীয় যোগাযোগ করতে পারেন টাকা দেওয়ার আগে।

— সম্পাদক, **কর্মসংস্থান**

বিশেষ বিজ্ঞপ্তি

‘**কর্মসংস্থান**’ পত্রিকায় প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের বিষয়বস্তু ও যথার্থতার যাবতীয় দায়িত্ব বিজ্ঞাপনদাতাদের। কোনো সংস্থার বিজ্ঞাপন, আইনি সমস্যা সৃষ্টি করলে বা, কারো আর্থিক ক্ষতির জন্য দায়ী হলে, তার যাবতীয় দায়-দায়িত্ব পুরোপুরি বিজ্ঞাপনদাতা সংস্থার ওপরই বর্তাবে। ‘**কর্মসংস্থান**’ পত্রিকা বা, ‘সংস্থান প্রকাশন প্রাইভেট লিমিটেড’ তার জন্য কোনো ভাবেইদায়ী নয়।

— সম্পাদক, **কর্মসংস্থান**

All disputes regarding sales and advertisement of all publications of Sangsthaan Prakashan Pvt. Ltd. are subject to Kolkata Jurisdiction only.

AIIMS কল্যাণীর পাশে মেয়েদের জন্য সরকার স্বীকৃত রাজ্যের অন্যতম সেরা নার্সিং কলেজে নতুন সেশনে ভরতি চলছে

নার্সিংকে পেশা হিসাবে নিলে কোর্স শেষে নিশ্চিত চাকরি। গুরুত্বপূর্ণ এই কোর্সের খুঁটিনাটি ব্যাপারে জানালেন, মেয়েদের জন্য রাজ্যের অন্যতম সেরা নার্সিং কলেজ, কল্যাণীর এইমসের পাশে গড়ে ওঠা ‘সঞ্জয় মেমোরিয়াল অ্যাকাডেমি অফ নার্সিং অ্যান্ড রিসার্চ’এর ডিরেক্টর মালবিকা ভট্টাচার্য।

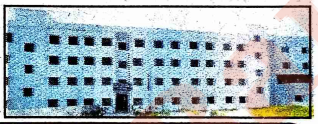

INC, WBUHS ও WBNC স্বীকৃত নার্সিং কলেজ, সঞ্জয় মেমোরিয়াল অ্যাকাডেমি অফ নার্সিং অ্যান্ড রিসার্চে B.Sc ও GNM নার্সিং কোর্সে ভরতি শুরু হয়েছে। কল্যাণী এইমসের পাশে থাকা এই কলেজটি মেয়েদের জন্য এখন রাজ্যের অন্যতম সেরা নার্সিং প্রতিষ্ঠান। কলেজের ডিরেক্টর মালবিকা ভট্টাচার্যের মুখ থেকে শুনে নেওয়া যাক এর যথাযথ কারণ — “(১) দেখুন প্রথমেই আমরা যে বিষয়ে সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দিয়েছি তা হল রাজ্য ও কেন্দ্রীয় সরকারের অনুমোদন অর্থাৎ, আমাদের কলেজ থেকে নার্সিং পাশ করলে মেয়েরা যে সার্টিফিকেট পাবেন তা রাজ্য সরকার (WBNC / WBUHS) ও কেন্দ্রীয় সরকার (INC) নার্সিং কাউন্সিল অনুমোদিত — যা সবাইকে কোর্স শেষে প্লেসমেন্ট (সরকারি বা, বেসরকারি) পেতে ১০০% সাহায্য করবে। (২) আমাদের কলেজের নার্সিং ফ্যাকাল্টি অত্যন্ত উচ্চমানের — যা মেয়েদের হাতে-কলমে ঠিকঠাক নার্সিং শেখাতে অনেকক্ষেত্রে সাহায্য করবে। এছাড়াও দীর্ঘ এক দশকের ইন্ডাস্ট্রিয়াল অভিজ্ঞতা থাকায়, মেয়েরা তাঁদের কাছ থেকে ‘ইন্ডাস্ট্রি ওরিয়েন্টেড নার্সিং’ শিখতে পারবে, যা রাজ্যের মধ্যে খুব কম কলেজেই আছে। (৩) এটা আমরা সবাই জানি, নার্সিং ট্রেনিংয়ের জন্য সবচেয়ে জরুরি হল প্র্যাক্টিক্যাল। এক্ষেত্রে আমাদের কলেজের সঙ্গে সরকারি হাসপাতালের স্পেশাল টাই-আপ থাকায়, এখানে উন্নত মানের প্র্যাক্টিক্যাল ট্রেনিংয়ের সুবিধা আছে। (৪) এই কলেজের প্লেসমেন্ট টিম অত্যন্ত সুদক্ষ — যাঁরা প্রতিনিয়ত রাজ্যের নামী-দামী হাসপাতাল/ নার্সিং হোম / ডায়গনস্টিক্স সেন্টার / মেডিক্যাল সার্ভিস সেন্টার’এর সঙ্গে যোগাযোগ রাখে, যা এখান থেকে পাশ করা মেয়েদের প্লেসমেন্ট পেতে সাহায্য করবে। (৫) মফঃস্বলের মধ্যে এত কম কোর্স ফী’তে এত উন্নত মানের নার্সিং ট্রেনিংয়ের সুবিধা আর কোথাও নেই বললেই চলে। (৬) AIIMS কল্যাণীর পাশে থাকায় অনেক সময় গেস্ট ফ্যাকাল্টি হিসাবে গ্রেড-এ মেট্রন / নার্সিং অফিসারেরা ক্লাস নেন — যা অন্য কোনো কলেজের ক্ষেত্রে সম্ভব হবে না।” উল্লেখ্য, AIIMS কল্যাণীর পাশে গড়ে ওঠা এই নার্সিং কলেজে, যে কোনো শাখার উচ্চমাধ্যমিক পাশ মেয়েরা ন্যূনতম ৪৫% নম্বর পেয়ে পাশ করলে আবেদন করতে পারবেন। বয়সের কোনো কড়াকড়ি নেই অর্থাৎ, যে কোনো বয়সের মেয়েরা ভরতি হতে পারেন। এছাড়াও এখানে এডুকেশন লোন / স্টুডেন্টস ক্রেডিট কার্ড-সহ সব ধরনের সরকারি স্কলারশিপের সুবিধা আছে। একথা নিঃসন্দেহে বলা যায়, খুব কম খরচে GNM অথবা B.Sc নার্সিং পড়ানোর এত ভালো প্রফেশনাল নার্সিং কলেজ রাজ্যের মধ্যে খুব সামান্যই আছে। হস্টেলের সুবিধা আছে। তবে তা আবশ্যিক নয়। মেয়েরা বাড়ি থেকেও যাতায়াত করতে পারবেন। এই সুযোগ অনেক কলেজেই পাবেন না। কলেজে ভরতি হওয়ার জন্য হেল্প লাইন নম্বর : 9903205182, 8017656252. ভরতির জন্য সরাসরি যোগাযোগের ঠিকানা : Gate No. 7 (Near AIIMS, Kalyani), Ballindi, Haringhata, Jaguli, Kalyani - 741246.

এই প্রতিষ্ঠানের ১০৭ শয্যাবিশিষ্ট নতুন মাল্টি স্পেশালিটি হাসপাতাল এবছর নভেম্বর মাসে চালু হচ্ছে। এখানকার নার্সরা তাই প্রথম থেকেই সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালে কাজ করার সুযোগ পাবে — যা অন্য কোথাও নেই।

MBS
Multi Speciality Hospital
License Number : 33652675

OUR FACILITIES & DEPARTMENTS

CRITICAL CARE & SURGICAL UNITS
✓ 24/7 Emergency Medicine & Trauma Care
✓ ICU • HDU • NICU (Neonatal Intensive Care)
✓ Modular Operation Theatre (OT)
✓ General & Advanced Laparoscopic Surgery
✓ Orthopedics & Joint Care

SPECIALIZED DEPARTMENTS
✓ Obstetrics & Gynecology
✓ Pediatrics & Neonatology
✓ Gastroenterology
✓ Nephrology
✓ Internal Medicine & Diabetology
✓ Dental Surgery

SUPPORT SERVICES
✓ Fully Automated Laboratory
✓ 24/7 In-house Pharmacy
✓ Radiology (X-Ray,USG, Mammography)

Gate No- 7, Balindi, Near BSF Camp Kalyani, Haringhata, Nadia 741246 +91 62967 57089
mbshospitalkalyani@gmail.com
https://mbshospital.com/

১৬ হেড কনস্টেবল

১ পাতার পর

কাউন্সেলর)’ পদে ১৬ জন ছেলেমেয়ে নিচ্ছে।

সাইকোলজি অন্যতম বিষয় হিসাবে নিয়ে যে কোনো শাখার ডিগ্রি কোর্স পাশরা যোগ্য। যে কোনো শাখার ডিগ্রি কোর্স পাশরা বি.এড. / টিচিংয়ের ডিগ্রি কোর্স পাশ হলে যোগ্য। বয়স হতে হবে ২৭-১০-২০২৬’র হিসাবে ২০ থেকে ২৫ বছরের মধ্যে অর্থাৎ জন্ম-তারিখ হতে হবে ২৮-১০-২০০১ থেকে ২৭-১০-২০০৬’ এর মধ্যে। তপশিলীরা ৫ বছর, ও.বি.সি.’রা ৩ বছর, সরকারি কর্মী ও প্রাক্তন সমরকর্মীরা যথারীতি বয়সে ছাড় পাবেন। মূল মাইনে : ২৫,৫০০-৮১,১০০ টাকা। শূন্যপদ : ১৬টি। এর মধ্যে ছেলে ১৪টি (জেনাঃ ৩, ও.বি.সি. ৮, ই.ডব্লু.এস. ১, তঃউঃজাঃ ২)। মেয়েদের ২টি (জেনাঃ ১, ও.বি.সি. ১)।

শারীরিক মাপজোখ হতে হবে ছেলেদের বেলায় লম্বায় অন্তত ১৭০ (তপশিলী উপজাতি হলে ১৬২৫ আর অসম, ত্রিপুরা ও উত্তর-পূর্বাঞ্চলের প্রার্থীদের বেলায় ১৬৫) সেমি, আর উচ্চতার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ ওজন। বুকের ছাতি হতে হবে না-ফুলিয়ে ৮০ (তপশিলী উপজাতি হলে ৭৭) সেমি ও ফুলিয়ে ৮৫ (তপশিলী উপজাতি হলে ৮২) সেমি। মেয়েদের বেলায় লম্বায় অন্তত ১৫৭ সেমি (উপজাতি হলে ১৫৪ সেমি) হতে হবে। সব ক্ষেত্রে দৃষ্টিশক্তি হতে হবে চশমা ছাড়া দূরের বেলায় এক চোখে ৬/৬ ও ৬/৯। আর কাছের বেলায় ভালো চোখে N6 ও খারাপ চোখে N9. ভাঙা হাঁটু, পায়ের চ্যাটালো পাতা, শিরাস্ফীতি, ট্যারা দৃষ্টি বা, বর্ণান্ধতা থাকলে আবেদনের যোগ্য নন।

প্রার্থী বাছাইয়ের জন্য প্রথমে উচ্চতা (হাইট বার টেস্ট) মাপা হবে। এরপর দৌড়তে হবে। ছেলেদের বেলায় সাড়ে ৭ মিনিটে ১.৬ কি.মি. দৌড়, ১১ ফুট লং জাম্প, সাড়ে ৩ ফুট হাই জাম্প আর মেয়েদের বেলায় ৪.৪৫ মিনিটে ৮০০ মিটার দৌড়, ৯ ফুট লং জাম্প আর ৩ ফুট হাই জাম্প। সফল হলে যাবতীয় প্রমাণপত্র পরীক্ষা করা হবে। তারপর শারীরিক সক্ষমতার পরীক্ষা হবে।

১০০ নম্বরের অবজেক্টিভ ও.এম. আর. টাইপের লিখিত পরীক্ষায় থাকবে এই ৪টি বিষয় : (১) জেনারেল ইংলিশ-১০ নম্বর, (২) জেনারেল হিন্দি-১০ নম্বর, (৩) জেনারেল অ্যাওয়ারনেস -১০ নম্বর, (৪) কোয়ান্টিটেটিভ অ্যাপ্টিটিউড টেস্ট - ১০ নম্বর, (৫) সাইকোলজি - ৬০ নম্বর। প্রতিটি প্রশ্নের জন্য থাকবে ১ নম্বর। সময় থাকবে ২ ঘন্টা। এরপর মেধা তালিকা তৈরি হবে।

সব শেষে ডাক্তারি পরীক্ষা। কবে পরীক্ষা হবে তা প্রাথমিক বাছাইয়ে সফলদের ‘ই-কল লেটার’ পাঠিয়ে জানানো হবে।

দরখাস্ত করবেন অনলাইনে, ২৭ অক্টোবরের মধ্যে। এই ওয়েবসাইটে : www.recruitment.itbpolice.nic.in এজন্য বৈধ একটি ই-মেল আই.ডি. থাকতে হবে। প্রথমে ওপরের ওই ওয়েবসাইটে গিয়ে যাবতীয় তথ্য দিয়ে সাবমিট করলেই নাম রেজিস্ট্রেশন হয়ে যাবে। এবার পরীক্ষা ফী বাবদ ১০০ (তপশিলী, প্রাক্তন সমরকর্মীদের ফী লাগবে না) টাকা অনলাইনে দিতে হবে। টাকা জমা দেওয়ার পর সিস্টেম জেনারেটেড অ্যাপ্লিকেশন ফর্ম প্রিন্ট করে নেবেন। আরো বিস্তারিত তথ্য পাবেন ওই ওয়েবসাইটে। ফর্ম পূরণ করতে কোনো অসুবিধা হলে সরাসরি ই-মেল করুন এই নম্বরে : comdtreet@itbp.gov.in

পশ্চিমবঙ্গ পুলিশে ড্রাইভার

১ পাতার পর

গাড়ি চালানোর বৈধ লাইসেন্স থাকতে হবে ও অন্তত ৩ বছর গাড়ি চালানোর অভিজ্ঞতা থাকতে হবে। পারিশ্রমিক মাসে ১৬,০০০ টাকা।

প্রার্থী বাছাই হবে ড্রাইভিং টেস্ট ও ইন্টারভিউয়ের মাধ্যমে। তারপর হবে ডাক্তারি পরীক্ষা। ইন্টারভিউয়ের সময় যাবতীয় প্রমাণপত্রের মূল সঙ্গে নিয়ে যাবেন।

দরখাস্ত করবেন নির্দিষ্ট ফর্মে। দরখাস্তের ফর্ম পাবেন এই ওয়েবসাইটে : www.wbpolice.gov.in পূরণ-করা দরখাস্তের সঙ্গে দেবেন : (১) বয়স, শিক্ষাগত যোগ্যতা ও আধার কার্ডের স্ব-প্রত্যয়িত নকল, (২) ড্রাইভিং লাইসেন্স ও অভিজ্ঞতার সার্টিফিকেটের স্ব-প্রত্যয়িত নকল, (৩) মোটর রিপেয়ারিং সংক্রান্ত কাজের অভিজ্ঞতার সার্টিফিকেটের স্ব-প্রত্যয়িত নকল (যদি থাকে)। দরখাস্ত পৌঁছনো চাই ১৬ অক্টোবরের মধ্যে। এই ঠিকানায় : The Additional Director General of Police, Telecommunication, WB, 3 MB Sarani, Tallygunge, Kolkata - 700 040. দরখাস্ত হাতে-হাতেও ওই ঠিকানায় জমা দিতে পারবেন।

চাকরির পরীক্ষা

রেলের জুনিয়র ইঞ্জিনিয়ার পদের পরীক্ষা

ভারতীয় রেলের বিজ্ঞপ্তি নং ৪/ ২০২৬’এর জুনিয়র ইঞ্জিনিয়ার, ডিপো মেটেরিয়াল সুপারিন্টেন্ডেন্ট ও কেমিক্যাল অ্যান্ড মেটালার্জিক্যাল অ্যাসিস্ট্যান্ট পদের কম্পিউটার বেসড টেস্ট হবে ২৭ ও ২৮ অক্টোবর। ই-অ্যাডমিট কার্ড ডাউনলোড করতে পারবেন এই ওয়েবসাইট থেকে : www.rrbapply.gov.in

দিল্লি পুলিশের সাব-ইন্সপেক্টর পদের পরীক্ষা

স্টাফ সিলেকশন কমিশনের ২০২৬ সালের দিল্লি পুলিশের সাব-ইন্সপেক্টর ও সি.এ.পি.এফ. ’এর কম্পিউটার বেসড টেস্ট হবে ২০ থেকে ২৮ নভেম্বর। বিস্তারিত তথ্য পাবেন এই ওয়েবসাইটে : https://ssc.gov.in

কম্বাইন্ড হায়ার সেকেন্ডারি লেভেলের পরীক্ষা

স্টাফ সিলেকশন কমিশনের ২০২৬ সালের কম্বাইন্ড হায়ার সেকেন্ডারি লেভেলের কম্পিউটার বেসড টেস্ট (টায়ার-।) হবে ৩০ নভেম্বর থেকে ৩১ ডিসেম্বর পর্যন্ত। বিস্তারিত তথ্য পাবেন এই ওয়েবসাইটে : https://ssc.gov.in

ডি.আর.ডি.ও-তে ১৯৫ অ্যাপ্রেন্টিস

১ পাতার পর

কম্পিউটার অপারেটর অ্যান্ড প্রোগ্রামিং অ্যাসিস্ট্যান্ট ট্রেডের সার্টিফিকেট কোর্স পাশ হলে সংশ্লিষ্ট ট্রেডের জন্য যোগ্য। স্টাইপেন্ড পাবেন। শূন্যপদ : ১১৫টি।

টেকনিশিয়ান অ্যাপ্রেন্টিস (ডিপ্লোমা) ট্রেনি : পলিটেকনিক থেকে কেমিক্যাল, মেকানিক্যাল, মেটালার্জিক্যাল, সেফটি ইঞ্জিনিয়ারিং, কম্পিউটার সায়েন্স ইঞ্জিনিয়ারিং, ইন্সট্রুমেন্টেশন, ই.ই.ই., সি.এস.ই. ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের ডিপ্লোমা কোর্স পাশরা সংশ্লিষ্ট ট্রেডের জন্য যোগ্য। স্টাইপেন্ড পাবেন। শূন্যপদ : ৩০টি।

গ্র্যাজুয়েট অ্যাপ্রেন্টিস : কেমিক্যাল, ইন্সট্রুমেন্টেশন, ই.সি.ই., ই.ই.ই., সি.এস.ই., মেটালার্জি, সেফটি, অ্যারোনটিক্যাল, অ্যারোস্পেস, সিভিল মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের ডিগ্রি (বি.ই. বা, বি.টেক.) কোর্স পাশরা আবেদন করতে পারেন। স্টাইপেন্ড পাবেন। শূন্যপদ : ৫০টি।

১২ মাসের ট্রেনিং। কেন্দ্রীয় সরকারি নিয়মানুযায়ী মাসে স্টাইপেন্ড পাবেন। বয়স হতে হবে ১-৯-২০২৬'এর হিসাবে ন্যূনতম ১৮ বছর। ২০২২, ২০২৩, ২০২৪, ২০২৫ সালের পরীক্ষায় সফল হয়ে থাকতে হবে। এই পদের বিজ্ঞপ্তি নং : RCI/HRD/Apprenticeship/Advt/2027.

প্রার্থী বাছাই হবে মেধার ভিত্তিতে /লিখিত পরীক্ষা বা, ইন্টারভিউয়ের মাধ্যমে। সার্টিফিকেট ভেরিফিকেশনের সময় যাবতীয় প্রমাণপত্রের মূল ও ফর্মের কপি নিয়ে যাবেন।

আগ্রহী প্রার্থীদের প্রথমে অ্যাপ্রেন্টিস হিসাবে নাম নথিভুক্ত করতে হবে, ২ নভেম্বরের মধ্যে। গ্র্যাজুয়েট অ্যাপ্রেন্টিস ও ডিপ্লোমা অ্যাপ্রেন্টিসদের বেলায় এই ওয়েবসাইটে : https://nats.education.gov.in, ট্রেড অ্যাপ্রেন্টিসদের বেলায় এই ওয়েবসাইটে : https://apprenticeshipindia.gov.in

এজন্য বৈধ একটি ই-মেল আই.ডি. থাকতে হবে। তখন যাবতীয় প্রমাণপত্র স্ক্যান করে নেবেন। এবার ওই ওয়েবসাইটে গিয়ে যাবতীয় তথ্য দিয়ে আর স্ক্যান করা প্রমাণপত্র আপলোড করে সাবমিট করলেই নাম রেজিস্ট্রেশন হয়ে যাবে। তারপর সিস্টেম জেনারেটেড অ্যাপ্লিকেশন ফর্ম প্রিন্ট করে নেবেন। আরো বিস্তারিত তথ্য পাবেন এই ওয়েবসাইটে : www.drdo.gov.in

কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারি চাকরির সঠিক প্রশিক্ষণ বালিগঞ্জ ও শিয়ালদহে

নিজস্ব প্রতিনিধি : সকল কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারি চাকরির পরীক্ষাগুলির প্রস্তুতির জন্য কলকাতার অন্যতম সেরা প্রশিক্ষণ কেন্দ্র ICE Academy। প্রতিটি বিষয়ের সেরা শিক্ষক মন্ডলী ও বিজ্ঞানভিত্তিক পঠন-পাঠনের জন্য এই প্রতিষ্ঠান চাকরির প্রার্থীদের কাছে সবথেকে নির্ভরযোগ্য হয়ে উঠেছে। এই প্রতিষ্ঠানের শিক্ষাগত মান এককথায় অতুলনীয়। দক্ষিণ কলকাতার বালিগঞ্জে অবস্থিত এই শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এক দশকের উপর সময় ধরে হাজার হাজার ছাত্র-ছাত্রীদের স্বপ্নপূরণে সাহায্য করে চলেছে। এই প্রতিষ্ঠানের শিক্ষাগত মান এককথায় অতুলনীয়। বর্তমানে বিভিন্ন চাকরির প্রার্থীদের ও তাদের অভিভাবকদের আবেদনে এই প্রতিষ্ঠানের একটি নতুন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র চালু হয়েছে শিয়ালদহ স্টেশনের সন্নিকটে। এর ফলে খুব সহজেই দূর-দূরান্ত থেকে ছাত্র-ছাত্রীরা রেল যোগাযোগের মাধ্যমে এই প্রতিষ্ঠানে প্রশিক্ষণ নেওয়ার সুযোগ পাচ্ছেন। প্রতিষ্ঠানের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে বালিগঞ্জ ও শিয়ালদহ দুটি কেন্দ্রেই একই শিক্ষকমন্ডলী প্রশিক্ষণ দিচ্ছেন। রাজ্যের সেরা সরকারি চাকরির প্রশিক্ষকদের ও বিশিষ্ট সরকারি আধিকারিকদের ত্বত্তাবধানে সাজানো এই প্রশিক্ষণ নিয়ে এবার আপনিও পূরণ করতে পারেন সরকারি চাকরির স্বপ্ন।

ICE একাডেমিতে প্রশিক্ষণের জন্য WBCS, SSC-CGL/CHSL, Rail, Bank PO/ Clerk, TET, WBPSC-Miscellaneous, Clerkship-এর প্রতিটির পৃথক পৃথক কোর্সের পাশাপাশি থাকছে কয়েকটি কম্বাইন্ড কোর্স যেগুলি মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক স্তরের সকল সাধারণ কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারি চাকরির জন্য যথাযথ। থাকছে প্রতি সপ্তাহে প্রতিটি বিষয়ের ওপর বিশেষজ্ঞদের অবজেক্টিভ ও ডেস্ক্রিপটিভ ক্লাস ও নিয়মিত পরীক্ষা। পাশাপাশি ইন্টারভিউ পর্বের প্রস্তুতির জন্য চলবে ছাত্রছাত্রীদের গ্রুমিং ও পার্সোনালিটি ডেভেলপমেন্ট। সঙ্গে থাকছে বিশেষজ্ঞদের তৈরি বিশেষ স্টাডি মেটেরিয়াল ও প্র্যাকটিস পেপারের সম্ভার। বর্তমানে রাজ্যের বিভিন্ন সরকারি দপ্তরে কর্মরত প্রাক্তন ছাত্রছাত্রীরা এই প্রতিষ্ঠানের সাফল্যের খতিয়ান বহন করে।

আসন্ন সকল সরকারি চাকরিকে লক্ষ্য করে অনলাইন ও ক্লাসরুমের বিভিন্ন ব্যাচগুলিতে ভর্তি চলছে। এছাড়া থাকছে অনলাইনে ফ্রি গাইডেন্স ও ফ্রি কাউন্সেলিং এর সুযোগ। তাই দেরি না করে আজই যোগাযোগ করুন।

বালিগঞ্জ কেন্দ্র : 9804412898 / 7044517509.
শিয়ালদহ কেন্দ্র : 7044981821 / 7278073043.

কীভাবে আইটিআই ব্যাকগ্রাউন্ড থেকে ওয়েব ডিজাইনিংয়ে হ্যান্ডসাম মাইনের চাকরি পেলাম

সুমন সাঁফুই
UI/UX ডিজাইনার

আমি, সুমন সাঁফুই। আইটিআই থেকে পাশ করার পর ২০২৪ সালে আমি মার্চেন্ট নেভিতে সিলেক্টেড হই। খুব খুশি ছিলাম। বলা চলে — 'একদম উড়ছিলাম'। কিন্তু আপনি ভাবেন এক — হয় আর এক। জয়েনিং-এর ঠিক আগেই আমার খুব বাজে একটা 'অ্যাক্সিডেন্ট' হয়। ফলে আমার আর মার্চেন্ট নেভিতে জয়েন করা হয় না। তখন চূড়ান্তভাবে হতাশায় ভুগছিলাম। কোনো দিকে কিছু কূলকিনারা পাচ্ছিলাম না। মনে হচ্ছিল 'এটাই আমার কেরিয়ারের দি এন্ড'। যাই হোক, অভ্যাসবশত প্রতি সপ্তাহে '**কর্মসংস্থান**' কাগজ বাড়িতে রাখতাম। আর ঠিক ওখানেই পড়া একটা 'ইনফরমেশন' আমার জীবন বদলে দিল। ওখানেই প্রথম জানতে পারলাম 'ডিসান অ্যাকাডেমি'র কথা। কোথাও যেন কিছু একটা 'ক্লিক' করল। কেন জানি না, মনে হল আমি পারব। সরাসরি ওই ইনস্টিটিউটে ফোন করি। ওঁনারা অফিসে যেতে বলেন। সল্টলেকে ওঁনাদের অফিসে যেদিন আমি গেছিলাম, সেদিন আমার নিজের ওপর নিজেরই কোনো 'এক্সপেক্টেশন' ছিল না। কিন্তু ওখানে যাওয়ার পর বেশ অবাক হয়েছিলাম। আমার তখন যেরকম অবস্থা, সেটা ওখানকার কাউন্সিলারদের পুরোপুরি খুলে বললাম। কোথাও যেন 'আশার আলো' দেখতে পেলাম। ওখানকার ট্রেইনড কাউন্সিলররা আমার কাউন্সেলিং করলেন। আমার পুরো মানসিক (কনফিডেন্স একদম তলানিতে ছিল) অবস্থা বুঝে, ঠিক কি ধরনের কোর্সের ট্রেনিং নিলে, আমি ৬ থেকে ৯ মাসের মধ্যে ভালো মাইনের চাকরি পেয়ে, আবার ঘুরে দাঁড়াতে পারব সেই ব্যাপারে ওঁরা সম্পূর্ণ গাইডলাইন তৈরি করে দিয়েছিল। কাউন্সিলারদের পরামর্শ মত আমি UI/UX Designing কোর্সে ভর্তি হই। এটি ৬ মাসের কোর্স। এখানে মূলত কোনো অ্যাপ বা ওয়েবসাইট দেখতে কেমন হবে, কোথায় কোন রঙ থাকবে, কেমন হবে ডিজাইন, লেখায় কোন হরফ ব্যবহার করলে তা ডিজিটালি মানুষকে আকৃষ্ট করবে (অর্থাৎ পেজে বেশি সময় ধরে ইউজার থাকবে) — এই সব ধরনের টেকনিক্যাল ইনপুটস-এর ওপর স্পেশাল ট্রেনিং দেওয়া হয়। আইটি ইন্ডাস্ট্রির অন্যতম সেরা কোর্স এটি। সফটওয়্যার ও আইটি ইন্ডাস্ট্রির ক্ষেত্রে পৃথিবীর অন্যতম সেরা রেটিং সংস্থা PwC-এর মতে আগামী ২ বছরের মধ্যে UI/UX Designing-এ চাকরির সংখ্যা (শুধুমাত্র আমাদের রাজ্যেই এখন বছরে ১৫-২০ হাজার লোক লাগে) ৩৬% বৃদ্ধি পাবে। অর্থাৎ, এই কোর্স নিয়ে পড়লে নিশ্চিত চাকরি হবে। আবার এই ট্রেনিং নিলে ভবিষ্যতে ভালো পে-প্যাকেজও পাওয়া যাবে। প্রথম সারির আইটি বা সফটওয়্যার কোম্পানিতে এই ট্রেডের লোকের বিশাল চাহিদা। কারণ এরা ইউজার ফ্রেন্ডলি, ট্রেইন্ড বেসড, মডার্ন, ডায়নামিক ও ফিচার বেসড দুর্দান্ত অ্যাট্রাকটিভ অ্যাপ কিভাবে তৈরি করতে হয় (যাতে অ্যাপটির ডাউনলোডিং ট্র্যাফিকের পরিমাণ সবচেয়ে বেশি হয়) তা অত্যন্ত প্রফেশনালভাবে শেখায় — যা এখানকার ছেলেমেয়েদের ইন্ডাস্ট্রির সেরা সেরা কোম্পানিতে 'Most attractive pay package' এ প্লেসড হতে সাহায্য করে। এবছরে আমার ট্রেনিং শেষ হয়। শেষ হওয়ার আগেই আমি একটি নামী সংস্থায় অ্যাপ্রেন্টিস বা ট্রেনি হিসাবে জয়েন করি। প্রথম মাস থেকেই আমি রীতিমতো হ্যান্ডসাম স্টাইপেন্ড পেতাম। ৬ মাস পর আমি একটি নামী সংস্থায় UI/UX ডিজাইনার হিসাবে চাকরি পাই। এখন আমি বছরে যে প্যাকেজ পাব — আজ থেকে ৯ মাস আগে তা আমি ভাবতেই পারতাম না। অর্থাৎ, একটা জিনিস পরিষ্কার যে, ঠিকঠাক জায়গা থেকে ট্রেনিং নিলে আমার মতো তোমাদের স্বপ্নও সফল হবে।

কিভাবে বুঝব যে ঠিক জায়গা থেকে ট্রেনিং নিচ্ছি

আমি যখন ডিসান অ্যাকাডেমিতে গেছিলাম তখন ভর্তি হওয়ার আগে যে জিনিসগুলি দেখেছিলাম তা হল — (১) একমাত্র এখানেই আইটি বা সফটওয়্যার ইন্ডাস্ট্রিতে যেসব বিভাগে সারা বছর ধরে সবথেকে বেশি নিয়োগ হয়, সেগুলির ওপরেই এখানকার কোর্সগুলো ডিজাইন করা। অর্থাৎ, এখান থেকে পাশ করলেই সুনিশ্চিত প্লেসমেন্ট। (২) ট্রেনিংয়ের মধ্যেই নামী কোম্পানিতে ট্রেনি হিসাবে ইন্টার্নশিপ ও তার জন্য একটি স্টাইপেন্ডও দেওয়া হয়। (৩) এখানকার সঙ্গে সেরা সেরা সফটওয়্যার কোম্পানিগুলির স্ট্র্যাটেজিক টাই আপ। (৪) অত্যন্ত উন্নত ও আপডেটেড সফটওয়্যারে কাজ শেখানো হয়। অর্থাৎ এখান থেকে পাশ করলে যাতে ইন্ডাস্ট্রিতে সবথেকে ভালো মাইনের অফার পায় তা নিশ্চিত করা হয়। (৫) সবথেকে ভালো ইন্ডাস্ট্রি ওরিয়েন্টেড প্রফেশনাল ট্রেনার। (৬) এখানে স্পেশালাইজড ডেমো ক্লাস। (৯) ঠিকঠাক কোর্স ফি। আমার মত তোমরাও যদি ৬ থেকে ৯ মাসের মধ্যে ট্রেনিং নিয়ে ভালো মাইনের চাকরি পেতে চাও, তাহলে অবশ্যই যোগাযোগ কর এই ফোন নম্বরে : 9429691888.

৬৪১ পার্সোন্যাল অ্যাসিস্ট্যান্ট

১ পাতার পর

অন্তত যথাক্রমে ৪০টি ও ১০০টি শব্দ তোলার গতি থাকলে আবেদন করতে পারেন। বয়স হতে হবে ২৭ বছরের মধ্যে। মূল মাইনে : ৯,৩০০-৩৪,৮০০ টাকা ও গ্রেড পে ৪,৬০০ টাকা। শূন্যপদ : দিল্লি ডিস্ট্রিক্ট ও সেশন কোর্টে ১৮৯টি (জেনাঃ ৩৭, ও.বি.সি. ৫২, তঃজাঃ ৪৯, তঃউঃজাঃ ৩৭, ই.ডব্লু.এস. ১৪)। দিল্লি ডিস্ট্রিক্ট ও সেশন কোর্টে (ফ্যামিলি কোর্টে) ১৭টি (জেনাঃ ৬, ও.বি.সি. ৪, তঃজাঃ ২, তঃউঃজাঃ ৩, ই.ডব্লু.এস. ২)।

পোস্ট কোড 805/26: সিনিয়র পার্সোন্যাল অ্যাসিস্ট্যান্ট : যে কোনো শাখার গ্র্যাজুয়েটরা কম্পিউটার টাইপিং ও শর্টহ্যান্ডে মিনিটে অন্তত যথাক্রমে ৪০টি ও ১১০টি শব্দ তোলার গতি থাকলে আবেদন করতে পারেন। বয়স হতে হবে ২৭ বছরের মধ্যে। মূল মাইনে : ৯,৩০০-৩৪,৮০০ টাকা ও গ্রেড পে ৪,৮০০ টাকা। শূন্যপদ : ২৭টি (জেনাঃ ১০, ও.বি.সি. ৮, তঃজাঃ ৩, তঃউঃজাঃ ৫, ই.ডব্লু.এস. ১)। চাকরি হবে দিল্লি ডিস্ট্রিক্ট ও সেশন কোর্টে।

পোস্ট কোড 806/26: জুনিয়র জুডিশিয়াল অ্যাসিস্ট্যান্ট : যে কোনো শাখার গ্র্যাজুয়েটরা কম্পিউটার টাইপিংয়ে মিনিটে অন্তত ৪০টি শব্দ তোলার গতি থাকলে আবেদন করতে পারেন। বয়স হতে হবে ২৭ বছরের মধ্যে। মূল মাইনে : ৫,২০০-২০,২০০ টাকা ও গ্রেড পে ২,৮০০ টাকা। শূন্যপদ : দিল্লি ডিস্ট্রিক্ট ও সেশন কোর্টে ১৫১টি (জেনাঃ ৬৩, ও.বি.সি. ৪০ তঃজাঃ ২২, তঃউঃজাঃ ১১, ই.ডব্লু.এস. ১৫)। দিল্লি ডিস্ট্রিক্ট ও সেশন কোর্টে (ফ্যামিলি কোর্টে) ২৩টি (জেনাঃ ৭, ও.বি.সি. ৭, তঃজাঃ ৪, তঃউঃজাঃ ৩, ই.ডব্লু.এস. ২)।

পোস্ট কোড 807/26: প্রসেস সার্ভার : মাধ্যমিক বা, উচ্চমাধ্যমিক পাশরা গাড়ি চালানোর বৈধ লাইসেন্স থাকলে ও গাড়ি চালানোর কাজে অন্তত ২ বছরের অভিজ্ঞতা থাকলে যোগ্য। বয়স হতে হবে ২৭ বছরের মধ্যে। মূল মাইনে : ৫,২০০-২০,২০০ টাকা ও গ্রেড পে ২,৪০০ টাকা। শূন্যপদ : দিল্লি ডিস্ট্রিক্ট ও সেশন কোর্টে ৯১টি (জেনাঃ ৩৮, ও.বি.সি. ২৫ তঃজাঃ ১৩, তঃউঃজাঃ ৬, ই.ডব্লু.এস. ৯)। দিল্লি ডিস্ট্রিক্ট ও সেশন কোর্টে (ফ্যামিলি কোর্টে) ১টি (তঃজাঃ)।

পোস্ট কোড 808/26: পিওন/ অর্ডারলি/ ডাক পিওন : মাধ্যমিক পাশরা আবেদনের যোগ্য। বয়স হতে হবে ২৭ বছরের মধ্যে। মূল মাইনে : ৫,২০০-২০,২০০ টাকা ও গ্রেড পে ২,০০০ টাকা। শূন্যপদ : দিল্লি ডিস্ট্রিক্ট ও সেশন কোর্টে ১৩৯টি (জেনাঃ ৫৬, ও.বি.সি. ৩৮ তঃজাঃ ২১, তঃউঃজাঃ ১০, ই.ডব্লু.এস. ১৪)। দিল্লি ডিস্ট্রিক্ট ও সেশন কোর্টে (ফ্যামিলি কোর্টে) ৩টি (ও.বি.সি. ২, তঃজাঃ ১)।

সব পদের বেলায় ন্যূনতম বয়স হতে হবে ১৮ বছর। বয়স গুণতে হবে ৪-১১-২০২৬'এর হিসাবে। তপশিলীরা ৫ বছর, ও.বি.সি.'রা ৩ বছর, প্রতিবন্ধীরা ১০ (ও.বি.সি. হলে ১৩, তপশিলী হলে ১৫) বছর ও প্রাক্তন সমরকর্মীরা যথারীতি বয়সে ছাড় পাবেন। এই পদের ফাইল নং : F. No. 1 (452)/ P&P/DSSSB/2026/Advt./5114, Dated: 30.09.2026.

প্রার্থী বাছাইয়ের জন্য প্রথমে অবজেক্টিভ এম.সি.কিউ. টাইপের প্রশ্ন হবে। তাতে সফল হলে ডেসক্রিপ্টিভ টাইপের পরীক্ষা। তারপর স্কিল টেস্ট ও ইন্টারভিউ।

সিনিয়র পার্সোনেল অ্যাসিস্ট্যান্ট ও পার্সোনেল অ্যাসিস্ট্যান্ট পদের বেলায় অবজেক্টিভ এম.সি.কিউ. টাইপের পরীক্ষায় ৯০ নম্বরের ৯০টি প্রশ্ন হবে এইসব বিষয়ে : (ক) জেনারেল ইংলিশ অ্যান্ড কমপ্রিহেনশন-৫০ নম্বরের ৫০টি প্রশ্ন, (খ) জেনারেল নলেজ -২০ নম্বরের ২০টি প্রশ্ন, (গ) জেনারেল ইন্টেলিজেন্স -২০ নম্বরের ২০টি প্রশ্ন। সফল হলে মোট শূন্যপদের ২৫ গুণ প্রার্থীকে ডেসক্রিপ্টিভ টাইপের পার্টের ইংরিজি ল্যাঙ্গোয়েজ পেপারের পরীক্ষায় ডাকা হবে। এই পার্টে ৭৫ নম্বরের ৩টি প্রশ্ন হবে এইসব বিষয়ে : (ক) প্রবন্ধ লেখা ৩০ নম্বর, (খ) ব্যাকরণ ২৫ নম্বর, (গ) অনুবাদ -২০ নম্বর। সময় থাকবে ৯০ মিনিট। এরপর শর্টহ্যান্ড টেস্ট ও টাইপিং টেস্ট।

জুনিয়র জুডিশিয়াল অ্যাসিস্ট্যান্ট পদের বেলায় অবজেক্টিভ এম.সি.কিউ. টাইপের পরীক্ষায় ১২০ নম্বরের ১২০টি প্রশ্ন হবে এইসব বিষয়ে : (ক) জেনারেল ইংলিশ অ্যান্ড কমপ্রিহেনশন-৬০ নম্বরের ৬০টি প্রশ্ন, (খ) জেনারেল নলেজ -৩০ নম্বরের ৩০টি প্রশ্ন, (গ) জেনারেল ইন্টেলিজেন্স -৩০ নম্বরের ৩০টি প্রশ্ন। সফল হলে মোট শূন্যপদের ২৫ গুণ প্রার্থীকে ডেসক্রিপ্টিভ টাইপের পার্টের ইংরিজি ল্যাঙ্গোয়েজ পেপারের পরীক্ষায় ডাকা হবে। এই পার্টে ১০০ নম্বরের ৩টি প্রশ্ন হবে এইসব বিষয়ে : (ক) প্রবন্ধ লেখা ৫০ নম্বর, (খ) ব্যাকরণ ৩০ নম্বর, (গ) অনুবাদ -২০ নম্বর। সফল হলে স্কিল টেস্ট ও ইন্টারভিউ।

প্রসেস সার্ভার পদের বেলায় অবজেক্টিভ এম.সি.কিউ. টাইপের পরীক্ষায় ১০০ নম্বরের ১০০টি প্রশ্ন হবে এইসব বিষয়ে : (ক) ইংলিশ -২৫ নম্বরের ২৫টি প্রশ্ন, (খ) হিন্দি -২৫ নম্বরের ২৫টি প্রশ্ন, (গ) জেনারেল নলেজ -২৫ নম্বরের ২৫টি প্রশ্ন, (ঘ) অ্যারিথমেটিক -২৫ নম্বরের ২৫টি প্রশ্ন। সময় থাকবে ২ ঘন্টা। সফল হলে মোট শূন্যপদের ১৫ গুণ প্রার্থীকে ড্রাইভিং টেস্ট ও ইন্টারভিউ হবে।

দরখাস্ত করবেন অনলাইনে, ৪ নভেম্বরের মধ্যে। এই ওয়েবসাইটে : http://dsssbonline.nic.in এজন্য বৈধ একটি ই-মেল আই.ডি. থাকতে হবে। প্রথমে পাশপোর্ট মাপের রঙিন ফটো ও সিগনেচার স্ক্যান করে নেবেন। এবার ওপরের ওই ওয়েবসাইটে গিয়ে যাবতীয় তথ্য দিয়ে সাবমিট করলে নাম রেজিস্ট্রেশন হয়ে যাবে ও সিস্টেম জেনারেটেড অ্যাপ্লিকেশন ফর্ম প্রিন্ট করে নেবেন। এবার পরীক্ষা ফী বাবদ ১০০ টাকা অনলাইনে জমা দিতে হবে। মহিলা, তপশিলী, প্রতিবন্ধী ও প্রাক্তন সমরকর্মীদের ফী লাগবে না। এবার স্ক্যান করা যাবতীয় প্রমাণপত্র আপলোড করে সাবমিট করলেই নাম রেজিস্ট্রেশন হয়ে যাবে। তখন সিস্টেম জেনারেটেড অ্যাপ্লিকেশন ফর্ম প্রিন্ট করে নেবেন। আরো বিস্তারিত তথ্য পাবেন ওই ওয়েবসাইটে।

কর্মসংস্থান
বিজ্ঞাপনের জন্য সরাসরি যোগাযোগ
✆: 9830795430

আগামী ৬ মাসের মধ্যে

১ লাখের বেশি শূন্যপদে নিয়োগ করবে রাজ্য সরকার

চাকরি প্রার্থীদের জন্য অত্যন্ত ভালো সময় আসছে। আগামী ৬ মাসের মধ্যে ১ লাখ শূন্যপদ নিয়োগের সিদ্ধান্ত নিয়েছে রাজ্য সরকারের ক্যাবিনেট মন্ত্রক। এই নিয়োগ হবে ছোট-বড় মিলিয়ে মোট ৫৪টি সরকারি দফতরে। অক্টোবর থেকে আগামী বছরের মার্চ পর্যন্ত, প্রতি মাসে নতুন নতুন নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি বেরোবেই। যে যে পরীক্ষার নিয়োগ অনেক আগেই শুরু হয়েছিল, সেইসব নিয়োগ প্রক্রিয়া এই সময়ের মধ্যেই শেষ করা হবে। এর মধ্যে যেমন রয়েছে পুলিশ কনস্টেবল পদে (প্রায় ১২ হাজার) নিয়োগের চূড়ান্ত মেধা তালিকা, আবার তেমনই রয়েছে কলকাতা পুলিশের কনস্টেবল ও সাব-ইন্সপেক্টর পদে (প্রায় ৪ হাজার) নিয়োগের ফলাফল প্রকাশ। আবার অন্যদিকে রয়েছে রাজ্য সরকারের পাব্লিক সার্ভিস কমিশনের একাধিক নিয়োগ যথা ক্লার্কশিপ পার্ট-।। পরীক্ষা (শূন্যপদ প্রায় ৭-৮ হাজার), ডব্লু.বি.সি.এস, মিসলেনিয়াস সার্ভিসের মতো অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ নিয়োগ। একথা একদম স্পষ্ট যে, ঠিকঠাক পরিকল্পনা করলে ২০২৭ সালের মার্চ মাসের মধ্যে সরকারি চাকরি পাওয়ার স্বপ্ন সত্যি হবেই। এ সুযোগ কোনোমতেই ছাড়া চলবে না। এই অল্প সময়ের মধ্যে, প্রতিটি পরীক্ষা ধরে ধরে, ঠিক কী ধরনের প্রস্তুতি নিলে এইসব পরীক্ষায় সফল হবেন, তার টিপস নিয়ে আলোচনা করছেন রাজ্য তথা দেশের সরকারি চাকরির প্রস্তুতির সেরা সংস্থা, রাইস গ্রুপের প্রতিষ্ঠাতা ও চেয়ারম্যান অধ্যাপক ***ড. সমিত রায়।***

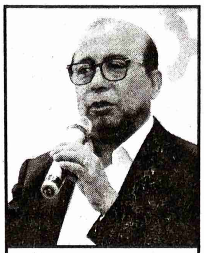

রাইস-অ্যাডামাস গ্রুপের প্রতিষ্ঠাতা ও চেয়ারম্যান অধ্যাপক ড. সমিত রায়

পশ্চিমবঙ্গের নবনির্বাচিত মুখ্যমন্ত্রী মাননীয় শুভেন্দু অধিকারী মহাশয়ের মন্ত্রিসভা চলতি আর্থিক বছরের (২০২৬-২৭) মধ্যে রাজ্য সরকারের ৫৪টি প্রশাসনিক দফতরে এক লাখেরও বেশি শূন্যপদে কর্মী নিয়োগের ঐতিহাসিক সিদ্ধান্ত অনুমোদন করেছে।

রাজ্যের যুব সমাজের জন্য কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করা ও নিয়োগ প্রক্রিয়াকে সম্পূর্ণ স্বচ্ছ ও রাজনৈতিক হস্তক্ষেপমুক্ত করার লক্ষ্যে এই 'মেগা নিয়োগ' পরিকল্পনা ঘোষণা করা হয়েছে। এই মহাপরিকল্পনার একটি অন্যতম যুগান্তকারী দিক হলো মেয়েদের জন্য ৩৩% আসন সংরক্ষণ, যা রাজ্যের মহিলা ক্ষমতায়ন ও লিঙ্গ সমতা প্রতিষ্ঠায় এক নতুন দিগন্তের উন্মোচন করবে। পশ্চিমবঙ্গের বর্তমান আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে এই ঘোষণার গুরুত্ব অসীম। বিভিন্ন পদে নিয়োগের রূপরেখা, স্বচ্ছতা নিশ্চিতকরণের উপায় ও যুবসমাজ ও মহিলাদের ওপর এর দীর্ঘমেয়াদী প্রভাব সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হলো।

নিয়োগের রূপরেখা ও বিভাগীয় বণ্টন :

মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর ঘোষণা অনুযায়ী, ২০২৭ সালের মার্চের মধ্যে এই বিশাল নিয়োগ প্রক্রিয়াটি রূপায়ণ করার লক্ষ্যমাত্রা নেওয়া হয়েছে। এই নিয়োগ মূলত ৩টি প্রধান স্তম্ভের ওপর দাঁড়িয়ে রয়েছে।

শিক্ষা ক্ষেত্র (SSC ও অন্যান্য) :

শিক্ষা ক্ষেত্রে সবচেয়ে বড়ো নিয়োগ হতে চলেছে। স্কুল সার্ভিস কমিশন (SSC)-এর মাধ্যমে নবম থেকে দ্বাদশ শ্রেণির শিক্ষক, প্রাথমিক ও উচ্চ-প্রাথমিক শিক্ষক ও অশিক্ষক কর্মী (গ্রুপ-সি ও গ্রুপ-ডি) মিলিয়ে প্রায় ৩৩,০০০ থেকে ৫০,০০০ শূন্যপদ পূরণ করা হবে। পূর্ববর্তী সময়ে শিক্ষক নিয়োগ নিয়ে যে আইনি ও সামাজিক জটিলতা তৈরি হয়েছিল, তা কাটিয়ে উঠে মেধারভিত্তিতে নতুন শিক্ষক নিয়োগই সরকারের মূল লক্ষ্য।

পুলিশ ও আইন-শৃঙ্খলা বাহিনী : যুব সমাজের কাছে পুলিশে চাকরি অত্যন্ত আকর্ষণীয়। রাজ্য পুলিশ ও কলকাতা পুলিশ মিলিয়ে প্রায় ১৬,০০০ থেকে ২০,০০০ কর্মী নিয়োগ করা হবে। এর মধ্যে রাজ্য পুলিশে ১২,০০০ কনস্টেবল ও সাব-ইন্সপেক্টর আর কলকাতা পুলিশে ৪,০০০ পদ রয়েছে।

প্রশাসনিক ও ক্লার্ক পদ (PSC) :

পাবলিক সার্ভিস কমিশন (PSC)-এর মাধ্যমে বিভিন্ন সরকারি দফতরে লোয়ার ডিভিশন ক্লার্ক (LDC), প্রশাসনিক কর্মকর্তা (WBCS ও PSC মিসলেনিয়াস) ও টেকনিকাল স্টাফ পদে নিয়োগ করা হবে। মোট ৫৪টি প্রশাসনিক দফতরের শূন্যপদ এর আওতাভুক্ত।

পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন দফতরে নিয়োগ :

পশ্চিমবঙ্গ সরকার ২০২৬ সালের নিয়োগ প্রক্রিয়ায় মোট ১১,১৫৪টির বেশি শূন্যপদে বিভিন্ন স্তরে কর্মী নিয়োগের পরিকল্পনা করা হয়েছে। এই নিয়োগ গ্রাম পঞ্চায়েত, পঞ্চায়েত সমিতি ও জেলা পরিষদ, এই তিন স্তরে পরিচালিত হবে। পদের নাম ও শিক্ষাগত যোগ্যতা সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য দেওয়া হলো।

গ্রাম পঞ্চায়েত স্তর : নির্বাহী সহকারী বা এক্সিকিউটিভ অ্যাসিস্ট্যান্ট পদে শিক্ষাগত যোগ্যতা হলো স্নাতক ডিগ্রি ও সঙ্গে অন্তত ৬ মাসের কম্পিউটার সার্টিফিকেট। পঞ্চায়েত সচিব পদে যোগ্যতা মাধ্যমিক বা সমতুল পাশ। সহায়ক পদে যোগ্যতাও মাধ্যমিক বা সমতুল পাশ। নির্মাণ সহায়ক পদের জন্য যোগ্যতা দরকার সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে ডিগ্রি বা ডিপ্লোমা। গ্রাম পঞ্চায়েত কর্মী পদে অষ্টম শ্রেণি পাশ হলেই চলবে।

পঞ্চায়েত সমিতি স্তর : অ্যাকাউন্টস ক্লার্ক, ক্লার্ক-কাম-টাইপিস্ট, ডাটা এন্ট্রি অপারেটর (ডিইও) ও পিওন ইত্যাদি পদ। এর জন্য পদ অনুযায়ী মাধ্যমিক, উচ্চমাধ্যমিক বা স্নাতক ও কম্পিউটার দক্ষতার প্রয়োজন হয়।

জেলা পরিষদ স্তর : লোয়ার ডিভিশন অ্যাসিস্ট্যান্ট (এলডিএ), অ্যাসিস্ট্যান্ট ক্যাশিয়ার, স্টেনোগ্রাফার, ওয়ার্ক অ্যাসিস্ট্যান্ট ও গ্রুপ-ডি পদ।

নিয়োগ প্রক্রিয়ায় স্বচ্ছতা ও কাঠামোগত সংস্কার :

অতীতে নিয়োগ সংক্রান্ত নানা দুর্নীতি ও অনিয়মের কারণে রাজ্যের চাকরিপ্রার্থীদের মধ্যে যে গভীর হতাশা ও ক্ষোভ তৈরি হয়েছিল, তা দূর করতে বর্তমান মুখ্যমন্ত্রী বিশেষ পদক্ষেপ নিয়েছেন।

ইউপিএসসি (UPSC)-র মডেল অনুসরণ করা : স্কুল সার্ভিস কমিশন ও পাবলিক সার্ভিস কমিশনের কাঠামো সংস্কার করে সেগুলিকে ইউনিয়ন পাবলিক সার্ভিস কমিশনের মতো সম্পূর্ণ অরাজনৈতিক ও স্বায়ত্তশাসিত রূপ দেওয়া হচ্ছে, যেখানে নিরপেক্ষ বিশেষজ্ঞরা নিয়োগ প্রক্রিয়া পরিচালনা করবেন।

ইন্টারভিউয়ের নম্বর হ্রাস : ভাইভা বা ইন্টারভিউ প্রক্রিয়ায় স্বজনপোষণ ও দুর্নীতি রুখতে বেশ কিছু পদের ক্ষেত্রে ইন্টারভিউয়ের বরাদ্দ নম্বর কমিয়ে সর্বোচ্চ ৫ নম্বর করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। এর ফলে কোনো পরীক্ষার্থী লিখিত পরীক্ষায় ভালো ফল করলে ইন্টারভিউয়ের টেবিলে বৈষম্যের শিকার হবেন না ও সম্পূর্ণ মেধার ভিত্তিতে চাকরি নিশ্চিত হবে।

সাফল্যের কৌশল :

নির্দিষ্ট লক্ষ্য বা পদ নির্বাচন করে পরীক্ষায় বসুন। প্রথমেই ঠিক করে নিন আপনি কোন পদের জন্য পরীক্ষা দেবেন। শিক্ষকতা, পুলিশ (কনস্টেবল বা সাব ইনস্পেক্টর), নাকি ওয়েস্ট বেঙ্গল পাবলিক সার্ভিস কমিশনের গ্রুপ সি বা ডি অথবা ক্লার্কশিপ। পদের শিক্ষাগত যোগ্যতা ও শারীরিক মাপকাঠির (পুলিশের ক্ষেত্রে) সঙ্গে নিজের প্রোফাইল মিলিয়ে নিন। সিলেবাস ও বিগত বছরের প্রশ্নপত্র সংগ্রহ করুন। বিগত ৫ বছরের প্রশ্ন ডাউনলোড করে পরীক্ষার ধরন বুঝে নিন। প্রতিদিন ৫-৬ ঘণ্টা পড়ার একটি রুটিন বানান। শর্টকাট ট্রিকস শেখার আগে টেক্সট বই (যেমন নবম দশম শ্রেণির পশ্চিমবঙ্গ বোর্ডের বইগুলি) থেকে ইতিহাস, ভূগোল ও বিজ্ঞানের সাধারণ ধারণা বা বেসিক মজবুত করুন। প্রতিদিন নিয়ম করে খবরের কাগজ পড়ুন অথবা নির্ভরযোগ্য অ্যাপ বা ম্যাগাজিন থেকে গত ৬ থেকে ৯ মাসের জাতীয় ও আন্তর্জাতিক ঘটনাবলী জানুন, বিশেষ করে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের বিভিন্ন প্রকল্প ও বাজেট (যেমন অন্নপূর্ণা যোজনা, পিঙ্ক কার্ড ইত্যাদি) সংক্রান্ত তথ্য নোট করে রাখুন। সপ্তাহে অন্তত একটি করে মক টেস্ট দিন। এটি আপনার টাইম ম্যানেজমেন্ট ও নির্ভুল উত্তর দেওয়ার ক্ষমতা বাড়াবে। ভুল হওয়া অংশগুলি বারবার রিভিশন দিন।

রেল, পুলিশ, ব্যাঙ্ক, কনস্টেবল, এসএসসি সিজিএল, ডব্লু.বি.সি.এস., এস.এস.সি, ইউ.পি.এস.সি.-সহ রাজ্য ও কেন্দ্রের অন্যান্য চাকরির পরীক্ষাতেও কীভাবে প্রস্তুতি নেবেন তা জানতে নির্দ্বিধায় ফোন করুন এই হেল্প লাইনে : 6292190230.

AI ইন্টিগ্রেটেড ডিজিটাল মার্কেটিংয়ে ৫৬,০৩১ নিয়োগ

১ পাতার পর

থেকেই ডিজিটাল মার্কেটিংয়ে ৫,০০০ এর ওপর প্রফেশনালস নিয়োগ করেছেন তাঁরা। আর এই নিয়োগের বেশিরভাগ ছেলেমেয়েই ট্রেনিং নিয়েছে এই মুহূর্তেরাজ্যের অন্যতম সেরা স্কিলড প্রফেশনাল এডুকেশন ইনস্টিটিউশন NIHT থেকে। আবার Infosys এবছরের প্রথম ৮ মাসে এই বিভাগে ৯,৩১২ জনকে চাকরি দিয়েছে — যাঁদের মধ্যে বেশিরভাগটাই ডিজিটাল ট্রেনিং নিয়েছে NIHT থেকে। এখানেই শেষ নয়। Digi Magia Pvt. Ltd. বা Comval IT Solutions Pvt. Ltd. বা Creek Club বা Blue Wave Media-র মতো কলকাতার প্রথম সারির একাধিক কোম্পানির রিক্রুটিং টিমের সাথে কথা বলে দেখা গেছে যে, তাদের নিয়োগের বেশিরভাগ প্রার্থীরাই এসেছে NIHT থেকে। আবার গত বছরের এই সময়ের রিক্রুটমেন্টের যা ট্রেন্ড একথা নিশ্চিতভাবে বলা যায় যে সামনের আগষ্ট থেকে ডিসেম্বরের মধ্যে কমবেশি রাজ্যের প্রায় ১৩০টির ওপর আইটি কোম্পানিতে ৫৬,০৩১ জন 'ডিজিটাল প্রফেশনালস' এর নিয়োগ হবে। যেকোনো শাখায় উচ্চমাধ্যমিক পাশ করলে আবেদন করতে পারেন। গ্র্যাজুয়েটরাও আবেদনের জন্য যোগ্য। কীভাবে এই নিয়োগ হবে। এ ব্যাপারে আমরা যোগাযোগ করেছিলাম দেশ তথা রাজ্যের অন্যতম সেরা স্কিলড প্রফেশনাল এডুকেশন ইনস্টিটিউশন NIHT-র ডিজিটাল প্রোগ্রামের হেড অফ দ্যা ডিপার্টমেন্ট অংশুমান শেঠ-এর কাছে। অংশুমানের মতে, "একথা একদম সত্যি যে আজকের দিনে দাঁড়িয়ে স্কিলড প্রফেশনালস ছাড়া কোনো চাকরি নেই। অর্থাৎ এখন ডিগ্রি নয়। স্কিলের দরকার। তাই রিক্রুটারদের কাছে স্কিলড কর্মী সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব পায়। যদি আপনার ভেতরে ঠিকঠাক স্কিল থাকে, তাহলে বড় বড় কোম্পানি আপনাকে ঘরে এসে চাকরি দিয়ে যাবে। আর যদি তা না থাকে, তাহলে আপনি যতই ট্যালেন্টেড হোন না কেন, কোথাও আপনি চাকরি পাবেন না। একটা জিনিস প্রথমেই পরিষ্কার বলা ভালো। ইন্টারভিউ বোর্ডে একমাত্র বন্ধু হতে পারে আপনার ভেতরের স্কিলড অ্যাটিচিউড— যা অন্য অনেকের থেকে চাকরি পেতে আপনাকে অনেকটাই এগিয়ে রাখবে। কেউ আপনাকে কোনো সুযোগ দেবে না। আপনাকে নিজেকেই সুযোগ তৈরি করে নিতে হবে। এখন আপনি ভাবতেই পারেন— কোম্পানিগুলির কাছে কেন স্কিলড প্রফেশনালস এর এত চাহিদা? কারণ কোনো কোম্পানি এখন আর ট্রেনিং দেওয়ার জন্য আলাদাভাবে খরচ করতে চায় না। তারা চায় তাদের চাহিদা মতো স্কিলড প্রফেশনালস — যে একসাথে একাধিক ডিপার্টমেন্ট সামলাতে পারবে। সোজা বাংলায়, কোম্পানি যে ক্যান্ডিডেট-এর মধ্যে এই গুন দেখতে পাবে, তাকেই সিলেক্ট করবে। অর্থাৎ, বেসিক কোয়ালিফিকেশন নয়, চাকরি পেতে গেলে এখন লাগবে কাস্টমাইজড স্কিলড কোয়ালিফিকেশন।" ঠিক কোথা থেকে এই ধরনের ট্রেনিং পাব? উত্তরে এইচওডি জানালেন, 'আমাদের রাজ্যে ডিজিটাল স্কিলস ডেভেলপমেন্ট ট্রেনিং প্রোভাইডর অনেকেই আছে। কিন্তু খুব কম সংখ্যক ইনস্টিটিউশন, এমপ্লয়ারের চাহিদা অনুযায়ী কাস্টমাইজড ট্রেনিং দেয়। আর ঠিক এইখানেই NIHT-র গুরুত্ব। এখানে শুধুমাত্র কোর্স করানো হয় না — কেরিয়ার তৈরি করা হয়।' এখানে ট্রেনিং নিতে হলে বেসিক কোয়ালিফিকেশন কী থাকা দরকার? যেকোনো শাখায় উচ্চমাধ্যমিক বা গ্র্যাজুয়েশন পাশ ছেলেমেয়েরা এখানকার ডিজিটাল জব ওরিয়েন্টেড ট্রেনিং নিতে পারবে। ২৫০টির বেশি কোম্পানি ডিজিটাল গ্রোথ বাড়াতে এই কোম্পানিকে নিয়োগ করে। ফলে স্বভাবতই এখানকার ছেলেমেয়েরা ওইসব কোম্পানিতে ভালো পে-প্যাকেজে প্লেসড হয়।

এখানকার ট্রেনিং অন্যদের থেকে আলাদা কোথায়?

উত্তরে কোম্পানির চিফ অপারেটিং অফিসার প্রসিত পাল জানালেন, "(১) এখানে শুধুমাত্র ইন্ডাস্ট্রি ওরিয়েন্টেড ট্রেনিং দেওয়া-ই হয় না, এমপ্লয়ারের চাহিদা মতো প্রার্থীকে 'ট্রেনড প্রফেশনালস' হিসাবে তৈরি করে দেওয়া হয়। যাতে যেকোনো বড় কোম্পানিতে ভালো পে-প্যাকেজে সে তার কেরিয়ার শুরু করতে পারে। (২) এখানে রয়েছে ইন্ডাস্ট্রি ওরিয়েন্টেড স্পেশাল ট্রেনিং মডিউল তথা Master Program in Digital Marketing — যা এখন দেশের মধ্যে অন্যতম ইউনিক ও ফিউচার-রেডি প্রোগ্রাম। এখানে Website Ranking, Organic Growth Strategy র পাশাপাশি শেখানো হয় Google Ads, Meta Ads আর YouTube Ads — যাতে এখানকার ট্রেনিরা খুব সহজেই বিভিন্ন প্ল্যাটফর্মের উপযোগী কন্টেন্ট বানাতে পারেন। (৩) এই স্পেশাল ট্রেনিং মডিউল (Master Program in Digital Marketing) অন্যদের থেকে অনেকটাই আলাদা। এখানে 'মাল্টিপারপাস স্কিলড প্রফেশনালস' হিসাবে ট্রেনিদের তৈরি করা হয়। অর্থাৎ, একমাত্র আমাদের এখানেই ট্রেনিরা একসাথে ৩টি বিষয় ট্রেনিং নিতে পারে — (A) Digital Marketing, (B) Content Creation (Graphics+Video Editing) ও (C) GenAI / Automation Expert. আর কোথাও এই সুবিধা নেই। ফলে স্বভাবতই এখান থেকে যাঁরা ট্রেনিং নেন, তাঁরা ন্যূনতম ৩ গুণ বেশি ভালো প্রোডাক্টিভিটি দেয়— যা যেকোনো ভালো MNC কোম্পানিতে, শুরুতেই ভালো পে-প্যাকেজ নিয়ে, তাঁদের কেরিয়ার শুরু করতে সাহায্য করে। (৪) এই প্রতিষ্ঠানের অন্যতম একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হল — এটি শুধুমাত্র Google ও Meta'র পার্টনার প্রতিষ্ঠানই নয় — এখানে ছেলেমেয়েদের শেখানো হয় সম্পূর্ণ প্র্যাকটিক্যাল-বেসড ডিজিটাল মার্কেটিং —ঠিক যেভাবে একটি লাইভ ডিজিটাল মার্কেটিং এজেন্সি বাস্তবে কাজ করে। (৫) এখানকার ডিজিটাল প্রোগ্রামের সবচেয়ে বড় শক্তি হল Generative AI ও Agentic AI। এখানে ট্রেনিরা বিভিন্ন AI Tools ব্যবহার করে কনটেন্ট আইডিয়া জেনারেশন, কপি রাইটিং, অটোমেশন ও ডাটা অ্যানালাইসিস শেখে — যা বড় বড় MNC কোম্পানিতে ইন্টারভিউ ক্র্যাক করার সময় বিশেষভাবে কাজে লাগে। (৬) এটি একমাত্র প্রতিষ্ঠান যেখানে AI Integrated Digital Marketing শেখানো হয়। এছাড়াও, এখানকার ট্রেনিদের হাই-কোয়ালিটি ভিডিও কনটেন্ট মেকিং ও প্রফেশনাল মানের Instagram Reels ও YouTube Shorts বানানোর টেকনিক এমনভাবে শেখানো হয় — যা চাকরির বাজারে তাদের গুরুত্ব অনেকটাই বাড়িয়ে দেয়। (৭) রাজ্যের মধ্যে একমাত্র এখানেই ট্রেনিদের দেওয়া হয় Live Website Hosting Environment, যেখানে তারা নিজেরাই ওয়েবসাইট তৈরি করে, হাতে-কলমে কাজ করে আর বাস্তবভাবে Website Ranking Strategy, Google Tag Manager সেট-আপ, Facebook Pixel ও Conversion Tracking-এর মতো লাইভ ইন্ডাস্ট্রিয়াল টুল ব্যবহার করা শেখে — যা চাকরির বাজারে এখানকার ট্রেনিদের খুব ভালো মাইলেজ দেয়। (৮) একমাত্র এখানেই AI Agent কীভাবে তৈরি করা হয় তা শেখানো হয়— যা যেকোনো কোম্পানির কাছেই খুবই আকর্ষণীয়। কারণ আজকের দিনে দাঁড়িয়ে— 'AI Agent ক্রিয়েশন'— চাকরির বাজারে এখানকার ছেলেমেয়েদের গুরুত্ব কয়েকশো গুন বাড়িয়ে দেবে। ফলে তারা খুব সহজেই নিজের মনের মতো পে প্যাকেজ পেতে পারে। (৯) এছাড়াও এখানে রয়েছে একটি State-of-the-Art Studio, যেখানে ট্রেনিরা প্র্যাকটিক্যালভাবে কনটেন্ট তৈরি করতে পারে, 'লাইভ পডকাস্ট শুট' করতে পারে ও 'রিয়েল ইন্ডাস্ট্রি শুটে' অংশ নিয়ে বাস্তব অভিজ্ঞতা অর্জন করে। ফলে এখানকার ছেলেমেয়েরা ডিজিটাল মার্কেটিংয়ের পাশাপাশি কনটেন্ট প্রোডাকশন ও ব্র্যান্ড কমিউনিকেশনের বাস্তব ধারণা পায় - যা অন্য কোথাও হয় না। (১০) এখানে ট্রেনিং-এর সময় এখানকার ছেলেমেয়েরা নিজের Digital Properties-যেমন ওয়েবসাইট, ক্যাম্পেইন, কনটেন্ট ও অটোমেশন সিস্টেম তৈরি করতে পারে — যা সে ইন্টারভিউয়ের সময় 'লাইভ প্রজেক্ট' হিসেবে দেখাতে পারে — যা রাজ্যের অন্য কোনো প্রতিষ্ঠানে নেই।

পূর্ব ভারতের অন্যতম সেরা প্রতিষ্ঠান যেখানে ৬ মাসের ট্রেনিংয়ে বছরে ৩,৬০,০০০ টাকা মাইনের গ্যারান্টিড চাকরি হচ্ছে। এখনো পর্যন্ত এখান থেকে চাকরি পেয়েছে ৬০,০০০

এখানকার ট্রেনিং নিলে ঠিক কী ধরনের মাইনে শুরুতেই পাওয়া যাবে?

মার্কেটিং, অ্যাডভার্টাইজিং, ব্র্যান্ডাইজিং ও ডিজিটাল মার্কেটিং ডোমেন-এর ২৬ বছরের অভিজ্ঞতা সম্পন্ন এই প্রতিষ্ঠানের এইচওডি অংশুমান শেঠ বললেন, "দেখুন আমাদের এখানে ইন্ডাস্ট্রি সেরা সেরা অভিজ্ঞ ট্রেনারদের দিয়ে বাস্তবসম্মতভাবে ছেলেমেয়েদের এমনভাবে তৈরি করে দেওয়া হয় — যাতে তারা দেশের যেকোনো বড় প্রতিষ্ঠানে যেকোনো সময় ইন্টারভিউ ক্র্যাক করতে পারবেই। এখানকার ছেলেমেয়েদের একটি বিশেষ গুণ ডেভেলপ করানো হয়। তাই খুব সহজেই মধ্যমানের মেধা নিয়ে একজন উচ্চমাধ্যমিক পাশ ছেলে-মেয়ে শুধুমাত্র এখানে ট্রেনিং নিয়ে, বছরে ৩,৬০,০০০ টাকা আকর্ষনীয় পে-প্যাকেজ পায়।" সাধারণ মানের উচ্চমাধ্যমিক বা গ্র্যাজুয়েট পাশ ছেলেমেয়েরা শুধুমাত্র এখানকার ট্রেনিং নিয়ে কিভাবে মাসে ৩০,০০০ টাকা স্যালারি পেতে পারে তা জানতে আজই যোগাযোগ করুন এই নম্বরে : 9830501515 / 9903622993 অথবা সরাসরি চলে আসুন এই ঠিকানায় : NIHT, Bhowanipore Campus, 1st Floor, 16C, Ashutosh Mukherjee Road, Near Home Land Mall, Kolkata - 700 020 বা NIHT, Ultadanga Campus, 3rd Floor, 161/1, CIT Road, CIT Scheme VII M, Scheme 7, Kolkata - 700 054.

শ্রীমতী টেকনো ইনস্টিটিউটের জমজমাট বার্ষিক অনুষ্ঠান

মনিশ সাহা, সল্টলেক : শ্রীমতী টেকনো ইনস্টিটিউটের বার্ষিক ইভেন্ট THINKING 2K26 (ইন্টেরিয়র এক্সিবিশন ও সেমিনার) ও PRISMATIC 2K26 (ফ্যাশন শো) হয় ১১ ও ১২ সেপ্টেম্বর সল্টলেক সিটি সেন্টারের সি আই আই হলে। প্রতিষ্ঠানের ছেলেমেয়েদের তৈরি পোশাক ও সৃজনশীল নকশাকে কেন্দ্র করে অনুষ্ঠিত হয় 'প্রিজম্যাটিক ২০২৬' ফ্যাশন শো। অনুষ্ঠানে শিক্ষার্থীদের তৈরি নানা ভাবনাভিত্তিক পোশাক র‍্যাম্পে উপস্থাপিত হয়। তাঁদের নকশা ও উপস্থাপনার বিচারক হিসেবে ছিলেন ফ্যাশন ডিজাইনার শান্তনু গুহঠাকুরতা, মডেল রূপ বক্সী, অধ্যাপক ড. সুবর্ণ ঘোষ, অভিনেতা অরিজিৎ দত্ত ও জ্যোতিষি ড. সোহিনী শাস্ত্রী। প্রতিটি ভাবনার মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা পোশাকের নকশা, রঙ, বুনন ও উপস্থাপনার ক্ষেত্রে নিজেদের সৃজনশীল চিন্তাভাবনা তুলে ধরেন। ঐতিহ্য, আধুনিকতা, সৌন্দর্য ও ব্যক্তিত্বর বিভিন্ন দিক তাঁদের নকশায় ফুটে ওঠে। অনুষ্ঠানের সাজসজ্জা ও ব্যক্তিত্ব বিকাশের সহযোগী প্রতিষ্ঠান ছিল ভিএলসিসি।

আবার অনুষ্ঠানের আরেকটি দিকে ছিল প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীদের তৈরি ইন্টিরিয়র ডিজাইন, ইলেক্ট্রিক্যাল, মেকানিক্যাল, মাল্টিমিডিয়া ও অ্যানিমেশন আর ওয়েল্ডিংয়ের আকর্ষণীয় প্রদর্শনী- 'থিংকিংটুকে২০২৬'। এছাড়াও এই বিভাগে ছিল ইন্টারঅ্যাকটিভ সেমিনার ও ইন্ডাস্ট্রির প্রথম সারির বিভিন্ন সংস্থার ক্রিয়েটিভ হেডদের আকর্ষণীয় ওয়ার্কশপ। এই বিভাগে মেন্টর ছিলেন শুভঙ্কর চক্রবর্তী (ইন্টিরিয়র এক্সিবিশন), সুমন কর, গৌতম সামন্ত, মনুচরণ বিশ্বাস (ইলেক্ট্রিক্যাল এক্সিবিশন), মৌমিতা আচার্য ও বিশ্বজিৎ হাজরা (মেকানিক্যাল এক্সিবিশন), বলরাম হালদার (মাল্টিমিডিয়া ও অ্যানিমেশন এক্সিবিশন) ও মনুচরণ বিশ্বাস (ওয়েল্ডার এক্সিবিশন)। শ্রীমতী টেকনো ইনস্টিটিউটের ডিরেক্টর বি.এন. পতি জানান, প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীদের নতুন নতুন উদ্ভাবন ও সৃজনশীলতাকে উৎসাহ দেওয়ার জন্য প্রতি বছর এ ধরনের অনুষ্ঠান করা হয়।

২৫০ জুনিয়র কোর্ট অ্যাসিস্ট্যান্ট

১ পাতার পর

হবে ১-৯-২০২৬'এর হিসাবে ১৮ থেকে ৩০ বছরের মধ্যে। তপশিলী, ও.বি.সি., প্রতিবন্ধী ও প্রাক্তন সমরকর্মীরা যথারীতি বয়সে ছাড় পাবেন। মূল মাইনে : ৩৫,৪০০ টাকা। এই পদের বিজ্ঞপ্তি নং : No. F.6/ 2026-SC (RC), New Delhi, dated September 30, 2026.

প্রার্থী বাছাই হবে লিখিত পরীক্ষার মাধ্যমে। পরীক্ষা হবে কলকাতা-সহ বিভিন্ন কেন্দ্রে। লিখিত পরীক্ষায় ১০০টি অবজেক্টিভ মাল্টিপল চয়েজ টাইপের প্রশ্ন হবে এইসব বিষয়ে : (১) জেনারেল ইংলিশ - ২০ নম্বরের, (২) জেনারেল অ্যাপ্টিটিউড -১৫ নম্বরের, (৩) জেনারেল নলেজ - ১৫ নম্বরের। (৪) ভারতীয় সংবিধান -১৫ নম্বর, (৫) সুপ্রিম কোর্ট রুলস -২০ নম্বর, (৬) জেনারেল নলেজ ১৫ নম্বর। সময় থাকবে দেড় ঘন্টা। নেগেটিভ মার্কিং আছে। ৪টি প্রশ্নের ভুল উত্তর দিলে ১ নম্বর কাঁটা হবে। এরপর হবে ১০ মিনিটের কম্পিউটার টাইপিং টেস্ট। তাতে সফল হলে কমপ্রিহেনশন প্যাসেজ, প্রেসি লেখা ও প্রবন্ধ লেখার ওপর ২ ঘন্টার ১০০ নম্বরের ডেসক্রিপ্টিভ টাইপের ইংলিশ ল্যাঙ্গোয়েজ টেস্ট হবে।

দরখাস্ত করবেন অনলাইনে, ২৮ অক্টোবরের মধ্যে। এই ওয়েবসাইটে : www.sci.gov.in এজন্য বৈধ একটি ই-মেল আই.ডি. থাকতে হবে। এছাড়াও পাশপোর্ট মাপের ফটো ও সিগনেচার স্ক্যান করে নেবেন। প্রথমে ওপরের ওই ওয়েবসাইটে গিয়ে যাবতীয় তথ্য দিয়ে সাবমিট করলেই নাম রেজিস্ট্রেশন হয়ে যাবে। তারপর পরীক্ষা ফী বাবদ ১,৫০০ (তপশিলী, প্রতিবন্ধী ও প্রাক্তন সমরকর্মী হলে ৭৫০) টাকা অনলাইনে জমা দেবেন। টাকা জমা দেওয়ার পর সিস্টেম জেনারেটেড অ্যাপ্লিকেশন ফর্ম প্রিন্ট করে নেবেন। আরো বিস্তারিত তথ্য পাবেন এই ওয়েবসাইটে।

১২,০০০ কনস্টেবলের নিয়োগপত্র

১ পাতার পর

হাতে তুলে দেওয়া হবে। ওইদিন মুখ্যমন্ত্রী-সহ পুলিশের উচ্চপদস্থ কর্তারাও হাজির থাকবেন। ১২ অক্টোবর থেকে প্রার্থীদের ট্রেনিংয়ের জন্য পাঠানো হবে। ১৭ অক্টোবর প্রাথমিক ট্রেনিং শেষ করে পুজোর ডিউটিতে পাঠানো হবে। ২৭ অক্টোবর আবার ট্রেনিং সেন্টারে ফিরতে হবে ও বেসিক ট্রেনিং শেষ করতে হবে।

সোমবার মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী সাংবাদিক সম্মেলনে জানান, 'আজ মন্ত্রিসভার বৈঠকে স্বাস্থ্য, বনদফতর, সংশোধনাগার ও আরো বেশকিছু দফতর মিলিয়ে ১৪,৪৫৪টি শূন্যপদে নতুন নিয়োগের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়।' পশ্চিমবঙ্গ পাব্লিক সার্ভিস কমিশন, পুলিশ রিক্রুটমেন্ট বোর্ড ও অন্যান্য নিয়োগ সংস্থার মাধ্যমে আগামী ৬ থেকে ৮ মাসের মধ্যেই নিয়োগ প্রক্রিয়া শেষ করে সফলদের হাতে নিয়োগপত্র তুলে দেওয়া হবে।

তুলসীর সরকারি চাকরির সেরা বই
- TULSHIR SSC TET HANDBOOK (Social Studies / Social Science) ₹ : 890
- TULSHIR UPPER PRIMARY TET PRACTICE SET (Arts) ₹ : 500
- TULSHIR SSC TET HANDBOOK (Science / Mathematics) ₹ : 890
- TULSHIR PRIMARY TET HANDBOOK ₹ : 700
- TULSHIR PRIMARY TET PRACTICE SET ₹ : 500
- তুলসীর পরিবেশবিদ্যা (পেডাগজি-সহ) ₹ : 400

Tulshi Publishing
9903210844 /8100480354

'টেট' হবে প্রতি বছর

১ পাতার পর

নতুন সরকার ক্ষমতার আসার পরও এখনো ইন্টারভিউ শুরু হয়নি। খুব শিগগিরই ইন্টারভিউ প্রক্রিয়া চালু হবে ও দ্রুত সম্পন্ন করে নিয়োগ করা হবে। তারপর নতুন করে 'টেট' নেওয়া হবে। প্রতি বছর যেমন দুর্গাপুজো, লক্ষ্মীপুজো ও সরস্বতী পুজো হয়, তেমনি প্রতি বছরই প্রাইমারি 'টেট' নেওয়া হবে।

কলকাতা পুলিশের মাঠ পরীক্ষা

১ পাতার পর

শারীরিক সক্ষমতার পরীক্ষা হবে ২৪ অক্টোবর থেকে ৭ নভেম্বর পর্যন্ত ব্যারাকপুর, মেদিনীপুর ও জলপাইগুড়ি জেলায়। মেনস পরীক্ষা হওয়ার সম্ভাবনা ডিসেম্বরের প্রথম দিকে।

রেলে চাকরির প্রস্তুতি পথ !

টি. কে. মিত্র

বর্তমান সময়ের নিরিখে রেলে চাকরি বেকার সমস্যা সমাধানের ক্ষেত্রে এক গুরুত্বপূর্ণ দিক নির্দেশিকা হতে চলেছে। সারা বছর ধরে শূন্যপদের সংখ্যা প্রকাশ, বিজ্ঞপ্তি জারি করে ফর্ম ফিল্ আপ, পরীক্ষার আয়োজন, ফলপ্রকাশ— সবকিছুই ধারাবাহিকভাবে চলছে। বেশ কয়েকবছর ধরে এ যেন এক রুটিন কর্মপ্রক্রিয়া। তাই আগামী দিনে ভারতীয় রেলে চাকরি পেতে প্রস্তুতি পথ কেমন হবে সে ব্যাপারে কলম ধরলেন বিশিষ্ট শিক্ষক তথা ক্যাসেস এডুকেশন, কলকাতার মাননীয় অধ্যক্ষ টি. কে. মিত্র মহাশয়।

একটি সর্বভারতীয় চাকরি প্রাপ্তির নেপথ্যে প্রস্তুতির প্রেক্ষাপট সর্বভারতীয়ই হওয়া উচিত। কেননা, এখানে ভ্যাকেন্সির সাথে সাথে কর্মপ্রার্থীর সংখ্যাও বিশাল। আসমুদ্র হিমাচল বেকারত্বের সংখ্যা যেমন বিশাল, তেমনি রেলে কর্মপ্রার্থীর সংখ্যাও বিশাল। তাই এই বিপুল সংখ্যক কর্মপ্রার্থীর মাঝে বিচ্ছিন্ন দ্বীপের মতো জেগে থাকা মাত্র কয়েকহাজার শূন্যপদ পূরণে প্রতিদ্বন্দ্বিতা হবে তীব্র থেকে তীব্রতর, এ কথা বলাই বাহুল্য। এই তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতার মধ্য থেকে কীভাবে সফল হওয়া সম্ভব— তা এক চিন্তান্বিত বিষয় বৈ কিছু নয়! এক্ষেত্রে ক্ষুরধার প্রস্তুতিই হতে পারে সাফল্যের এক অন্যতম সোপান। সেই প্রস্তুতি কিন্তু কয়েকদিনে নেওয়া সম্ভব নয়— এজন্য প্রয়োজন প্রগাঢ় অনুশীলন, অধ্যবসায়, বিশেষ কিছু টিপস এবং সর্বোপরি সঠিক গাইডের সান্নিধ্যে সর্বোত্তম স্ট্র্যাটেজি গ্রহণ ও রূপায়ণ। হার না মানা মানসিকতা এবং ইস্পাত কঠিন মনোভাব ছাড়া যেকোন সাফল্য লাভ করা সম্ভব নয়, তা অসংখ্য কর্মপ্রার্থীকে বুঝতেই হবে। সাফল্য তার পিছনেই ছোটে, যে তাকে আগলে রাখে। এবিষয়ে বিস্তারিত জানতে ও প্রস্তুতির যথার্থ রোডম্যাপ পেতে যোগাযোগ করুন— CACES EDUCATION, 35 APC Rd., Sealdah, Kol-9. WApp- 9123325910, 9062756906.

[redacted]

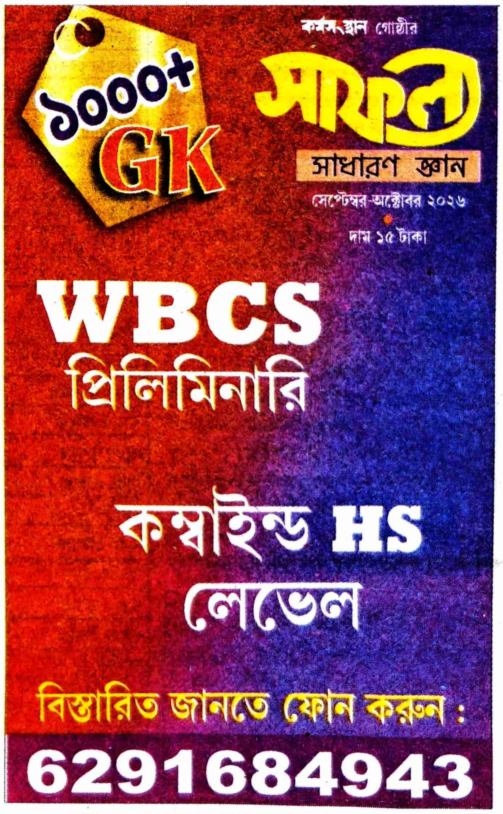

গত সপ্তাহের পর

সাম্প্রতিক ঘটনাপ্রবাহ

২৫ জুন : ডিআরডিও'র তৈরি দেশীয় 'নেত্র' সার্ভেইল্যান্স সিস্টেমটি আনুষ্ঠানিকভাবে চূড়ান্ত অনুমোদন পেল। বেঙ্গালউরুতে এক অনুষ্ঠানে ভারতীয় বায়ুসেনার হাতে এই অনুমোদনের শংসাপত্র তুলে দেওয়া হয়। এটি মূলত একটি 'আকাশের চোখ'। দূরপাল্লার শত্রু বিমান, ক্রুজ মিসাইল ও নৌযান শনাক্ত, অনুসরণ ও চিহ্নিত করতে এটি অত্যন্ত সক্ষম। 'নেত্র'য় ব্যবহৃত 'অ্যাকটিভ ইলেক্ট্রনিক্যালি স্ক্যানড অ্যারে' সেন্সর ও রেডার প্রায় ৪৫০ থেকে ৫০০ কিলোমিটার পর্যন্ত লক্ষ্যবস্তু ট্র্যাক করতে পারে। 'ইলেক্ট্রনিক ইন্টেলিজেন্স' যুক্ত এই দেশীয় 'নেত্র' যুদ্ধ পরিস্থিতিতে আকাশ থেকে সরাসরি স্থলসেনার কাছে লাইভ ডেটা পাঠাতে সক্ষম।

❑ এবছর ৬৭ তম 'টপ৫০০ সুপারকম্পিউটার র‍্যাঙ্কিংস'এ, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের 'এল ক্যাপিতান'কে পিছনে ফেলে বিশ্বের সবথেকে শক্তিশালী সুপারকম্পিউটার সিস্টেমের খেতাব জিতল চিনের 'লাইনশাইন'। ২০১৭ সালে 'সানওয়ে তাইহুলাইট'এর পর, এই প্রথম কোনো চিনা সুপারকম্পিউটার সিস্টেম এই তালিকার শীর্ষে উঠল। চিনের শেনঝেন শহরের ন্যাশনাল সুপারকম্পিউটিং সেন্টারে অবস্থিত 'লাইনশাইন' ২.১৯৮ এক্সাফ্লপস পারফরম্যান্স অর্জন করেছে। অর্থাৎ, এটি প্রতি সেকেন্ডে ২ কুইন্টিলিয়নের বেশি হিসাব-নিকাশ করতে সক্ষম। এই গতি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের 'এল ক্যাপিতান'এর থেকে ২০% বেশি।

২৬ জুন : ২ বছরের মেয়াদে, 'ইন্টেলিজেন্স ব্যুরো'র ডিরেক্টর হিসাবে নিযুক্ত হলেন মহেশ দীক্ষিত।

❑ ভেনেজুয়েলায় ব্যাপক ভূমিকম্পের পর সহায়তার জন্য 'অপারেশন আমিস্তাদ' চালু করল ভারত। স্প্যানিশ শব্দ 'আমিস্তাদ'এর অর্থ 'বন্ধুত্ব'। ভেনেজুয়েলার জনগণের প্রতি সংহতি ও সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিতে এই মানবিক সহায়তা মিশনটি চালু করেছে ভারত। এই মিশনের আওতায়, ভারতীয় বায়ুসেনার দু'টি সি-১৭ বিমান জরুরি ত্রাণসামগ্রী নিয়ে ভেনেজুয়েলায় রওনা দিয়েছে, যাতে রয়েছে ভারতীয় সেনাবাহিনীর ফিল্ড হাসপাতাল ইউনিট, ৩৫ টনেরও বেশি ত্রাণসামগ্রী, ওষুধ, চিকিৎসা সরঞ্জাম ও দু'টি BHISHM কিউব।

❑ তামিলনাড়ুর কালপক্কমে অবস্থিত 'ইন্দিরা গান্ধী সেন্টার ফর অ্যাটমিক রিসার্চ'এ বিশ্বের প্রথম পারমাণবিক শক্তি চালিত হাইড্রোজেন উৎপাদন কেন্দ্র চালু করল ভারত। প্রকল্পটিতে দেশীয় প্রযুক্তিতে উদ্ভাবিত কপার-ক্লোরিন থার্মোকেমিক্যাল সাইকেল ব্যবহার করা হয়েছে, যা 'ভাবা অ্যাটমিক রিসার্চ সেন্টার'এর বিজ্ঞানীরা উদ্ভাবন করেছেন। এই প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য হল, কম খরচে ও গ্রিনহাউস গ্যাস নির্গমন ছাড়াই বিপুল পরিমাণে কার্বন মুক্ত হাইড্রোজেন তৈরি করা, যা ভবিষ্যৎ শক্তির চাহিদা মেটাতে সাহায্য করবে। এই প্রকল্প ভারতের জ্বালানি নিরাপত্তা আরও শক্তিশালী করবে, জীবাশ্ম জ্বালানির ওপর নির্ভরতা কমাবে ও কার্বন নিঃসরণ হ্রাসে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখবে।

২৭ জুন : বিশ্বজুড়ে শিক্ষার মানোন্নয়ন, উদ্ভাবনী শিক্ষাপদ্ধতি ও সমাজের অগ্রগতিতে অবদান রাখা শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলিকে স্বীকৃতি দিতে ঘোষিত 'বিশ্বসেরা স্কুলের পুরস্কার ২০২৬'এর সংক্ষিপ্ত তালিকা প্রকাশ করা হয়েছে। লন্ডনের বৈশ্বিক শিক্ষা বিষয়ক প্ল্যাটফর্ম 'টিফোর এডুকেশন' এই পুরস্কারের আয়োজন করে। এবার ইতিহাস গড়ে সর্বোচ্চ ৭টি স্কুল নিয়ে বিশ্বসেরা স্কুলের সংক্ষিপ্ত তালিকায় আধিপত্য বিস্তার করেছে ভারত। উদ্ভাবন ক্যাটেগরিতে পুণের 'পিসিএমসি ছত্রপতি শাম্ভজি মহারাজ ইংলিশ মিডিয়াম স্কুল' আর জম্মু ও কাশ্মীরের অনন্তনাগে অবস্থিত 'আর্মি গুডউইল স্কুল উজুর' শীর্ষ ১০'এ স্থান পেয়েছে। এছাড়া সামাজিক সহযোগিতা ও পরিবেশ বিভাগে বেঙ্গালউরু, লখনউ ও নয়ডার একাধিক স্কুল জায়গা করে নিয়েছে।

❑ ওড়িশার ভুবনেশ্বরে, 'ন্যাশনাল ইন্টার-স্টেট সিনিয়র অ্যাথলেটিক্স চ্যাম্পিয়নশিপ'এ মহিলাদের লং জাম্প ইভেন্টে ২২ বছরের পুরনো জাতীয় রেকর্ড ভেঙে ইতিহাস গড়লেন কেরলমের লং জাম্পার অ্যান্সি সোজান। ৬.৮৮ মিটার লাফ দিয়ে তিনি ভেঙে দিলেন কিংবদন্তি অলিম্পিয়ান অঞ্জু ববি জর্জ'এর গড়া পুরনো জাতীয় রেকর্ড। ২০০৪ সালে ৬.৮৩ মিটার লাফিয়ে এই জাতীয় রেকর্ড গড়েছিলেন অঞ্জু।

❑ প্রথম ফুটবলার হিসাবে ফিফা বিশ্বকাপে টানা ৭টি ম্যাচে গোল করার বিশ্বরেকর্ড গড়লেন আর্জেন্তাইন তারকা লিওনেল মেসি। এদিন, জর্ডনের বিপক্ষে আর্জেন্তিনার গ্রুপ পর্বের শেষ ম্যাচে নিজের ১৯ তম গোলটি করেন মেসি। এই গোল করার সঙ্গে সঙ্গেই বিশ্বকাপের টানা ৭টি ম্যাচে গোল করার রেকর্ড এল মেসির নামে। এর আগে তিনি টানা ৬ ম্যাচে গোল করে ফ্রান্সের জাস্ট ফন্টেইন (১৯৫৮) ও ব্রাজিলের জেয়ারজিনহোর (১৯৭০) সঙ্গে যৌথভাবে শীর্ষে ছিলেন।

❑ সুইৎজারল্যান্ডের লুসার্নে, এবছর 'বিশ্ব রোয়িং কাপ'এ প্রথমবারের মতো সোনার পদক জিতে ইতিহাস গড়ল ভারত।

২৮ জুন : প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী তাঁর রেডিও অনুষ্ঠান 'মন কি বাত'এর ১৩৫ তম পর্বে অসমের বিপন্ন পাখি 'হারগিলা'র (গ্রেটার অ্যাডজুট্যান্ট স্টার্ক) কথা উল্লেখ করেছেন। সেইসঙ্গে পূর্ণিমা দেবী বর্মন'এর হারগিলা সংরক্ষণে অসামান্য অবদানের কথা সারা দেশের সামনে তুলে ধরেছেন তিনি। একসময় অবহেলিত এই বিরল পাখিকে রক্ষা করার লক্ষ্যে তাঁর দীর্ঘদিনের নিরলস প্রচেষ্টা আজ শুধু জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণের দৃষ্টান্তই নয়, সমাজের সক্রিয় অংশগ্রহণেরও এক অনন্য উদাহরণ।

❑ পরিবেশ সংরক্ষণ ও টেকসই উন্নয়নের ক্ষেত্রে নেতৃত্বের স্বীকৃতি হিসাবে, সেশেলসের সর্বোচ্চ সম্মান 'গার্ডিয়ান অফ দ্য ব্লু হরাইজন' পেলেন ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। এই পুরস্কারের মাধ্যমে পরিবেশ রক্ষা ও 'ব্লু ইকোনমি' বা সমুদ্রভিত্তিক অর্থনীতির প্রতি মোদীর দীর্ঘদিনের অঙ্গীকারকে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে।

❑ আন্তর্জাতিক ক্রিকেট থেকে অবসরের ঘোষণা করলেন ইংল্যান্ডের পুরুষ টেস্ট দলের অধিনায়ক বেন স্টোকস।

৩০ জুন : 'বিশ্ব আবহাওয়া সংস্থা'র সর্বোচ্চ সম্মান 'আইএমও পুরস্কার'এ ভূষিত হলেন ফরাসি আবহাওয়াবিদ ড. ফ্লোরেন্স র‍্যাবিয়ার। সংখ্যাভিত্তিক আবহাওয়া পূর্বাভাস আর আবহাওয়া সংক্রান্ত পরিষেবার উন্নয়নে অসামান্য অবদানের জন্য এই পুরস্কার পেলেন তিনি। তাঁর কাজ উত্তর ও দক্ষিণ গোলার্ধের মধ্যে পূর্বাভাসের পার্থক্য উল্লেখযোগ্যভাবে কমিয়ে দিয়েছে।

❑ বিশ্বে সবথেকে বেশি ইউনেস্কো ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ সাইটের অধিকারী হয়ে 'ইউনেস্কো বিশ্ব ঐতিহ্য রাজধানী' হিসাবে আত্মপ্রকাশ করল ইতালি। সাম্প্রতিক তথ্য অনুযায়ী, দেশটিতে মোট ৬১টি ইউনেস্কো সুরক্ষিত স্থান রয়েছে, যার মধ্যে ৫৫টি সাংস্কৃতিক ও ৬টি প্রাকৃতিক। ইতালির সমৃদ্ধ ইতিহাস, শিল্পকলা ও প্রাকৃতিক বৈচিত্র্যের কারণে এই স্বীকৃতি এসেছে।

ভারতীয় সেনাবাহিনীর ৩১ তম সেনাপ্রধান হিসাবে দায়িত্ব নিলেন জেনারেল ধীরাজ শেঠ।

❑ ভারতের প্রথম অফশোর (উপকূল থেকে দূরে সমুদ্রের মাঝে কৃত্রিম দ্বীপে) বিমানবন্দর নির্মাণের অনুমোদন দেওয়া হল মহারাষ্ট্রে। মহারাষ্ট্রের পালঘর জেলার কোরে সমুদ্র সৈকতের কাছে এই বিমানবন্দরটি তৈরি করা হবে। প্রতিবছর প্রায় ৯ কোটি মানুষ এই বিমানবন্দর থেকে সুবিধা পাবেন। ভাধবন সমুদ্র বন্দর ও কানেক্টিং এক্সপ্রেসওয়েটিও এই প্রকল্পের আওতায় রয়েছে। মুম্বই মেট্রোপলিটন অঞ্চলের ওপর চাপ কমাতে এটি হবে মুম্বই ও নভি মুম্বইয়ের পর তৃতীয় বিমানবন্দর।

❑ ১২৮ বছর পর, অলিম্পিকের মঞ্চে ফিরছে ক্রিকেট। ২০২৮ সালে, লস অ্যাঞ্জেলেস অলিম্পিকে থাকছে ক্রিকেট। পুরুষ ও মহিলা, দু'টি বিভাগেই অংশ নেবে মোট ৬টি করে দল। ২০২৮ সালে ১২ জুলাই থেকে ক্রিকেট ইভেন্ট শুরু হবে। মহিলাদের ফাইনাল ২০ জুলাই ও পুরুষদের ফাইনাল ২৯ জুলাই হবে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, এর আগে ১৯০০ সালের 'প্যারিস অলিম্পিক'এ মাত্র একবারই ক্রিকেট খেলা হয়েছিল।

২০২৬ এশিয়ান গেমসে

ভারতীয় পদকজয়ীরা (৩০ সেপ্টেম্বর ২০২৬ পর্যন্ত)

খেলোয়াড়	খেলা	বিভাগ	পদক
সীমা কুমারী	অ্যাথলেটিক্স	মহিলাদের ১০,০০০ মিটার	ব্রঞ্জ
ভারতীয় দল	অ্যাথলেটিক্স	মিক্সড ৪×৪০০ মিটার রিলে	রুপো
কমলজিৎ, সুরুচি সিং	শুটিং	মিক্সড টিম ১০ মিটার এয়ার পিস্তল	সোনা
দিয়া চিতালে, মানুস শাহ	টেবল টেনিস	মিক্সড ডাবলস	ব্রঞ্জ
মনপ্রীত কৌর	অ্যাথলেটিক্স	শটপাট	ব্রঞ্জ
গুলভীর সিং	অ্যাথলেটিক্স	পুরুষদের ১০,০০০ মিটার	রুপো
বারানিকা এলানগোভান	অ্যাথলেটিক্স	মহিলাদের পোল ভল্ট	ব্রঞ্জ
সাওয়ান বেরওয়াল	অ্যাথলেটিক্স	পুরুষদের ম্যারাথন	রুপো
বিদর্শ বিনোদ, আশি চোক্সি, তিলোত্তমা সেন	শুটিং	মহিলাদের ৫০ মিটার রাইফেল ৩পি টিম	রুপো
জোৎস্না চিনাপ্পা, ভেলাভান সেন্থিলকুমার	স্কোয়াশ	মিক্সড ডাবলস	ব্রঞ্জ
ভারতীয় দল	কাবাডি	মহিলাদের	সোনা
ভারতীয় দল	কাবাডি	পুরুষদের	সোনা
তেজিন্দরপাল সিং তুর	অ্যাথলেটিক্স	শটপাট	রুপো
প্রাচী চৌধুরি	অ্যাথলেটিক্স	মহিলাদের ৪০০ মিটার	ব্রঞ্জ
অভয় সিং	স্কোয়াশ	পুরুষদের সিঙ্গলস	রুপো
অনাহাত সিং	স্কোয়াশ	মহিলাদের সিঙ্গলস	রুপো
হরিতা ভদ্র	অ্যাথলেটিক্স	মহিলাদের ২০০ মিটার	ব্রঞ্জ
অ্যান্সি সোজান	অ্যাথলেটিক্স	মহিলাদের লং জাম্প	রুপো
তেজস্বিন শঙ্কর	অ্যাথলেটিক্স	ডেকাথলন	ব্রঞ্জ
পারুল চৌধুরি	অ্যাথলেটিক্স	মহিলাদের ৩০০০ মিটার স্টিপলচেজ	ব্রঞ্জ
সর্বেশ কুশারে	অ্যাথলেটিক্স	পুরুষদের হাই জাম্প	রুপো
পিঙ্কি বলহারা	কুরাশ	মহিলাদের ৭৮ কেজি	ব্রঞ্জ
এষা সিং	শুটিং	মহিলাদের ২৫ মিটার পিস্তল	রুপো
বিথ্যা রামরাজ	অ্যাথলেটিক্স	মহিলাদের ৪০০ মিটার হার্ডলস	ব্রঞ্জ
গুলভীর সিং	অ্যাথলেটিক্স	পুরুষদের ১৫০০ মিটার	রুপো
পারুল চৌধুরি	অ্যাথলেটিক্স	মহিলাদের ৫০০০ মিটার	ব্রঞ্জ
মুরালি শ্রীশঙ্কর	অ্যাথলেটিক্স	পুরুষদের লং জাম্প	রুপো
যশভীর সিং	অ্যাথলেটিক্স	পুরুষদের জ্যাভলিন থ্রো	রুপো
রোহিত যাদব	অ্যাথলেটিক্স	পুরুষদের জ্যাভলিন থ্রো	ব্রঞ্জ
নীরু ধান্দা	শুটিং	মহিলাদের ট্র্যাপ	সোনা
নরেন্দর বেরওয়াল	বক্সিং	পুরুষদের +৯০ কেজি	ব্রঞ্জ
গুলভীর সিং	অ্যাথলেটিক্স	পুরুষদের ৫০০০ মিটার	ব্রঞ্জ

বিশেষ বিজ্ঞপ্তি

কর্মসংস্থান পত্রিকায় প্রকাশিত যে কোনো বিতর্কিত আলোচনা বা, নিবন্ধের যাবতীয় দায়িত্ব লেখকের। কর্মসংস্থান কর্তৃপক্ষ কোনোভাবেই এজন্য দায়ী থাকবে না। ওই মতামত কারো পছন্দসই না হলে, প্রতিবাদ জানাতে পারেন। সেক্ষেত্রে তাও যথাযোগ্য মর্যাদায় ছাপা হবে। কারণ, এটি গণমাধ্যম।

এক নজরে সাম্প্রতিক ঘটনাপ্রবাহ

১ জুলাই :তিরুবনন্তপুরমে 'বিক্রম সারাভাই স্পেস সেন্টার'এর ডিরেক্টর হিসাবে দায়িত্ব নিলেন ড. ইউ.পি.রাজীব।

□ 'হিন্দুস্তান কপার লিমিটেড'এর চেয়ারম্যান ও ম্যানেজিং ডিরেক্টর হিসাবে দায়িত্ব নিলেন অনুপম মিশ্র।

২ জুলাই :বিশাখাপত্তনমে, 'হিন্দুস্তান শিপইয়ার্ড লিমিটেড'এর চেয়ারম্যান ও ম্যানেজিং ডিরেক্টর হিসাবে দায়িত্ব নিলেন রিয়ার অ্যাডমিরাল (অবসরপ্রাপ্ত) চন্দ্রশেখরন রঘুরাম।

□ মহিলা ও ছাত্রীদের তাৎক্ষণিক নিরাপত্তা দিতে প্রতিটি জেলা ও পুলিশ কমিশনারেটে বিশেষ বাহিনী 'দুর্গা সুরক্ষা স্কোয়াড' চালু করল পশ্চিমবঙ্গ সরকার। মুখ্যমন্ত্রীর চালু করা এই বিশেষ স্কোয়াড মূলত শহরের জনবহুল এলাকা, শপিং মল, স্কুল, কলেজ ও বিভিন্ন সংবেদনশীল মোড়ে মোতায়েন থাকবে, যা বিশেষ প্রশিক্ষিত মহিলা পুলিশকর্মীদের নিয়ে গঠিত হবে। ইভটিজিং রোখা ও নারী সুরক্ষা সংক্রান্ত যেকোনো অভিযোগের দ্রুত নিষ্পত্তি করাই হবে এই স্কোয়াডের প্রধান কাজ।

৩ জুলাই :ভারতে প্রথম বাণিজ্যিকভাবে জাপানি কায়দায় 'মাচা চা' উৎপাদনে ইতিহাস গড়ল অসম। তিনসুকিয়া জেলার 'ছোটা টিংরাই টি এস্টেট' দেশের প্রথম চা বাগান হিসাবে বাণিজ্যিকভাবে 'মাচা চা' উৎপাদন ও বিক্রি করে নজির গড়ল। জাপানের চা বিশেষজ্ঞ, কৃষিবিজ্ঞানী ও প্রযুক্তি সংস্থাগুলির সঙ্গে যৌথভাবে কাজ করে আর অসমের চা উৎপাদনের অভিজ্ঞতার সঙ্গে ঐতিহ্যবাহী জাপানি মাচা তৈরির পদ্ধতির সমন্বয় ঘটিয়ে তৈরি হয়েছে এই চা। এই উদ্যোগের অংশ হিসাবে ছোটা টিংরাই চা বাগানে অত্যাধুনিক ও সম্পূর্ণ স্বয়ংক্রিয় জাপানি প্রযুক্তিনির্ভর চা প্রক্রিয়াকরণ ইউনিট স্থাপন করা হয়েছে, যেখানে আন্তর্জাতিক মানের খাঁটি মাচা চা উৎপাদন করা হচ্ছে। উৎপাদিত প্রথম মাচা চায়ের লটটি গুয়াহাটি চা নিলাম কেন্দ্রে নিলামে তুলেছিল জে থমাস কোম্পানি। ৭০০১ নম্বর লটটি ৩ হাজার টাকা কেজি দরে ক্রয় করে শেওসন্স চা সংস্থা।

৪ জুলাই :সরকারি স্কুলগুলির পরিকাঠামো উন্নত ও আধুনিকীকরণ করতে 'মিশন কায়কল্প' চালু করল দিল্লি সরকার। এই উদ্যোগটির লক্ষ্য হল, স্কুলগুলিকে আধুনিক, নিরাপদ ও পড়াশোনার জন্য অনুপ্রেরণাদায়ক পরিবেশ হিসাবে গড়ে তোলা। এই উদ্যোগের আওতায় স্কুলের পুরনো ভবন মেরামত, দেওয়াল সংস্কার ও রং করা আর ছাদ জলরোধী করার কাজ করা হবে। বিজ্ঞান ল্যাবগুলির আধুনিকীকরণ করা হবে, শৌচাগার সংস্কার করা হবে আর বিশুদ্ধ পানীয় জলের জন্য আরও বেশি আর.ও প্ল্যান্ট ও ওয়াটার কুলার বসানো হবে। এছাড়াও, স্কুল চত্বরে গাছপালা লাগিয়ে সবুজায়ন বাড়ানো হবে।

ভারতের সর্বকনিষ্ঠ ক্রিকেটার হিসাবে আন্তর্জাতিক ম্যাচে অভিষেক হল বৈভব সূর্যবংশীর। এদিন, ১৫ বছর ৯৯ দিন বয়সে ম্যাঞ্চেস্টারের ওল্ড ট্রাফোর্ডে ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে দ্বিতীয় টোয়েন্টি-২০ ম্যাচে আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে অভিষেক হয়েছে তাঁর। এদিন মাঠে নামার সঙ্গে সঙ্গেই ভারতের পুরুষ ক্রিকেট ইতিহাসের সর্বকনিষ্ঠ আন্তর্জাতিক ক্রিকেটার হওয়ার গৌরব অর্জন করেন বৈভব। এর আগে এই নজিরটি ছিল শচীন তেন্ডুলকর'এর দখলে। ১৯৮৯ সালে শচীন যখন পাক-ই-স্তানের বিরুদ্ধে যখন নিজের টেস্ট অভিষেক ঘটিয়েছিলেন, তখন তাঁর বয়স ছিল ১৬ বছর ২০৫ দিন। একইসঙ্গে তিনি ওয়াশিংটন সুন্দর'এর করা ভারতের সর্বকনিষ্ঠ টোয়েন্টি-২০ অভিষেককারীর রেকর্ডও অনায়াসে টপকে গিয়েছেন তিনি। ২০১৭ সালে শ্রীলঙ্কার বিরুদ্ধে ১৮ বছর ৮০ দিন বয়সে অভিষেক ঘটেছিল সুন্দরের।

□ ২০২৭ সাল থেকে 'আন্তর্জাতিক বুকার পুরস্কার'এর নাম বদল করে 'বুখমান আন্তর্জাতিক বুকার পুরস্কার' রাখা হচ্ছে। 'বুখমান ফিলানথ্রপিস'এর সঙ্গে এক দশকব্যাপী নতুন অর্থায়ন চুক্তির ফলে এই পরিবর্তন আসছে। নাম বদলের পাশাপাশি এই স্পন্সরশিপের কারণে পুরস্কারের আর্থিক মূল্যমানও দ্বিগুণ করা হয়েছে। বিজয়ী বইয়ের জন্য পুরস্কারের অর্থ ৫০ হাজার পাউন্ড থেকে বাড়িয়ে ১ লাখ পাউন্ড করা হয়েছে। এই অর্থ লেখক ও অনুবাদকের মধ্যে সমানভাবে ভাগ করা হবে। তবে নাম বদল হলেও পুরস্কারের উদ্দেশ্য ও নির্বাচনের মানদণ্ডে কোনো পরিবর্তন আসেনি।

৫ জুলাই :হরিয়ানার সিরসা জেলার বিখ্যাত ফল কিন্নু জিআই ট্যাগ পেল। এর মাধ্যমে রাজ্যের প্রথম ফল হিসাবে এই বিশেষ স্বীকৃতি পেল কিন্নু। সিরসার কিন্নু সাধারণ কিন্নুর তুলনায় আকারে বড়, বেশি মিষ্টি ও রসালো হয়। সিরসার আধা-শুষ্ক জলবায়ু, বেলে দোআঁশ মাটি আর ইন্দো-ইজরায়েল সেন্টার অফ এক্সিলেন্স'এর বৈজ্ঞানিক চাষ পদ্ধতি এই ফলটিকে বিশেষ গুণমান প্রদান করেছে।

□ বিশ্বকাপের শেষ ষোলোয় নরওয়ের কাছে হেরে, আন্তর্জাতিক ফুটবল থেকে অবসর নিলেন ব্রাজিলিয়ান ফুটবল তারকা নেইমার দ্য সিলভা স্যান্তোস জুনিয়র।

□ 'ব্রিটিশ গ্র্যান্ড প্রিক্স' জিতলেন চার্লস লেক্লার্ক।

□ ইংল্যান্ডকে ৭ উইকেটে হারিয়ে রেকর্ড সপ্তমবারের মতো মহিলাদের টোয়েন্টি-২০ বিশ্বকাপ জিতল অস্ট্রেলিয়া।

৬ জুলাই :উত্তর কোরিয়ায়, ভারতের পরবর্তী রাষ্ট্রদূত হিসাবে নিযুক্ত হলেন সঞ্জীব জৈন।

□ ওয়াকফ (সংশোধনী) আইন, ২০২৫-এর অধীনে দেশের প্রথম রাজ্য হিসাবে ওয়াকফ বোর্ড পুনর্গঠন করল মধ্য প্রদেশ সরকার। নতুন সংশোধিত আইনের নিয়ম মেনে এই প্রথমবার ১০ সদস্যের রাজ্য ওয়াকফ বোর্ডে দু'জন অ-মুসলিম বা হিন্দু সদস্যকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। এই নতুন বোর্ডের চেয়ারম্যান হিসাবে সানোয়ার পটেল'কে নিযুক্ত করেছেন মুখ্যমন্ত্রী মোহন যাদব। বোর্ডে স্থান পাওয়া দুই হিন্দু সদস্য হলেন মনোজ মালপানি ও অনিমেষ ভার্গব। কেন্দ্রের সংশোধিত ওয়াকফ আইন অনুযায়ী, ওয়াকফ বোর্ডের সব সদস্যের আর মুসলিম হওয়া বাধ্যতামূলক নয়।

□ বিহারের মুঙ্গেরে ৭০০ বছরের পুরনো বটগাছের খোঁজ মিলল। এই প্রাচীন বটগাছকে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে বিশ্বের সবথেকে পুরনো নির্ভুলভাবে সময়কাল নির্ণয় করা বটগাছ হিসাবে চিহ্নিত করা হয়েছে। লোককথা বা ঐতিহাসিক রেকর্ডের ওপর নির্ভর না করে, রেডিওকার্বন ডেটিং পদ্ধতির মাধ্যমে এই গাছটির বয়স নির্ভুলভাবে নির্ধারণ করা গেছে। গ্রীষ্মমণ্ডলীয় অঞ্চলের প্রশস্ত পাতার গাছ হওয়ায় এদের বার্ষিক বৃদ্ধির বলয় বা ট্রি-রিং গোনা সম্ভব হয় না। গবেষকরা গাছের ভিতরের অংশের কোষীয় উপাদান বিশ্লেষণ করে অ্যাক্সিলারেটর মাস স্পেকটোমেট্রি রেডিওকার্বন ডেটিং প্রযুক্তির মাধ্যমে গাছটির বয়স বের করেছেন। লখনউয়ের 'বীরবল সাহনি ইনস্টিটিউট অফ প্যালিওসায়েন্সেস'এর গবেষকরা আর বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিভাগ যৌথভাবে এই গবেষণাটি পরিচালনা করেন।

৭ জুলাই :বিশ্বের প্রথম বাণিজ্যিকভাবে নির্মিত পারমাণবিক শক্তিচালিত স্যাটেলাইট 'BOHR', 'ট্রান্সপোর্টার-১৭' রাইডশেয়ার মিশনের আওতায় 'স্পেসএক্স'এর 'ফ্যালকন ৯' রকেটে চড়ে সফলভাবে মহাকাশের কক্ষপথে প্রবেশ করেছে। স্যাটেলাইটটি তৈরি করেছে মার্কিনি কোম্পানি 'সিটি ল্যাবস'। এটি একটি ছোট 'কিউবস্যাট', যার আকার একটি সফটবলের সমান। 'BOHR' একটি পারমাণবিক শক্তিচালিত স্যাটেলাইট, যা বিটাভলটাইক প্রযুক্তি ব্যবহার করে একটি সেমিকন্ডাক্টর ডিভাইসের মাধ্যমে ট্রিটিয়ামের (তেজস্ক্রিয় হাইড্রোজেন) তেজস্ক্রিয় ক্ষয় থেকে নির্ভরযোগ্য ও দীর্ঘস্থায়ী বিদ্যুৎ উৎপাদন করে। এই প্রযুক্তিতে রেডিওঅ্যাক্টিভ উপাদান থেকে নিঃসারিত বিটা কণা বিদ্যুৎ উৎপাদন করে। এই মিশনটির মূল লক্ষ্য হল, সূর্যের আলো বা ব্যাটারির ওপর নির্ভর না করে মহাকাশে নিরবচ্ছিন্ন শক্তি সরবরাহ করার ক্ষমতা পরীক্ষা করা।

□ ১৮ মিটার অপারেশনাল ড্রাফট ক্ষমতাসম্পন্ন ভারতের দ্বিতীয় বন্দরে পরিণত হল তামিলনাড়ুর কামারাজার বন্দর। বিশাখাপত্তনমের পর এটি দেশের দ্বিতীয় বন্দর, যারা এই মাইলফলক অর্জন করেছে। ৪৪০ কোটি টাকার ক্যাপিটাল ড্রেজিং ফেজ VI প্রকল্প সফলভাবে সম্পন্ন করার পর, ১৮ মিটারের অপারেশনাল ড্রাফট অর্জন করেছে এই বন্দর। এর ফলে বন্দরটি এখন ১,৭০,০০০ ডেডওয়েট টনেজ পর্যন্ত ওজনের কার্গো ধারণকারী জাহাজগুলি সরাসরি নোঙর করতে সক্ষম।

□ পাট ও ভিসকসের মিশ্রণে বিশেষ ধরনের পোশাক তৈরি করছে 'ন্যাশনাল জুট বোর্ড'। এবছর গ্লাসগো কমনওয়েলথ গেমসে ভারতের প্রতিনিধিত্বকারী ক্রীড়াবিদ ও কর্মকর্তারা পুরোপুরি পরিবেশবান্ধব এই পোশাক পরবেন। কেন্দ্রীয় বস্ত্র মন্ত্রকের অধীনে, কলকাতার গ্লোস্টার জুট মিলস'এর সহায়তায় এই বিশেষ কাপড়টি তৈরি করেছে ন্যাশনাল জুট বোর্ড। এই উদ্ভাবনী কাপড়টি দিয়ে পোশাকের নকশা তৈরি করেছে নয়াদিল্লির 'ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অফ ফ্যাশন টেকনোলজি'। আন্তর্জাতিক মাল্টি-স্পোর্ট ইভেন্টে এই প্রথম কোনো জাতীয় দল পাটের তৈরি পোশাক পরছে। এর লক্ষ্য হল, টেকসই বস্ত্রের প্রচার ও 'মেক ইন ইন্ডিয়া' উদ্যোগকে বিশ্বমঞ্চে তুলে ধরা।

৮ জুলাই : মিজোরাম বিশ্ববিদ্যালয়ের 'ন্যাচারাল হিস্ট্রি মিউজিয়াম'কে ভারতের ২১ তম মনোনীত জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণাগার হিসাবে স্বীকৃতি দিল কেন্দ্রীয় পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রক। ২০২২ সালে মিজোরাম বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে এটি প্রতিষ্ঠিত হয়। এখানে মূলত টেরিডোফাইটস, ম্যাক্রোফুঙ্গি, সরীসৃপ, উভচর, মাছ, মথ, বিটল ও প্রজাপতির মতো বিরল উদ্ভিদ ও প্রাণীর নমুনা সংরক্ষণ করা হয়। এরমধ্যেই এই সংগ্রহশালায় ৫০০টিরও বেশি প্রামাণিক নমুনা সংরক্ষিত রয়েছে, যা দেশের বৈজ্ঞানিক গবেষণার পরিকাঠামো ও বাস্তুতন্ত্র সংরক্ষণে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে।

৯ জুলাই :এবছর 'হ্যাপি সিটি ইনডেক্স'এ ষষ্ঠ স্থান দখল করে নিল রাজস্থানের জয়পুর। এটিই একমাত্র ভারতীয় শহর, যারা বিশ্বের শীর্ষ ১০টি সুখী শহরের তালিকায় স্থান পেয়েছে। সমৃদ্ধ সংস্কৃতি, চোখধাঁধানো ঐতিহ্য আর নাগরিকদের চমৎকার জীবনযাত্রার ওপর ভিত্তি করে বিশ্বমঞ্চে এই গৌরব অর্জন করেছে শহরটি। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, এই তালিকায় শীর্ষস্থানে আছে লন্ডন।

□ ২০২৫ সালের জন্য, 'সঙ্গীত নাটক আকাদেমি'র তরফ থেকে মর্যাদাপূর্ণ 'উস্তাদ বিসমিল্লাহ খান যুব পুরস্কার'এর জন্য নির্বাচিত হলেন আহমেদাবাদের ঐতিহাসিক গোস্বামী হাভেলির ১৬শ আচার্য 'আচার্য রণছোড়লাল গোস্বামী। ৫৫০ বছরের প্রাচীন ঐতিহ্যবাহী ভক্তি সঙ্গীত ধারা 'হাভেলি সঙ্গীত' সংরক্ষণ ও প্রসারে অসামান্য অবদানের স্বীকৃতি হিসাবে এই পুরস্কার পাচ্ছেন তিনি। মাত্র ৩২ বছর বয়সে তিনি ব্রজভাষা, গুজরাতি, সংস্কৃত, চারানি, মেওয়ারি ও মারওয়ারি ভাষায় ২২ হাজারের বেশি ভক্তিমূলক পদ (ভজন) রচনা করেছেন তিনি।

'আন্তর্জাতিক মুদ্রা ভাণ্ডার'এর নতুন প্রধান অর্থনীতিবিদ ও অর্থনৈতিক পরামর্শদাতা হিসাবে নিযুক্ত হলেন সিলভানা টেনরেইরো।

□ জাতীয় শিক্ষা নীতি ২০২০ ও 'উল্লাস' কর্মসূচির আওতায় পূর্ণ সাক্ষর রাজ্যের স্বীকৃতি পেল উত্তরাখণ্ড। এর ফলে মিজোরাম, গোয়া, ত্রিপুরা, হিমাচল প্রদেশ ও সিকিমের পর দেশের ষষ্ঠ পূর্ণ সাক্ষর রাজ্যে পরিণত হল উত্তরাখণ্ড। সরকারি তথ্য অনুযায়ী, এখন রাজ্যটির সাক্ষরতার হার ৯৮ শতাংশেরও বেশি, যা এই ঐতিহাসিক স্বীকৃতি পাওয়ার অন্যতম ভিত্তি। প্রাপ্তবয়স্ক শিক্ষার নির্ধারিত মানদণ্ড পূরণ হওয়ার পর এই স্বীকৃতি দেয় কেন্দ্রীয় শিক্ষা মন্ত্রকের স্কুল শিক্ষা ও সাক্ষরতা বিভাগ।

১০ জুলাই : বিশ্বের প্রথম সপ্তাহে মাত্র একবার নেওয়ার উপযোগী ইনসুলিন 'অ্যাউইকলি' ভারতের বাজারে চালু হল। ডেনমার্কের বিখ্যাত ওষুধ প্রস্তুতকারক সংস্থা 'নোভো নরডিস্ক' প্রাপ্তবয়স্ক টাইপ-১ ও টাইপ-২ ডায়াবেটিস রোগীদের চিকিৎসার জন্য ভারতের বাজারে এই ইনসুলিন নিয়ে এসেছে। এতদিন পর্যন্ত ডায়াবেটিস রোগীদের সুগার নিয়ন্ত্রণে রাখার জন্য প্রতিদিন অন্তত একবার বা প্রয়োজনে একাধিকবার ইনসুলিন ইঞ্জেকশন নিতে হত। কিন্তু এই নতুন 'অ্যাউইকলি' ইনসুলিনটি শরীরে ইঞ্জেকশন দেওয়ার পর টানা ৭ দিন ধরে ধীরে ধীরে ও সমপরিমাণে ইনসুলিন সরবরাহ করতে থাকে। ফলে সপ্তাহে মাত্র একটি ইঞ্জেকশন নিলেই ৭ দিনের সুগার একদম নিয়ন্ত্রণে থাকবে। তবে এই ইনসুলিন নেওয়ার ক্ষেত্রে চিকিৎসকের পরামর্শ নেওয়া বাধ্যতামূলক।

□ আইসিসি'র 'হল অফ ফেম'এ জায়গা করে নিলেন ভারতের প্রাক্তন ক্রিকেট অধিনায়ক সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়। এর ফলে সুনীল গাভাসকর, কপিল দেব ও শচীন তেন্ডুলকরের মতো কিংবদন্তিদের পাশে জায়গা করে নিলেন তিনি। সৌরভের অন্তর্ভুক্তিতে আইসিসি'র 'হল অফ ফেম'এ ভারতীয় ক্রিকেটারের সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ১২।

□ ২০২৫ সালে ইউনেস্কোর মর্যাদাপূর্ণ 'এশিয়া-প্যাসিফিক কালচারাল হেরিটেজ কনজার্ভেশন পুরস্কার' অর্জন করল নেপালের ললিতপুরে অবস্থিত সপ্তদশ শতাব্দীর ঐতিহাসিক বৌদ্ধ মঠ 'জ্যেষ্ঠ বর্ণ মহাবিহার'। ২০১৫ সালে গোর্খা ভূমিকম্পের (মাত্রা ৭.৮) পর এর অসাধারণ সংরক্ষণ ও সংস্কার কাজের জন্য এই পুরস্কার পেল তারা। ২০১৫ সালের ভয়াবহ ভূমিকম্পে ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার পর, ভারতের আর্থিক ও কারিগরি সহায়তায় ঐতিহ্যবাহী নেওয়ারি স্থাপত্য ও কাঠের কাজ অক্ষুণ্ণ রেখে একে ভূমিকম্প-প্রতিরোধী হিসাবে পুনর্নির্মাণ করা হয়।

১১ জুলাই : রাজ্যের শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মীদের জন্য 'গুরু দক্ষিণা' (মুখ্যমন্ত্রী শিক্ষক ক্যাশলেস মেডিক্যাল স্কিম) নামে একটি বিশেষ ক্যাশলেস চিকিৎসা প্রকল্প চালু করল উত্তর প্রদেশ সরকার। রাজ্যের প্রায় ১০ লাখ শিক্ষক, শিক্ষামিত্র, প্রশিক্ষক ও চুক্তিভিত্তিক শিক্ষা কর্মীরা এই প্রকল্পের সুবিধা পাবেন। প্রতিটি পরিবার প্রতি বছর ৫ লাখ টাকা পর্যন্ত নগদহীন চিকিৎসার সুবিধা পাবেন। রাজ্যের সরকারি হাসপাতাল ও সরকারের তালিকাভুক্ত বেসরকারি হাসপাতালে এই চিকিৎসা পাওয়া যাবে।

১২ জুলাই : কেন্দ্রীয় পরিসংখ্যান ও কর্মসূচি বাস্তবায়ন মন্ত্রকের তথ্য অনুযায়ী, মাথাপিছু আয়ের দিক থেকে ভারতের সবথেকে ধনী রাজ্যের স্বীকৃতি পেল সিকিম। টানা এক দশকেরও বেশি সময় ধরে এই তালিকায় প্রথম স্থানে রয়েছে রাজ্যটি। জনসংখ্যা অনেক কম হওয়া সত্ত্বেও, উত্তর-পূর্বের এই রাজ্যটি ২০২৩-'২৪ আর্থিক বছরে মাথাপিছু জিএসডিপি হিসাবে ৭,০৭,১৭৯ টাকা রেকর্ড করেছে, যা জাতীয় গড়ের প্রায় ৩২৭%। সিকিমের পর রয়েছে গোয়া, দিল্লি, চণ্ডীগড় ও তেলেঙ্গানা। অন্যদিকে, বিহারের মাথাপিছু জিএসডিপি মাত্র ৬৮,৬২৪ টাকা, যা জাতীয় গড়ের প্রায় ৩২%।

□ ভারতে নতুন স্যাটেলাইট ফোন চালু করল রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থা 'ভারত সঞ্চার নিগম লিমিটেড'। ফোনটি কিনতে খরচ হবে ১.৩৪ লাখ টাকা। কিন্তু সাধারণ মানুষ এই ফোন কিনতে পারবেন না। এটি তৈরি হয়েছে এমন মানুষদের জন্য, যাঁরা এমন এলাকায় কাজ করেন, যেখানে মোবাইল নেটওয়ার্ক নেই। প্রত্যন্ত অঞ্চলে কর্মরত ব্যক্তি, উদ্ধারকারী দল, নিরাপত্তা কর্মী, প্রতিরক্ষা খাতের সঙ্গে যুক্ত ব্যক্তি ও গবেষকরা এই ফোন ব্যবহার করতে পারবেন। সাধারণ স্মার্টফোন মোবাইল টাওয়ারের সিগন্যালের ভিত্তিতে চলে। কিন্তু এই ফোন সরাসরি মহাকাশে থাকা স্যাটেলাইট বা কৃত্রিম উপগ্রহের সঙ্গে যুক্ত হয়ে কাজ করে। বিশ্বের নামি স্যাটেলাইট নেটওয়ার্ক সংস্থা 'ইনমারস্যাট'এর সহযোগিতায় এই ফোনটি তৈরি করা হয়েছে।

□ গুজরাতের ভাদাজ এলাকায় বিশাল এলাকা জুড়ে ১ ঘন্টায় ৩.৬১ লাখ চারাগাছ রোপণ করে 'গিনেস ওয়ার্ল্ড রেকর্ড' গড়ল আহমেদাবাদ পুর নিগম। 'মিয়াওয়াকি' পদ্ধতিতে এই চারাগাছগুলি রোপণ করা হয়েছে। ২৫ হাজারেরও বেশি স্বেচ্ছাসেবক এই গাছ লাগানোর কাজে অংশ নেন। প্রায় ৭৬ হাজার বর্গমিটার জায়গায় ৩৫টি আলাদা প্রজাতির দেশীয় গাছ লাগানো হয়েছে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, জাপানি উদ্ভিদবিদ আকিরা মিয়াওয়াকি এই বিশেষ পদ্ধতিটি আবিষ্কার করেন। এই পদ্ধতিতে খুব অল্প জায়গায় খুব ঘন করে দেশীয় গাছ লাগানো হয়। এর ফলে গাছগুলি স্বাভাবিকের থেকে ১০ গুণ দ্রুত বাড়ে ও খুব কম সময়েই একটি ঘন জঙ্গল বা সবুজ পরিবেশ তৈরি হয়।

☛ এরপর আগামী সপ্তাহে

সঙ্কলক : পল্লবী দেওয়ান

সাম্প্রতিক তথ্যে ভরা

জিজ্ঞাসা

চাকরির পরীক্ষার কোনো প্রশ্ন আছে? দরখাস্ত করেও কোনো খবর পাচ্ছেন না, নাকি পরীক্ষা দিয়েও ফল কবে বেরোবে জানতে পারছেন না? দরখাস্ত বাতিল হয়ে যাবে কিনা ভাবছেন? কবে, কোথায় পরীক্ষা হবে? কী কী বিষয় থাকবে? অ্যাডমিট কার্ড এখনো পাননি, কবে পাবেন বুঝতে পারছেন না? বিজ্ঞপ্তি কবে বেরোবে? কোথায় যোগাযোগ করবেন? এইসব প্রশ্নের উত্তর জানতে এইসব সাত-সতেরো প্রশ্নের উত্তর ধারাবাহিকভাবে দিচ্ছেন রঞ্জিৎ ঘোষ।

এই বিভাগে উত্তর পেতে হলে E-mail করুন এই নম্বরে : karmajiggasa@gmail.com ই-মেলে নিজের নাম, পুরো ঠিকানা, ফোন নম্বর উল্লেখ করবেন।

স্কুল সার্ভিসের

■ *স্কুল সার্ভিস কমিশনের গ্রুপ-সি ও গ্রুপ-ডি পদের ফল কবে বেরোবে? — চয়ন সাহানা।*

■■ ফল যে কোনো দিনই বেরোতে পারে। সম্ভবত পুজোর আগেই ফল বেরোবে।

■ *স্কুল সার্ভিসের নবম-দশম শ্রেণির রিভাইসড তালিকা কবে বেরোবে? ইন্টারভিউ কবে হবে? — সমীর দাস, গোবরডাঙ্গা, উত্তর ২৪ পরগনা।*

■■ স্কুল সার্ভিসের একাদশ-দ্বাদশ শ্রেণির রিভাইসড তালিকা বেরিয়েছে। ওই তালিকায় ও.বি.সি. সংরক্ষণ ১৭% থেকে কমিয়ে ৭% করে নতুন তালিকা তৈরি করা হয়েছে। এর ফলে অনেক ও.বি.সি. প্রার্থীর নাম আগের তালিকা থেকে বাদ গেছে, সেখানে জেনারেল প্রার্থীর নাম ঢুকেছে। নবম-দশম শ্রেণির রিভাইসড তালিকা শিগগিরই বেরোবে। ইন্টারভিউ পুজোর পরই শুরু হবে।

■ *ইন সার্ভিস টিচার পদের বেলায় 'টেট' এর সঙ্গে ফ্রেশার প্রার্থীদের 'টেট'ও হবে কি? — সুপ্রতীক চৌধুরী, রামপুরহাট, বীরভূম।*

■■ সম্ভবত ইন সার্ভিস টিচারদের 'টেট' আলাদাভাবে নেওয়া হবে আর ফ্রেশারদের 'টেট'ও আলাদাভাবে নেওয়া হবে। ইন-সার্ভিস টিচারদের বিজ্ঞপ্তি আগে বেরোবে।

স্টাফ সিলেকশনের

■ *শোনা যাচ্ছে, এবার থেকে সব চাকরির পরীক্ষায় বাংলা ভাষা পেপারের পরীক্ষা দিতে হবে। তাহলে স্টাফ সিলেকশন কমিশনের কম্বাইন্ড হায়ার সেকেন্ডারি লেভেলের পরীক্ষার প্রশ্ন কি বাংলা ভাষায় হবে? — সোমনাথ মুখার্জী, হাড়োয়া, দক্ষিণ ২৪ পরগনা।*

■■ স্টাফ সিলেকশন কমিশনের কম্বাইন্ড হায়ার সেকেন্ডারি লেভেলের (টায়ার-। ও টায়ার-।।) পরীক্ষার প্রশ্ন (ইংলিশ ল্যাঙ্গোয়েজ ছাড়া) বাংলা ভাষাতেই হয়।

প্রাইমারির

■ *২০২২ সালে ও.বি.সি. ক্যাটেগরিতে যাঁরা প্রাইমারি 'টেট' পাশ করেছিলেন (নম্বর ৮২-৮৯ পেয়েছে), তাঁদের 'টেট' সার্টিফিকেট কি বৈধ থাকবে? তাঁরা কি আগামী প্রাইমারির ইন্টারভিউয়ে ডাক পাবে? — সোহেল বিশ্বাস, নদিয়া।*

■■ ২০২২ সালে ও.বি.সি. -এ আর ও.বি.সি.-বি ক্যাটেগরির হিসাবে ১৭%'এর হিসাবে 'টেট'এর কাট অফ নম্বর ধার্য ছিল। এখন সংরক্ষণ কমিয়ে ৭% করা হয়েছে। তাই 'টেট'এর কাট অফ নম্বরও বদল হবে। তাই আপনার সার্টিফিকেট বৈধ কিনা তা প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদের বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখ থাকবে।

পুলিশে চাকরির

■ *পশ্চিমবঙ্গ পুলিশে কনস্টেবল পদের নতুন বিজ্ঞপ্তি কবে বেরোবে? পরীক্ষার সিলেবাস কি বদল হবে? না আগেই মতোই থাকবে? — আগুন টুডু, মেহি, কাশিপুর, পুরুলিয়া।*

■■ পশ্চিমবঙ্গ পুলিশে কনস্টেবল পদের প্রায় ২০ হাজার শূন্যপদের জন্য নতুন বিজ্ঞপ্তি শিগগিরই বেরোবে। মোট ৪টি পর্যায়ের পরীক্ষা হবে। প্রথমে লিখিত পরীক্ষা, শারীরিক মাপজোখের পরীক্ষা (PMT), শারীরিক সক্ষমতার পরীক্ষা (PET) ও ইন্টারভিউ হবে।

লিখিত পরীক্ষা : ৯৫ নম্বরের লিখিত পরীক্ষায় ৯৫টি অবজেক্টিভ মাল্টিপল চয়েজ টাইপের প্রশ্ন থাকবে এইসব বিষয়ে : (ক) জেনারেল অ্যাওয়ারনেস ও জেনারেল নলেজ-২৫ নম্বর, (খ) ইংরিজি-১০ নম্বর, (গ) বাংলা-১০ নম্বর, (ঘ) এলিমেন্টারি ম্যাথমেটিক্স (মাধ্যমিক মানের)-২৫ নম্বর, (ঙ) রিজনিং ও লজিক্যাল অ্যানালাইসিস-২৫ নম্বর। সময় ১ ঘণ্টা। নেগেটিভ মার্কিং আছে। ৪টি প্রশ্নের ভুল উত্তরের জন্য প্রাপ্ত নম্বর থেকে ১ নম্বর কাটা হবে। প্রশ্ন হবে বাংলা ও নেপালী ভাষায়।

শারীরিক সক্ষমতার পরীক্ষা : ছেলেদের বেলায় ৬ মিনিট ৩০ সেকেন্ডে ১,৬০০ মিটার দৌড়তে হবে আর মেয়েদের বেলায় ৪ মিনিটে ৮০০ মিটার দৌড়তে হবে, রূপান্তরকামীদের বেলায় ৩ মিনিট ৩০ সেকেন্ডে ৮০০ মিটার দৌড়তে হবে। দৌড়ে একবারই সুযোগ পাবেন। দৌড়ের সময় রেডিও ফ্রিকোয়েন্সি আইডেনটিফিকেশন ডিভাইসের সাহায্য নেওয়া হবে। শারীরিক সক্ষমতার পরীক্ষায় কিছু বদল হতে পারে।

ইন্টারভিউ : ৫ নম্বরের ইন্টারভিউ হবে। ইন্টারভিউয়ে জেনারেল অ্যাওয়ারনেস বিষয়ে প্রশ্ন করা হবে। মেধা তালিকা তৈরির সময় লিখিত পরীক্ষা ও ইন্টারভিউয়ে পাওয়া নম্বর দেখা হবে। এরপর হবে সার্টিফিকেট ভেরিফিকেশন ও ডাক্তারি পরীক্ষা।

■ *পশ্চিমবঙ্গ পুলিশে কনস্টেবল পদে সিভিক ভলান্টিয়ারদের জন্য বয়সের ঊর্ধ্বসীমা ছিল ৩৫ বছর। ৫ বছর বয়সের ছাড় দেওয়া হলে, সিভিক ভলান্টিয়াররাও কি ৪০ বছর বয়স পর্যন্ত পরীক্ষা দিতে পারবে? — লোকনাথ সাহা।*

■■ হ্যাঁ, আগামী ২ বছরের জন্য সব প্রার্থীরাই বয়সে অতিরিক্ত ৫ বছর ছাড় পাবেন।

■ *পশ্চিমবঙ্গ পুলিশে কনস্টেবল ও সাব-ইন্সপেক্টর পদের পরীক্ষার জন্য কত বছর বয়স পর্যন্ত পরীক্ষা দেওয়া যায়? — সৌরভ কর্মকার, চেলমোড়, সোনামুখী, বাঁকুড়া।*

■■ পশ্চিমবঙ্গ পুলিশ ও কলকাতা পুলিশের কনস্টেবল পদের বেলায় বয়স হতে হবে ১৮ থেকে ৩০ বছরের মধ্যে (তবে আগামী ২ বছর এই বয়স বেড়ে হবে ১৮ থেকে ৩৫ বছর)। পশ্চিমবঙ্গ পুলিশের সাব-ইন্সপেক্টর পদের বেলায় বয়স হতে হবে ২০ থেকে ৩০ বছরের মধ্যে (তবে আগামী ২ বছর এই বয়স বেড়ে হবে ২০ থেকে ৩৫ বছর)। কলকাতা পুলিশের সাব-ইন্সপেক্টর ও সার্জেন্ট পদের বেলায় বয়স হতে হবে ২০ থেকে ২৭ বছরের মধ্যে (তবে আগামী ২ বছর এই বয়স বেড়ে হবে ২০ থেকে ৩২ বছর)।

অন্যান্য চাকরির

■ *ফায়ার ব্রিগেডে ইঞ্জিন ড্রাইভার পদের জন্য ৫ বছরের অভিজ্ঞতা আর স্টাফ কার ড্রাইভার পদের বেলায় ২ বছরের গাড়ি চালানোর অভিজ্ঞতার কথা বলা হয়েছে। এটি কি শুধু অভিজ্ঞতা না, অভিজ্ঞতার সার্টিফিকেট দেখাতে হবে? নাকি ৫ বছর কিংবা ২ বছরের পুরনো লাইসেন্স থাকলেই হবে? — মুস্তাক আহমেদ, কাটোয়া, পূর্ব বর্ধমান।*

■■ অভিজ্ঞতা হিসাব করা হয়, কোথায় দরখাস্ত করছেন, তার ওপর। কোনো কোনো জায়গায় ৫ বছর কিংবা ২ বছরের পুরনো লাইসেন্স থাকলেই ও অভিজ্ঞতা থাকলেই যোগ্য। আবার কোথাও কোথাও ৫ বছর বা, ২ বছরের অভিজ্ঞতার সার্টিফিকেট চাওয়া হয়। তবে অবশ্যই যত বছরের অভিজ্ঞতা দেখা হয়, তত বছরই লাইসেন্স পুরনো হওয়া চাই।

রেলে চাকরির

■ *রেলে গ্রুপ-ডি পদে হসপিটাল অ্যাটেন্ড্যান্ট পদের বিজ্ঞপ্তি বেরোয় না। রেলের সব পদের মধ্যে হসপিটাল অ্যাটেন্ড্যান্ট পদটি তুলে দেওয়া হল কেন?— সৌরভ চক্রবর্তী, জয়নগর, মজিলপুর, দক্ষিণ ২৪ পরগনা।*

■■ রেলের গ্রুপ-ডি পদে হসপিটাল অ্যাটেন্ড্যান্ট, ল্যাব অ্যাটেন্ড্যান্ট, স্ট্রেচার বেয়ারার, ধোবি, পিওন ইত্যাদি পদগুলির নাম পরিবর্তন করে হসপিটাল অ্যাসিস্ট্যান্ট করা হয়েছে।

ব্যবসা

বাসন মাজার বাটি সাবান ও কেক তৈরির ব্যবসা

অনুপ বসু

প্রত্যেক বাড়িতে এখন বাসন মাজার জন্য কেক বা বাটি সাবানের চাহিদা আকাশছোঁয়া। বড়ো কোম্পানির পাশাপাশি স্থানীয়ভাবে তৈরি এই সাবানের বাজার এখন বাড়ছে। এই শিল্পের সবচেয়ে বড়ো সুবিধা হল পুঁজি লাগে কম, সহজ প্রযুক্তি আর সহজলভ্য কাঁচামাল।

বাসন মাজার বাটি সাবান ও কেক আসলে কী

এটি কাপড় কাচা সাবান নয়। এটি মূলত ডিটারজেন্ট-ভিত্তিক শক্ত কেক, যার মূল কাজ হল বাসন থেকে তেল-চর্বির দাগ তুলে বাসনকে ঝাঁ চকচকে আর জীবাণুমুক্ত করা।

প্রোজেক্ট রিপোর্ট

১. পণ্য পরিচিতি

- **পণ্য:** ডিশওয়াশ বার (২০০ গ্রাম / ৫০০ গ্রাম) ও ডিশওয়াশ টাব (৫০০ গ্রাম গোল কৌটো, স্ক্রাবার সহ)
- **দৈনিক উৎপাদন ক্ষমতা:** ৮০০-১০০০ পিস
- **জায়গা লাগবে:** ৩০০ বর্গফুট
- **লাইসেন্স লাগবে:** ট্রেড লাইসেন্স, উদ্যম রেজিস্ট্রেশন, GST

২. কাঁচামাল ও ফর্মুলা (১০০ কেজি উৎপাদনের)

- **ডলোমাইট পাউডার:** ৬২ কেজি।
- **চায়না ক্লে :** ৫ কেজি।
- **সোডা অ্যাশ লাইট:** ১০ কেজি।
- **LABSA (অ্যাসিড স্লারি):** ১২ কেজি। এটি মূলত বাসন থেকে তেলের দাগ দূর করে।
- **কস্টিক সোডা:** ১.৮ কেজি। (LABSA অ্যাসিড স্লারিকে নিউট্রাল করে)
- **সোডিয়াম সিলিকেট:** ৫ কেজি।
- **SLES পাউডার:** ২ কেজি
- **লেমন সেন্ট :** ৫০০ গ্রাম
- **সবুজ রঙ :** ১০০ গ্রাম।

৩. তৈরির পদ্ধতি

১. ডলোমাইট, সোডা অ্যাশ ও চায়না ক্লে মিক্সারে মেশান।

২. আলাদা প্লাস্টিক গামলায় ২ লিটার জলে কস্টিক সোডা গুলে ঠান্ডা করে ধীরে ধীরে LABSA মেশান। pH ৭-৮ রাখুন।

৩. এর মধ্যে সোডিয়াম সিলিকেট, SLES, রঙ ও সেন্ট মিশিয়ে পেস্ট বানান।

৪. ড্রাই পাউডারের সঙ্গে এই পেস্ট ভালো করে মেখে ডো তৈরি করুন।

৫. প্লডার মেশিনে ২ বার ঘোরান। এরপর বেরোলে লম্বা করে কেটে নিন। টাব হলে গোল করে কৌটোয় চেপে বসান।

৬. ৪৮ ঘণ্টা ছায়ায় শুকিয়ে প্যাকিং করুন। তবে সবসময় গ্লাভস ও মাস্ক অবশ্যই পরবেন।

৪. খরচ ও লাভ

- **২০০ গ্রাম বাটি:** খরচ ১০.৫০ টাকা/পিস (কাঁচামাল ৮.২০ টাকা, র‍্যাপার ১.৫০ টাকা ও মজুরি ১ টাকা), পাইকারি দর সাড়ে ১৪ টাকা, লাভ থাকবে প্রতি পিসে ৪ টাকা।
- **৫০০ গ্রাম টাব (কৌটো সহ):** খরচ প্রতি পিসে ৩০ টাকা। পাইকারি দর ৩৯ টাকা। লাভ প্রতি পিসে ৯ টাকা।
- **মাসিক হিসাব (দিনে ১০০০ পিস x ২৫ দিন):** টার্নওভার প্রায় ৩,৬২,৫০০ টাকা। প্রকৃত লাভ ৬০,০০০-৮০,০০০ টাকা।

৫. মোট বিনিয়োগ

- **ম্যানুয়াল প্লডার মেশিন:** ৭৫,০০০ টাকা।
- **ড্রাই মিক্সার, ডাই, কাটার ও ওজন মেশিন:** ৭৫,০০০ টাকা।
- **প্রাথমিক কাঁচামাল স্টক:** ৮০,০০০ টাকা।
- **লাইসেন্স ও অন্যান্য:** ২০,০০০ টাকা।
- **মোট:** প্রায় ২,৫০,০০০ টাকা।

৬. কাঁচামাল ও মেশিন কোথায় পাবেন (কলকাতা)

- **বড়বাজার / বন ফিল্ড লেন, আর্মেনিয়ান স্ট্রিট বা পর্তুগিজ লেনে পাবেন কেমিক্যাল মার্কেটে :** LABSA, SLES, সোডা অ্যাশ, ডলোমাইট, সিলিকেট, সেন্ট, রঙ। সব পাইকারি দামে পাবেন।
- **বড়বাজার এজরা স্ট্রিট প্লাস্টিক মার্কেটে পাবেন:** খালি ডিশওয়াশ টাব কৌটো (৫-৬ টাকা/পিস)।
- **বড়বাজার মেশিনপট্টি ও হাওড়ায় পাবেন:** ম্যানুয়াল সোপ প্লডার মেশিন।

র‍্যাপার ছাপানো: শিয়ালদহ বৈঠকখানা এলাকা (সর্বনিম্ন ১০ কেজি)। মেশিন মূলত পাবেন স্ট্যান্ড রোডে। এছাড়াও বড়বাজারের বিভিন্ন জায়গায় মেশিন রয়েছে।

৭. মার্কেটিং পরিকল্পনা

১. প্রথমে ৫০টি মুদি দোকানে ২ পিস করে ফ্রি স্যাম্পল দিন। Vim-এর থেকে ৩-৪ টাকা সস্তা রাখুন।

২. হোটেল, রেস্টুরেন্ট, ক্যাটারারদের লুজ স্যাম্পল দিন।

৩. অন্যর ব্র্যান্ড নামে বানিয়ে দিন (পার্টি লেবেল)। তাহলে অর্ডার তাড়াতাড়ি আসবে।

৪. সকালে ভ্যানে করে ফ্লাট বাড়ি ও হাউজিং কমপ্লেক্সে খুচরো বিক্রি করুন।

৫. হোয়াটসঅ্যাপ, ফেসবুক ও সোশ্যাল মিডিয়ায় ক্যাটালগ ও বিজ্ঞাপন দিন। এছাড়া লিফলেট বিলি করতে পারেন।

সতর্কতা :-

১. কস্টিক সোডা ও LABSA হাতে লাগলে জ্বালা করবে। হাতে গ্লাভস ও চোখে চশমা পরা বাধ্যতামূলক।

২. কস্টিক সোডা জলে মেশানোর সময় কখনোই জল কস্টিকে ঢালবেন না। কস্টিক জলে ঢালবেন।

৩. স্থানীয় ট্রেড লাইসেন্স নিয়ে ব্যবসা শুরু করলে বিশ্বাসযোগ্যতা বাড়ে। পরে অন্যান্য প্রয়োজনীসার্টিফিকেট, বিভিন্ন দপ্তরের এনওসি বা নো অবজেকশন সার্টিফিকেট ও জি এস টি নম্বর নিতে হবে।

উপসংহার :-

বাসন মাজার কেক তৈরি কোনো রকেট সায়েন্স নয়। এটি একটি সঠিক অনুপাতের খেলা। সঠিক ফর্মুলা ও গুণগত মান বজায় রাখলে এই ক্ষুদ্র শিল্প থেকেই এক বড় ব্যবসার জন্ম হতে পারে। বেকার যুবক-যুবতীদের জন্য এক অত্যন্ত সম্ভাবনাময় পথ।

বিস্তারিত জানতে আর বিনামূল্যে হাতে-কলমে ট্রেনিং ও স্বনির্ভর হওয়ার জন্য এই নম্বরে যোগাযোগ করুন। মোবাইল নম্বর - ৯১৬৩৫৬৩৯২৮।

কাঁচামাল (১০০ কেজি ব্যাচ)

- **৬২ কেজি ডলোমাইট পাউডার:** ১৪ টাকা কেজি দরে = ৮৬৮ টাকা (বডি তৈরি করে ও খরচ কমায়)।
- **১০ কেজি সোডা অ্যাশ লাইট:** ৪৫ টাকা কেজি দরে =৪৫০ টাকা (পরিষ্কার করার ক্ষমতা)।
- **৫ কেজি চায়না ক্লে পাউডার:** ১৮ টাকা কেজি দরে = ৯০ টাকা (মসৃণতা)।
- **১২ কেজি LABSA (অ্যাসিড স্লারি):** ১২০ টাকা কেজি দরে = ১৪৪০ টাকা (আসল ডিটারজেন্ট, তেল দূর করে)।
- **১.৮ কেজি কস্টিক সোডা:** ৪৫ টাকা কেজি দরে = ৮১ টাকা (LABSA নিউট্রাল করে)
- **৫ কেজি সোডিয়াম সিলিকেট:** ৩৫ টাকা কেজি দরে = ১৭৫ টাকা (শক্ত করে)
- **২ কেজি SLES পাউডার:** ১১০ টাকা কেজি দরে = ২২০ টাকা (বেশি ফেনা হওয়ার জন্য)
- **৫০০ গ্রাম লেমন সেন্ট ও ১০০ গ্রাম সবুজ রঙ** = ৪৬০ টাকা

রেলে ২,০০৮ অ্যাপ্রেন্টিস

১ পাতার পর

আবেদন করবেন না। বয়স হতে হবে ৬-১১-২০২৬'এর হিসাবে ১৫ থেকে ২৪ বছরের মধ্যে। তপশিলীরা ৫ বছর, ও.বি.সি.'রা ৩ বছর, শারীরিক প্রতিবন্ধীরা ১০ বছর আর প্রাক্তন সমরকর্মীরা যথারীতি বয়সে ছাড় পাবেন। ১/২ বছরের ট্রেনিং। শূন্যপদ :

আজমীর ৫০০টি। এর মধ্যে ডি.আর.এম. অফিসে ৪২৪টি। এর মধ্যে ইলেক্ট্রিশিয়ান (কোচিং) ৫০টি (জেনাঃ ২০, ও.বি.সি. ১৩, তঃজাঃ ৮, তঃউঃজাঃ ৪, ই.ডব্লু.এস. ৫)। ইলেক্ট্রিশিয়ান (পাওয়ার) ৫০টি (জেনাঃ ২০, ও.বি.সি. ১৩, তঃজাঃ ৮, তঃউঃজাঃ ৪, ই.ডব্লু.এস. ৫)। ইলেক্ট্রিশিয়ান (টি আর ডি.) ৫০টি (জেনাঃ ২০, ও.বি.সি. ১৩, তঃজাঃ ৮, তঃউঃজাঃ ৪, ই.ডব্লু.এস. ৫)। কার্পেন্টার (ইঞ্জি.) ২৫টি (জেনাঃ ১০, ও.বি.সি. ৭, তঃজাঃ ৪, তঃউঃজাঃ ২, ই.ডব্লু.এস. ২)। পেইন্টার (ইঞ্জিনিয়ারিং) ২০টি (জেনাঃ ৮, ও.বি.সি. ৫, তঃজাঃ ৩, তঃউঃজাঃ ২, ই.ডব্লু.এস. ২)। ম্যাসন (ইঞ্জিনিয়ারিং) ৩০টি (জেনাঃ ১৩, ও.বি.সি. ৮, তঃজাঃ ৪, তঃউঃজাঃ ২, ই.ডব্লু.এস. ৩)। পাইপ ফিটার ২০টি (জেনাঃ ৮, ও.বি.সি. ৫, তঃজাঃ ৩, তঃউঃজাঃ ২, ই.ডব্লু.এস. ২)। ফিটার (সি অ্যান্ড ডব্লু) ৫০টি (জেনাঃ ২০, ও.বি.সি. ১৩, তঃজাঃ ৮, তঃউঃজাঃ ৪, ই.ডব্লু.এস. ৫)। কার্পেন্টার (মেকা.) ২৫টি (জেনাঃ ১০, ও.বি.সি. ৭, তঃজাঃ ৪, তঃউঃজাঃ ২, ই.ডব্লু.এস. ২)। ডিজেল মেকানিক ১০৪টি (জেনাঃ ৪২, ও.বি.সি. ২৮, তঃজাঃ ১৬, তঃউঃজাঃ ৮, ই.ডব্লু.এস. ১০)।

আজমীর এস অ্যান্ড টি বিভাগে ২৬টি। এর মধ্যে কার্পেন্টার ২টি (জেনাঃ ১, ও.বি.সি. ১)। পেইন্টার ২টি (জেনাঃ ১, ও.বি.সি. ১)। ইলেক্ট্রনিক্স মেকানিক ২০টি (জেনাঃ ৯, ও.বি.সি. ৫, তঃজাঃ ৩, তঃউঃজাঃ ২, ই.ডব্লু.এস. ১)। কম্পিউটার অপারেটর অ্যান্ড প্রোগ্রামিং অ্যাসিস্ট্যান্ট ২টি (জেনাঃ ১, ও.বি.সি. ১)।

আজমীর ইঞ্জিনিয়ারিং (টিএমসি বিভাগে) ৫০টি। এর মধ্যে ইলেক্ট্রিশিয়ান ৮টি (জেনাঃ ৪, ও.বি.সি. ২, তঃজাঃ ১, তঃউঃজাঃ ১)। ওয়েল্ডার ৭টি (জেনাঃ ৪, ও.বি.সি. ২, তঃজাঃ ১)। ফিটার ৭টি (জেনাঃ ৪, ও.বি.সি. ২, তঃজাঃ ১)। কার্পেন্টার ১টি (জেনাঃ)। ডিজেল মেকানিক ৯টি (জেনাঃ ৫, ও.বি.সি. ২, তঃজাঃ ১, তঃউঃজাঃ ১)। টার্নার / মেশিনিস্ট ৭টি (জেনাঃ ৪, ও.বি.সি. ২, তঃজাঃ ১)। ইলেক্ট্রনিক্স মেকানিক ৬টি (জেনাঃ ৩, ও.বি.সি. ২, তঃজাঃ ১)। রেফ্রিজারেশন অ্যান্ড এয়ার কন্ডিশনিং ২টি (জেনাঃ ১, ও.বি.সি. ১)। পেইন্টার ১টি (জেনাঃ)। কম্পিউটার অপারেটর অ্যান্ড প্রোগ্রামিং অ্যাসিস্ট্যান্ট ২টি (জেনাঃ ১, ও.বি.সি. ১)।

বিকানের ৫২৪টি। ডি.আর.এম. অফিসে ৪৮২টি। এর মধ্যে ফিটার (মেকানিক্যাল) ২২০টি (জেনাঃ ৮৯, ও.বি.সি. ৫৯, তঃজাঃ ৩৩, তঃউঃজাঃ ১৭, ই.ডব্লু.এস. ২২)। পাওয়ার ইলেক্ট্রিশিয়ান ৭৩টি (জেনাঃ ৩০, ও.বি.সি. ২০, তঃজাঃ ১১, তঃউঃজাঃ ৫, ই.ডব্লু.এস. ৭)। ইলেক্ট্রিশিয়ান (কোচিং) ১০৫টি (জেনাঃ ৪৩, ও.বি.সি. ২৮, তঃজাঃ ১৬, তঃউঃজাঃ ৮, ই.ডব্লু.এস. ১০)। ইলেক্ট্রিশিয়ান (টি.আর.ডি) ৬৪টি (জেনাঃ ২৬, ও.বি.সি. ১৭, তঃজাঃ ১০, তঃউঃজাঃ ৫, ই.ডব্লু.এস. ৬)। ওয়েল্ডার (গ্যাস অ্যান্ড ইলেক্ট্রিক) (ইঞ্জিনিয়ারিং) ১৫টি (জেনাঃ ৬, ও.বি.সি. ৪, তঃজাঃ ২, তঃউঃজাঃ ১, ই.ডব্লু.এস. ২)। ওয়েল্ডার (গ্যাস অ্যান্ড ইলেক্ট্রিক) (মেকা.) ৫টি (জেনাঃ ২, ও.বি.সি. ১, তঃজাঃ ১, ই.ডব্লু.এস. ১)।

বিকানের এস অ্যান্ড টি বিভাগে ২৭টি। এর মধ্যে কার্পেন্টার ২টি (জেনাঃ ১, ও.বি.সি. ১)। পেইন্টার ২টি (জেনাঃ ১, ও.বি.সি. ১)। ইলেক্ট্রনিক্স মেকানিক ২১টি (জেনাঃ ৮, ও.বি.সি. ৬, তঃজাঃ ৩, তঃউঃজাঃ ২, ই.ডব্লু.এস. ২)। কম্পিউটার অপারেটর অ্যান্ড প্রোগ্রামিং অ্যাসিস্ট্যান্ট ২টি (জেনাঃ ১, ও.বি.সি. ১)।

বিকানের ইঞ্জিনিয়ারিং (টিএমসি বিভাগে) ১৫টি। এর মধ্যে ইলেক্ট্রিশিয়ান ২টি (জেনাঃ ১, ও.বি.সি. ১)। ওয়েল্ডার ২টি (জেনাঃ ১, ও.বি.সি. ১)। ফিটার ২টি (জেনাঃ ১, ও.বি.সি. ১)। ডিজেল মেকানিক ৩টি (জেনাঃ ২, ও.বি.সি. ১)। টার্নার / মেশিনিস্ট ২টি (জেনাঃ ১, ও.বি.সি. ১)। ইলেক্ট্রনিক্স মেকানিক ২টি (জেনাঃ ১, ও.বি.সি. ১)। রেফ্রিজারেশন অ্যান্ড এয়ার কন্ডিশনিং ১টি (জেনাঃ)। কম্পিউটার অপারেটর অ্যান্ড প্রোগ্রামিং অ্যাসিস্ট্যান্ট ১টি (জেনাঃ)।

জয়পুর ডিভিশনে ৫৮০টি। এর মধ্যে ডি.আর.এম. অফিস বিভাগে ৫৪৯টি। এর মধ্যে ফিটার (মেকানিক্যাল) ১৬৪টি (জেনাঃ ৬৭, ও.বি.সি. ৪৪, তঃজাঃ ২৫, তঃউঃজাঃ ১২, ই.ডব্লু.এস. ১৬)। এস অ্যান্ড টি (ইলেক্ট্রনিক্স মেকা.) ১২৭টি (জেনাঃ ৫১, ও.বি.সি. ৩৪, তঃজাঃ ১৯, তঃউঃজাঃ ১০, ই.ডব্লু.এস. ১৩)। ইলেক্ট্রিশিয়ান (ইলেক্ট /জি) ১২৩টি (জেনাঃ ৫১, ও.বি.সি. ৩৩, তঃজাঃ ১৮, তঃউঃজাঃ ৯, ই.ডব্লু.এস. ১২)। ইলেক্ট্রিশিয়ান (ইলেক্ট্রিক্যাল /টি. আর.ডি.) ৫৬টি (জেনাঃ ২২, ও.বি.সি. ১৫, তঃজাঃ ৮, তঃউঃজাঃ ৪, ই.ডব্লু.এস. ৭)। কম্পিউটার অপারেটর অ্যান্ড প্রোগ্রামিং অ্যাসিস্ট্যান্ট ৭৯টি (জেনাঃ ৩২, ও.বি.সি. ২১, তঃজাঃ ১২, তঃউঃজাঃ ৬, ই.ডব্লু.এস. ৮)।

জয়পুর এস অ্যান্ড টি বিভাগে ৪টি। এর মধ্যে কার্পেন্টার ২টি (জেনাঃ ১, ও.বি.সি. ১)। পেইন্টার ২টি (জেনাঃ ১, ও.বি.সি. ১)।

জয়পুর ইঞ্জিনিয়ারিং (টিএমসি বিভাগে) ২৭টি। এর মধ্যে ইলেক্ট্রিশিয়ান ৪টি (জেনাঃ ২, ও.বি.সি. ১, তঃজাঃ ১)। ওয়েল্ডার ৪টি (জেনাঃ ২, ও.বি.সি. ১, তঃজাঃ ১)। ফিটার ৪টি (জেনাঃ ২, ও.বি.সি. ১, তঃজাঃ ১)। কার্পেন্টার ১টি (জেনাঃ)। ডিজেল মেকানিক ৫টি (জেনাঃ ৩, ও.বি.সি. ১, তঃজাঃ ১)। টার্নার / মেশিনিস্ট ৪টি (জেনাঃ ২, ও.বি.সি. ১, তঃজাঃ ১)। ইলেক্ট্রনিক্স মেকানিক ৩টি (জেনাঃ ২, ও.বি.সি. ১)। রেফ্রিজারেশন অ্যান্ড এয়ার কন্ডিশনিং ১টি (জেনাঃ)। পেইন্টার ১টি (জেনাঃ)।

যোধপুর ডিভিশনে ১৩৪টি। এর মধ্যে ডি.আর. অফিস বিভাগে ৯৫টি। এর মধ্যে ইলেক্ট্রিশিয়ান ১৯টি (জেনাঃ ৭, ও.বি.সি. ৫, তঃজাঃ ৩, তঃউঃজাঃ ২, ই.ডব্লু.এস. ২)। রেফ্রিজারেশন অ্যান্ড এয়ার কন্ডিশনিং ১৫টি (জেনাঃ ৬, ও.বি.সি. ৪, তঃজাঃ ২, তঃউঃজাঃ ১, ই.ডব্লু.এস. ২)। ফিটার ৩০টি (জেনাঃ ১২, ও.বি.সি. ৮, তঃজাঃ ৫, তঃউঃজাঃ ২, ই.ডব্লু.এস. ৩)। ডিজেল মেকানিক ২৩টি (জেনাঃ ১১, ও.বি.সি. ৬, তঃজাঃ ৩, তঃউঃজাঃ ১, ই.ডব্লু.এস. ২)। ওয়েল্ডার / ইঞ্জিনিয়ারিং ৫টি (জেনাঃ ২, ও.বি.সি. ১, তঃজাঃ ১, ই.ডব্লু.এস. ১)। ব্ল্যাকস্মিথ পি.ওয়ে / ইঞ্জিনিয়ারিং ৩টি (জেনাঃ ১, ও.বি.সি. ১, তঃজাঃ ১)।

যোধপুর এস অ্যান্ড টি বিভাগে ২৩টি। এর মধ্যে কার্পেন্টার ২টি (জেনাঃ ১, ও.বি.সি. ১)। পেইন্টার ২টি (জেনাঃ ১, ও.বি.সি. ১)। ইলেক্ট্রনিক্স মেকানিক ১৭ (জেনাঃ ৮, ও.বি.সি. ৪, তঃজাঃ ২, তঃউঃজাঃ ১, ই.ডব্লু.এস. ২)। কম্পিউটার অপারেটর অ্যান্ড প্রোগ্রামিং অ্যাসিস্ট্যান্ট ২টি (জেনাঃ ১, ও.বি.সি. ১)।

যোধপুর ইঞ্জিনিয়ারিং (টিএমসি বিভাগে) ১৬টি। এর মধ্যে ইলেক্ট্রিশিয়ান ২টি (জেনাঃ ১, ও.বি.সি. ১)। ওয়েল্ডার ২টি (জেনাঃ ১, ও.বি.সি. ১)। ফিটার ২টি (জেনাঃ ১, ও.বি.সি. ১)। কার্পেন্টার ১টি (জেনাঃ)। ডিজেল /মেকানিক ৩টি (জেনাঃ ১, ও.বি.সি. ১, ই.ডব্লু.এস. ১)। টার্নার /মেশিনিস্ট ২টি (জেনাঃ ১, ও.বি.সি. ১)। ইলেক্ট্রনিক্স মেকানিক ২টি (জেনাঃ ১, ও.বি.সি. ১)। রেফ্রিজারেশন অ্যান্ড এয়ার কন্ডিশনিং ১টি (জেনাঃ)। কম্পিউটার অপারেটর অ্যান্ড প্রোগ্রামিং অ্যাসিস্ট্যান্ট ১টি (জেনাঃ)।

বি.টি.সি. ক্যারেজ, আজমীর ৭৩টি। এর মধ্যে পেইন্টার ৪টি (জেনাঃ ২, ও.বি.সি. ১, তঃজাঃ ১)। ফিটার ৬৪টি (জেনাঃ ২৬, ও.বি.সি. ১৭, তঃজাঃ ১০, তঃউঃজাঃ ৫, ই.ডব্লু.এস. ৬)। ওয়েল্ডার ৫টি (জেনাঃ ৩, ও.বি.সি. ১, তঃজাঃ ১)।

বি.টি.সি. ক্যারেজ, আজমীর -ইলেক্ট্রিক বিভাগে ২৮টি। এর মধ্যে ইলেক্ট্রিশিয়ান ২৮টি (জেনাঃ ১১, ও.বি.সি. ৮, তঃজাঃ ৪, তঃউঃজাঃ ২, ই.ডব্লু.এস. ৩)।

বি.টি.সি. লোকো, আজমীর ৬৯টি। এর মধ্যে ডিজেল মেকানিক ১৬টি (জেনাঃ ৭, ও.বি.সি. ৪, তঃজাঃ ২, তঃউঃজাঃ ১, ই.ডব্লু.এস. ২)। ফিটার ২৩টি (জেনাঃ ১০, ও.বি.সি. ৬, তঃজাঃ ৩, তঃউঃজাঃ ২, ই.ডব্লু.এস. ২)। ওয়েল্ডার ৩০টি (জেনাঃ ১২, ও.বি.সি. ৮, তঃজাঃ ৫, তঃউঃজাঃ ২, ই.ডব্লু.এস. ৩)।

ক্যারেজ ওয়ার্কশপ, বিকানের ৩৩টি। এর মধ্যে ফিটার ১৪টি (জেনাঃ ৭, ও.বি.সি. ৩, তঃজাঃ ২, তঃউঃজাঃ ১, ই.ডব্লু.এস. ১)। ওয়েল্ডার ৮টি (জেনাঃ ৩, ও.বি.সি. ৩, তঃজাঃ ১, ই.ডব্লু.এস. ১)। ইলেক্ট্রিশিয়ান ১১টি (জেনাঃ ৪, ও.বি.সি. ৩, তঃজাঃ ২, তঃউঃজাঃ ১, ই.ডব্লু.এস. ১)।

ক্যারেজ ওয়ার্কশপ, যোধপুর ৬৭টি। এর মধ্যে ফিটার ২৮টি (জেনাঃ ১৩, ও.বি.সি. ৮, তঃজাঃ ৪, তঃউঃজাঃ ২, ই.ডব্লু.এস. ১)। কার্পেন্টার ১৫টি (জেনাঃ ৭, ও.বি.সি. ৪, তঃজাঃ ২, তঃউঃজাঃ ১, ই.ডব্লু.এস. ১)। ওয়েল্ডার (গ্যাস অ্যান্ড ইলেক্ট্রিক) ৮টি (জেনাঃ ৪, ও.বি.সি. ২, তঃজাঃ ১, তঃউঃজাঃ ১)। পেইন্টার (জেনারেল) ৮টি (জেনাঃ ৪, ও.বি.সি. ২, তঃজাঃ ১, তঃউঃজাঃ ১)। এম.এম.টি.এম. ৫টি (জেনাঃ ৩, ও.বি.সি. ১, তঃজাঃ ১)। মেশিনিস্ট ৩টি (জেনাঃ ২, ও.বি.সি. ১)।

১৯৬১ সালের অ্যাপ্রেন্টিস আইন ও ১৯৬২ সালের অ্যাপ্রেন্টিস নিয়মানুযায়ী ট্রেনিং। তখন স্টাইপেন্ড পাবেন। হস্টেল নেই। ট্রেনিং শেষে চাকরি পাওয়ার সম্ভাবনা থাকলেও কোনো বাধ্যবাধকতা নেই। এই পদের Notice No. 04/2026 (NWR/AA), Date: 30.09.2026.

মাধ্যমিকে পাওয়া নম্বর দেখে ও আই.টি.আই. কোর্স পাশের সার্টিফিকেট ও অন্যান্য প্রমাণপত্র দেখে প্রাথমিকভাবে বাছাই প্রার্থীদের শারীরিক সক্ষমতার পরীক্ষার জন্য ডাকা হবে। কোনো লিখিত পরীক্ষা বা, ইন্টারভিউ হবে না। উচ চ শিক্ষাগত যোগ্যতা থাকলে বাড়তি কোনো সুযোগ পাবেন না। মোট শূন্যপদের ১.৫ গুণ প্রার্থীকে ডাকা হবে।

দরখাস্ত করবেন অনলাইনে, ৬ নভেম্বরের মধ্যে। এই ওয়েবসাইটে : www.rrcjaipur.in, www.indianrailways.gov.in এজন্য বৈধ একটি ই-মেল আই.ডি. থাকতে হবে। এজন্য এইসব প্রমাণপত্র স্ক্যান করে নেবেন :বয়স, শিক্ষাগত যোগ্যতা, কাস্ট সার্টিফিকেট, এন.সি.সি. সার্টিফিকেট। এছাড়াও পাশপোর্ট মাপের রঙিন ফটো (৩.৫ সেমি x ৩.৫ সেমি) (২০-৭০ কেবির মধ্যে) ও সিগনেচার (২০-৩০ কেবির মধ্যে) জে.পি.ই.জি. ফর্ম্যাটে স্ক্যান করে নেবেন। তারপর পরীক্ষা ফী বাবদ ১০০ টাকা ডেবিট কার্ড, ক্রেডিট কার্ড বা, নেট ব্যাঙ্কিংয়ে জমা দেবেন। তপশিলী, প্রতিবন্ধী, মহিলাদের ফী লাগবে না। আরো বিস্তারিত তথ্য পাবেন ওই ওয়েবসাইটে।

সেনাবাহিনীতে ৩০ টেকনিক্যাল অফিসার

নিজস্ব সংবাদদাতা, নয়াদিল্লি : ভারতীয় স্থলবাহিনী শর্ট সার্ভিস কমিশনে 'টেকনিক্যাল গ্র্যাজুয়েট কোর্সে (টি.জি.সি.-১৪৫) অফিসারপদে ৩০ জন অবিবাহিত ছেলে নিচ্ছে। কারা কোন শাখার জন্য যোগ্য :

সিভিল, সিভিল এনভায়রনমেন্টাল ইঞ্জিনিয়ারিং, সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যান্ড প্ল্যানিং, সিভিল অ্যান্ড ইনফ্রাস্ট্রাকচার ইঞ্জিনিয়ারিং, সিভিল টেকনোলজি, কনস্ট্রাকশন ইঞ্জিনিয়ারিং, কনস্ট্রাকশন ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যান্ড ম্যানেজমেন্ট, কনস্ট্রাকশন টেকনোলজি, কনস্ট্রাকশন টেকনোলজি অ্যান্ড ম্যানেজমেন্ট ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের ডিগ্রিকোর্স পাশরা 'সিভিল' শাখার জন্য, আর্কিটেকচারের ডিগ্রি কোর্স পাশরা 'আর্কিটেকচার', বিল্ডিং ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যান্ড কনস্ট্রাকশন ম্যানেজমেন্ট, বিল্ডিং অ্যান্ড কনস্ট্রাকশন টেকনোলজির ডিগ্রি কোর্স পাশরা 'বিল্ডিং কনস্ট্রাকশন অ্যান্ড টেকনোলজি' শাখার জন্য যোগ্য। শূন্যপদ : ৮টি।

মেকানিক্যাল, মেকাট্রনিক্স, মেকানিক্যাল ও অটোমেশন, অ্যাডভান্সড মেকাট্রনিক্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রিয়াল অটোমেশন, মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং (অটোমোবাইল), মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং (ইন্ডাস্ট্রি ইন্টিগ্রেটেড), মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং (ম্যানুফ্যাকচারিং), মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং (প্রোডাকশন), মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং (ওয়েল্ডিং টেকনোলজি), মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং (ডিজাইন), মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং অটোমোবাইল'এর ডিগ্রি কোর্স পাশরা 'মেকানিক্যাল' শাখার জন্য, প্রোডাকশন, প্রোডাকশন অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রিয়াল ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের ডিগ্রি কোর্স পাশরা 'প্রোডাকশন' শাখার জন্য, অটোমোবাইল ইঞ্জিনিয়ারিং, অটোমোবাইল মেন্টেন্যান্স ইঞ্জিনিয়ারিং, অটোমেটিভ টেকনোলজি-র ডিগ্রি কোর্স পাশরা 'অটোমোবাইল' শাখার জন্য, ইন্ডাস্ট্রিয়াল ইঞ্জিনিয়ারিং, ইন্ডাস্ট্রিয়াল ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যান্ড ম্যানেজমেন্ট ইঞ্জিনিয়ারিং, ইন্ডাস্ট্রিয়াল অ্যান্ড প্রোডাকশন ইঞ্জিনিয়ারিং, ইন্ডাস্ট্রিয়াল বা, ম্যানুফ্যাকচারিং ইঞ্জিনিয়ারিং, ইন্ডাস্ট্রিয়াল ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যান্ড ম্যানেজমেন্ট ইঞ্জিনিয়ারিং, ম্যানুফ্যাকচারিং ইঞ্জিনিয়ারিং, ম্যানুফ্যাকচারিং ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যান্ড টেকনোলজি, ম্যানুফ্যাকচারিং প্রসেস অ্যান্ড অটোমেশন ইঞ্জিনিয়ারিং, ম্যানুফ্যাকচারিং সায়েন্স অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ারিং, ম্যানুফ্যাকচারিং টেকনোলজি, ওয়ার্কশপ টেকনোলজি, অ্যারোনটিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং, অ্যারোস্পেস ইঞ্জিনিয়ারিং, এয়ারক্র্যাফট মেন্টেন্যান্স ইঞ্জিনিয়ারিং, অ্যাভোনিক্স ইঞ্জিনিয়ারিং, অ্যাভিয়েশন ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের ডিগ্রি কোর্স পাশরা 'মেকানিক্যাল, প্রোডাকশন, অটোমোবাইল, ইন্ডাস্ট্রিয়াল / ম্যানুফ্যাকচারিং, ইন্ডাস্ট্রিয়াল ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যান্ড ম্যানেজমেন্ট, ওয়ার্কশপ টেকনোলজি, অ্যারোনটিক্যাল, অ্যারোস্পেস, অ্যাভোনিক্স শাখার জন্য যোগ্য। শূন্যপদ : ৬টি।

ইলেক্ট্রিক্যাল, ইলেক্ট্রিক্যাল (ইলেক্ট্রনিক্স অ্যান্ড পাওয়ার), পাওয়ার সিস্টেম ইঞ্জিনিয়ারিং, ইলেক্ট্রিক্যাল অ্যান্ড ইলেক্ট্রনিক্স ইঞ্জিনিয়ারিং, ইলেক্ট্রিক্যাল অ্যান্ড মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের ডিগ্রি কোর্স পাশরা 'ইলেক্ট্রিক্যাল' শাখার জন্য যোগ্য। শূন্যপদ : ২টি।

কম্পিউটার ইঞ্জিনিয়ারিং, কম্পিউটার সায়েন্স, কম্পিউটার সায়েন্স ইঞ্জিনিয়ারিং, কম্পিউটার সায়েন্স অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ারিং, কম্পিউটার টেকনোলজি, ৩ডি অ্যানিমেশন অ্যান্ড গ্রাফিক্স, অ্যাডভান্সড কম্পিউটার অ্যাপ্লিকেশন, কম্পিউটার সায়েন্স অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ারিং, কম্পিউটার ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যান্ড অ্যাপ্লিকেশন, কম্পিউটার নেটওয়ার্কিং, কম্পিউটার সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজি, কম্পিউটার অ্যান্ড ইনফর্মেশন টেকনোলজি, কম্পিউটার সায়েন্স অ্যান্ড সিস্টেম ইঞ্জিনিয়ারিং, কম্পিউটিং ইন কম্পিউটিং, কম্পিউটিং ইন মাল্টিমিডিয়া, কম্পিউটিং ইন সফটওয়্যার, ইলেক্ট্রিক্যাল অ্যান্ড কম্পিউটার ইঞ্জিনিয়ারিং, ইলেক্ট্রনিক্স অ্যান্ড কম্পিউটার সায়েন্স, ইলেক্ট্রনিক্স অ্যান্ড কম্পিউটার ইঞ্জিনিয়ারিং, ম্যাথমেটিক্স অ্যান্ড কম্পিউটিং, কম্পিউটার ইঞ্জিনিয়ারিং (সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ারিং), কম্পিউটার সায়েন্স অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ারিং (নেটওয়ার্ক্স), ন্যানো সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজি, আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স, মেশিন লার্নিং, ডাটা সায়েন্স প্রোগ্রাম, ন্যানো টেকনোলজি, রোবোটিক্স অ্যান্ড অটোমেশন, অটোমেশন অ্যান্ড রোবোটিক্স-এর ডিগ্রি কিংবা এম.এসসি কম্পিউটার সায়েন্স, এম.এসসি. কম্পিউটার টেকনোলজি কোর্স পাশরা 'কম্পিউটার সায়েন্স অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ারিং /কম্পিউটার টেকনোলজি / এম.এসসি. কম্পিউটার সায়েন্স বা, ইনফর্মেশন টেকনোলজি' শাখার জন্য যোগ্য। শূন্যপদ : ৬টি।

ইলেক্ট্রনিক্স ইঞ্জিনিয়ারিং, পাওয়ার ইলেক্ট্রনিক্স অ্যান্ড ড্রাইভস, পাওয়ার ইলেক্ট্রনিক্স, পাওয়ার ইলেক্ট্রনিক্স অ্যান্ড ইন্সট্রুমেন্টেশন ইঞ্জিনিয়ারিং, ইলেক্ট্রনিক্স অ্যান্ড পাওয়ার ইঞ্জিনিয়ারিং, ডিজিটাল টেকনিক্স ফর ডিজাইন অ্যান্ড প্ল্যানিং, ইলেক্ট্রনিক্স সায়েন্স অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ারিং, ইলেক্ট্রনিক্স অ্যান্ড কন্ট্রোল সিস্টেমস, ইলেক্ট্রনিক্স অ্যান্ড ইলেক্ট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং, ইলেক্ট্রনিক্স ডিজাইন টেকনোলজি, ইলেক্ট্রনিক্স সিস্টেম ইঞ্জিনিয়ারিং, ইলেক্ট্রনিক্স টেকনোলজি, রেডিওফিজিক্স অ্যান্ড ইলেক্ট্রনিক্স, ইলেক্ট্রনিক্স অ্যান্ড বায়োমেডিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং, অপটিক্স অ্যান্ড অপ্টো ইলেক্ট্রনিক্স, ইলেক্ট্রনিক্স অ্যান্ড টেলিমেট্রিক ইঞ্জিনিয়ারিং, ইলেক্ট্রনিক্স অ্যান্ড টেলিকমিউনিকেশন, ইলেক্ট্রনিক্স অ্যান্ড টেলিকমিউনিকেশন ইঞ্জিনিয়ারিং (টেকনোলজিশিয়ান ইলেক্ট্রনিক রেডিও), ইলেক্ট্রনিক্স অ্যান্ড টেলিকমিউনিকেশনের ডিগ্রি কিংবা এম.এসসি. ইলেক্ট্রনিক্স অ্যান্ড টেলিকমিউনিকেশন, ইলেক্ট্রনিক্স অ্যান্ড কমিউনিকেশন, ইলেক্ট্রনিক্স অ্যান্ড ইলেক্ট্রিক্যাল কমিউনিকেশন, কমিউনিকেশন, অ্যাপ্লায়েড ইলেক্ট্রনিক্স অ্যান্ড কমিউনিকেশন, ইলেক্ট্রনিক্স অ্যান্ড কমিউনিকেশন, ইলেক্ট্রনিক্স অ্যান্ড কমিউনিকেশন ইঞ্জিনিয়ারিং (মাইক্রোওয়েভ), ইলেক্ট্রনিক্স অ্যান্ড কমিউনিকেশন (ইন্ডাস্ট্রি ইন্টিগ্রেটেড), অ্যাডভান্সড কমিউনিকেশন অ্যান্ড ইনফর্মেশন সিস্টেম, অ্যাডভান্সড ইলেক্ট্রনিক্স অ্যান্ড ইনফর্মেশন সিস্টেম, অ্যাডভান্সড ইলেক্ট্রনিক্স অ্যান্ড কমিউনিকেশন ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের ডিগ্রি কিংবা এম.এসসি.-কমিউনিকেশন ও এম.এসসি. মাইক্রো ইলেক্ট্রনিক্স অ্যান্ড অ্যাডভান্সড কমিউনিকেশন কোর্স পাশরা 'ইলেক্ট্রনিক্স অ্যান্ড টেলিকম, ইলেক্ট্রনিক্স অ্যান্ড কমিউনিকেশন, ফাইবার অপটিক্স, টেলিকমিউনিকেশন, মাইক্রো ইলেক্ট্রনিক্স অ্যান্ড মাইক্রোওয়েভ, অপ্টো ইলেক্ট্রনিক্স, স্যাটেলাইট কমিউনিকেশন' শাখার জন্য যোগ্য। শূন্যপদ : ৬টি।

ওপরের ওইসব শাখার এবছরের ফাইনাল পরীক্ষার্থীরাও আবেদনের যোগ্য। বয়স হতে হবে ১-৭-২০২৭'র হিসাবে ২০ থেকে ২৭ বছরের মধ্যে অর্থাৎ, জন্ম-তারিখ হতে হবে ১-৭-২০০০ থেকে ৩০-৬-২০০৭'এর মধ্যে। শরীরের মাপজোখ হতে হবে লম্বায় ১৫৭.৫ সেমি আর ওজন হতে হবে উচ্চতার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ। দৃষ্টিশক্তি দরকার ভালো চোখে ৬/৬ ও খারাপ চোখে ৬/১৮। শুরুতে ৪৯ সপ্তাহের ট্রেনিং শুরু আগামী বছর জুলাইয়ে। তখন স্টাইপেন্ড মাসে ৫৬,১০০ টাকা। সফল হলে লেফটেন্যান্ট পদে চাকরি। তখন মাইনে : ৫৬,১০০-১,৭৭,৫০০ টাকা।

প্রার্থী বাছাই করবে সার্ভিস সিলেকশন বোর্ড। শিক্ষাগত যোগ্যতায় পাওয়া নম্বরের ভিত্তিতে প্রাথমিক বাছাই প্রার্থীদের ইন্টারভিউয়ের 'কল লেটার' পাঠানো হবে। ইন্টারভিউ হবে এলাহবাদ, বেঙ্গালউরু ও ভোপালে। মোট ৫ দিনের এই পরীক্ষায় সাইকোলজি ওরিয়েন্টেড ইন্টেলিজেন্স টেস্ট, গ্রুপ টেস্ট ও ইন্টারভিউ হবে। এরপর ৩-৫ দিনের ডাক্তারি পরীক্ষা। ইন্টারভিউয়ে যাতায়াতের ভাড়া ফেরৎ পাবেন। পরীক্ষা সংক্রান্ত তথ্য ই-মেলে বা, এস.এম.এস.'এ জানানো হবে।

দরখাস্ত করবেন অনলাইনে, ২৯ অক্টোবরের মধ্যে। এই ওয়েবসাইটে : www.joinindianarmy.nic.in এজন্য বৈধ একটি ই-মেল আই.ডি. থাকতে হবে। অনলাইনে দরখাস্ত করার পর ২ কপি অ্যাপ্লিকেশন প্রিন্ট করে নেবেন। ইন্টারভিউয়ের সময় তখন যাবতীয় প্রমাণপত্রের মূল ও প্রিন্ট করা অ্যাপ্লিকেশন ফর্ম নিয়ে যাবেন। কোনো দরখাস্ত ডাকে পাঠাতে হবে না। আরো বিস্তারিত তথ্য পাবেন ওই ওয়েবসাইটে।

৩১,০১৩ GenAI বেসড UI/UX ডিজাইনার

১ পাতার পর

পদ : GenAI বেসড প্রোডাক্ট ডিজাইনার।

বিজ্ঞান শাখা নিয়ে উচ্চমাধ্যমিক পাশ ছেলেমেয়েরা আবেদন করতে পারেন। এছাড়াও, সায়েন্স গ্র্যাজুয়েটরাও আবেদনের জন্য যোগ্য। এর সঙ্গে কম্পিউটারের অ্যাডভান্সড ট্রেনিং থাকতে হবে। শুরুতে মাইনে হবে মাসে ৩৩,০০০/- - ৬৫,০০০/- টাকা।

উভয় পদে আবেদনের জন্য টেকনিক্যাল ব্যাকগ্রাউন্ডের কোনো প্রয়োজন নেই। বয়স হতে হবে ৩১.১০.২০২৬ এর হিসাবে ৩০ বছরের মধ্যে।

ট্রেনিং কত দিনের ও কোথা থেকে নেবেন : এই বিপুল সংখ্যক পোস্টে আবেদনের জন্য ঠিক কীভাবে নিজেকে তৈরি করলে, সামনের ৯ মাসের মধ্যে ভালো মাইনের চাকরি পাবেনই, তা জানতে আমরা কথা বলেছিলাম এই নিয়োগের দায়িত্বে থাকা রাজ্যের প্রথম সারির আইটি হিউম্যান আউটসোর্সিং সংস্থা 'ডিসান টেকনোলজি প্রাইভেট লিমিটেড'এর সঙ্গে। সংস্থার সিইও ও প্রতিষ্ঠাতা অর্ঘ্য দত্ত জানালেন, 'আমাদের রাজ্যে একমাত্র তথ্যপ্রযুক্তি (IT) ক্ষেত্রেই সারা বছর ধরে নিয়োগ চলে। শুধুমাত্র শেষ ৬ মাসেই (জানুয়ারি-জুন) রাজ্যের সিলিকন ভ্যালি তথা কলকাতার সল্টলেকের বিভিন্ন সংস্থায় কমবেশি ৬১,০০০ নিয়োগ হয়েছে। আর এই নিয়োগের বেশিরভাগটাই হয়েছে **GenAI based UI/UX Designer** ও **GenAI based Product Designer** এই ২ পদে।' এর কারণ কি? উত্তরে অর্ঘ্য বললেন যে, 'আজকের প্রযুক্তি নির্ভর দুনিয়ায় সবচেয়ে গুরুত্ব দেওয়া হয় ডিজাইনিংয়ের ক্ষেত্রে — তা সে অ্যাপই হোক বা ওয়েবসাইট। কথায় বলে, 'প্যাহলে দর্শনধারী, বাদ মে গুণ বিচারি'। অর্থাৎ ওয়েবসাইট বা অ্যাপ দেখে সাধারণ মানুষ যাতে আকৃষ্ট হয়, ডিজাইনারকে সবচেয়ে আগে সেটাই মাথায় রাখতে হবে। তবেই বাড়বে ইউজারের সংখ্যা। আর তবেই বাড়বে অ্যাপটির ডাউনলোডিং ট্র্যাফিকের পরিমাণ — যা অ্যাপটিকে গুগল প্লে স্টোর বা অ্যাপেল প্লে স্টোরে পপুলার করবে। আর এইখানেই লাগবে **UI/UX Designer.** অ্যাপের এই দেখনদারি কেমন হবে তা ঠিক করে দেবে ইউজার ইন্টারফেজ ডিজাইনার। অর্থাৎ অ্যাপ বা ওয়েবসাইটটি কেমন দেখতে হবে, কোথায় কোন রঙ থাকবে, কেমন হবে ডিজাইন, লেখায় কোন হরফ ব্যবহার করলে তা ডিজিটালি মানুষকে আকৃষ্ট করবে (অর্থাৎ পেজে বেশি সময় ধরে ইউজার থাকবে) — এই সব ধরনের টেকনিক্যাল ইনপুটস, পরিকল্পনাই করবে **UI/UX Designer.** অন্যদিকে আজকের যুগে দাঁড়িয়ে, এমন কোনো কোম্পানি নেই যেখানে **UI/UX Designer** লাগে না। একটা উদাহরণ দিলে ব্যাপারটা সহজেই বোঝা যাবে। আমাদের রাজ্যেই প্রত্যেক মাসে ৬০টি থেকে ৭০টি কোম্পানিতে কয়েকশো চাকরি হয়। অথচ আশ্চর্য এই যে, এখনও অনেক বেকার ছেলেমেয়েই এই বিষয়ে কিছুই জানে না। **UI (User Interface) / UX (User Experience) ডিজাইন জিনিসটা ঠিক কী?** UI ডিজাইন, অ্যাপ / ওয়েবসাইটের চেহারা (যেমন রঙ, ফন্ট, লেআউট) নিয়ে কাজ করে। আর UX ডিজাইন, ইউজার বা ব্যবহারকারীর অভিজ্ঞতাকে সহজ ও কার্যকর করে তোলে — যা Figma, Adobe XD-এর মত সফটওয়্যার বা ট্যুলস ব্যবহার করে ওয়্যারফ্রেমিং, প্রোটোটাইপিং ও ইউজার টেস্টিং শেখানো হয়। আবার এখনকার AI যুগে শুধুমাত্র UI/UX Designer থাকলেই হবে না — আবার ওই টিমে Product Designer ও থাকতে হবে। এখন এই **Product Designer**-এর কাজটা কি? একটা উদাহরণ দিলে ব্যাপারটা সহজেই বোঝা যাবে। ভাবুন, আপনাকে একটা ফুড ডেলিভারি অ্যাপ ডিজাইন করার কথা বলা হল। **UI/UX Designer**-রা ওই অ্যাপের আউটলুক অর্থাৎ রঙ, ফন্ট, লেআউট ইত্যাদি এমনভাবে তৈরি করল, যাতে সেটা খুবই আকর্ষনীয় হয়। কিন্তু এখানেই কাজ শেষ হয় না। অ্যাপটিকে কিভাবে জনপ্রিয় করা যায় — সেই গুরুত্বপূর্ণ ধাপটাই নির্ভর করে **Product Designer**-এর কাজের ওপর। **Product Designer** মূলত অ্যাপটির সর্বগ্রহণযোগ্যতা, জনপ্রিয়তা ও ইউজার ফ্রেন্ডলিনেস নিয়ে কাজ করে। সোজা বাংলায় বলতে গেলে Product Designer অ্যাপটি ব্যবহারের ক্ষেত্রে ইউজারের সমস্যা মেটাতে বা অ্যাপটির ফিচার কিরকম হবে বা অ্যাপটির ইউজার ফ্লো ও ওয়্যার ফ্রেমস, ইন্টারফেস ডিজাইন ও সর্বোপরি ডেভেলপার ও প্রোডাক্ট ম্যানেজারের সাথে সংযোগ স্থাপন করে অ্যাপটিকে সর্বাধিক জনপ্রিয় করার ক্ষেত্রে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। অর্থাৎ এক কথায় এই ট্রেনিংয়ের মাধ্যমে ওয়েব ও মোবাইল অ্যাপ ডিজাইন করার দক্ষতা অর্জন করা যায়। সোজা কথায় বলতে গেলে ডিজিটাল পন্যের মার্কেটিং এই ট্রেনিং ছাড়া সম্ভব নয় — তাই দেশ বিদেশের প্রতিটি কোম্পানিতে এই বিশেষ ধরনের স্কিল্ড প্রফেশনালসদের চাহিদা এত বেশি। সেইজন্য সারাবছর ধরে এই বিশেষ সেকশানের জন্য এত বেশি সংখ্যক লোক লাগে। naukri.com এর গত ১ বছরের ডেটা অ্যানালিসিস করে দেখা গেছে, যে যদি কোনো ছেলেমেয়ে ঠিকঠাক জায়গা থেকে গ্রাফিক্স ডিজাইনিংয়ের ট্রেনিং খুব মন দিয়ে শেখে, তাহলে রাজ্যের তথা দেশের নামিদামি সফটওয়্যার কোম্পানিতে ৬ মাসের মধ্যেই ভালো মাইনের চাকরি পাবেই।'

> **শুধুমাত্র উচ্চমাধ্যমিক যোগ্যতায় কোনো টেকনিক্যাল ব্যাকগ্রাউন্ড ছাড়াই ৯ মাসের মধ্যে বছরে ৩,০০,০০০ টাকা থেকে ৪,৮০,০০০ টাকা মাইনের চাকরি। প্রতি সপ্তাহে ৭০টি থেকে ৮০টি কোম্পানিতে এই ২ পদে কয়েকশো চাকরি**

এই পেশা বেছে নিতে হলে কোথা থেকে ট্রেনিং নিতে হবে?

উত্তরে অর্ঘ্যবাবু বললেন, 'রাজ্যের মধ্যে এখন আইটি ট্রেনিংয়ের জন্য ডিসান অ্যাকাডেমির নাম সবচেয়ে ওপরে। কারণ — (১) একমাত্র এখানেই GenAI বেসড UI/UX Designer ও Product Designer-এর ওপর আলাদাভাবে ট্রেনিং দেওয়া হয়। শুধুমাত্র **উচ্চমাধ্যমিক পাশ ছেলেমেয়ে অথবা কমার্স / আর্টস / বিজ্ঞান / বিজনেস অ্যাডমিনিস্ট্রেশন বা অন্য যেকোনো বিষয়ের নন-টেকনিক্যাল গ্র্যাজুয়েটরাও** এই ট্রেনিং নিতে পারবেন। সঙ্গে শুধুমাত্র কম্পিউটারের ওপর অ্যাডভান্সড কোর্স করা থাকলেই **কোনো ধরনের টেকনিক্যাল ব্যাকগ্রাউন্ড ছাড়াই,** যেকোনো মধ্য মেধার ছেলেমেয়ে আবেদনের জন্য যোগ্য। (২) এখানে ডিজাইনিংয়ের মধ্যে সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ সেকশন অর্থাৎ **'ইউজার ইন্টারফেজ (UI)'** (যে বিভাগে সারা বছর ধরে সবথেকে বেশি নিয়োগ হয়) এর ওপর আলাদাভাবে ট্রেনিং দেওয়া হয়। কোনো দ্রব্যের প্যাকেজিং-ই বলুন কিংবা যেকোনো ব্যানার, লিফলেটের ডিজাইন অথবা লোগো ডিজাইন — সব ব্যাপারেই লাগবে এই ধরনের প্রফেশনালসদের। অর্থাৎ ডিজিটালি যা কিছু কনটেন্ট লাগবে তা ডেভেলপ করতে হলে, বা প্রোডাক্টের ওপর লেখা কীরকম দেখতে হবে বা ডিজাইন কেমন হলে তা সহজেই সবার চোখ টানবে — তা শেখানো হয় এই ট্রেনিংয়ের মাধ্যমে। যা অন্য কোথাও আলাদাভাবে শেখানো হয় না। (৩) একমাত্র এখানেই **GenAI based UI/UX Designer** ও **GenAI based Product Designer** এর ওপর ৬ - ৯ মাসের অ্যাডভান্সড ট্রেনিং দেওয়ার পর রাজ্যের প্রথম সারির সফটওয়্যার কোম্পানিতে ৩ মাসের ইন্টার্নশিপ করানো হয়। এইসময় ছেলেমেয়েদের স্টাইপেন্ড হিসাবে মাসে ১০,০০০ থেকে ১২,০০০ টাকা দেওয়া হয়। (৪) এছাড়াও একমাত্র এখানেই GenAI বেসড ওয়েব ডিজাইনিংয়ের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ টুলস ChatGPT, Gemini, Claude মডেল দেশের সেরা সেরা AI বেসড প্রফেশনালসদের দিয়ে শেখানো হয়। তাই এখান থেকে পাশ করা ছেলেমেয়েরা, দেশের প্রথম সারির আইটি কোম্পানিতে সহজেই চাকরি পায়। (৫) একমাত্র এই প্রতিষ্ঠানেই UI / UX ডিজাইনিংয়ের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ফিচার যেমন **'Interactive Element', 'Minimalistic & Clean Design', 'Customised Mobile Friendly Design', 'Contrasting Colour'**-এর ব্যবহার আলাদাভাবে শেখানো হয়। আবার প্রোডাক্ট ডিজাইনিংয়ের ক্ষেত্রে এই ইন্ডাস্ট্রির সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ফিচার যেমন **'Understand the problem', 'Research Users', 'Create User Flows', 'Develop Wireframes', 'Design UI', 'Build Prototypes', 'Launch', 'Measure & Improve'** এর ব্যবহার বিশেষভাবে শেখানো হয়। ফলে এখানকার ছেলেমেয়েরা কেরিয়ারের শুরুতেই ইন্ডাস্ট্রির সেরা সেরা ডিজাইনিং কোম্পানি থেকে আলাদাভাবে অফার পায় — যা অন্য কোথাও ভাবাই যায় না। (৬) এটি রাজ্যের একমাত্র আইটি লার্নিং সংস্থা, যেখানে ওয়েব ডিজাইনিংয়ের ওপর AI Prompting Tools (Figma AI, Galileo AI, FramerAI, Notion AI, MiroAI) এর ব্যবহার দেশের সেরা সেরা AI Modulator-দের থেকে শেখানো হয়। এছাড়াও এখানে ওয়েব ডিজাইনিংয়ের জন্য ইন্ডাস্ট্রির সবচেয়ে মডিফায়েড ও আপডেটেড AI সফটওয়্যারে কাজ শেখানো হয়, যা অন্য কোথাও ভাবাই যায় না। (৭) আমাদের ট্রেনিংয়ে Figma, Sketch, Adobe PS, Squarespace, Adobe Dreamweaver, Adobe Illustrator, Canva, Adobe XD, Adobe Primier Pro, Adobe After Effects, Relume, Midjourney, Uizard এর মতো অত্যন্ত উন্নত ও আপডেটেড সফটওয়্যারে কাজ শেখানো হয়। এছাড়াও, এই কোর্সের মধ্যে এই ট্রেন্ডের সবচেয়ে মডিফায়েড মডিউল যেমন, Shopify, Wix বা Webflow -র মতো আইটি ইন্ডাস্ট্রির সবচেয়ে চালু ও উন্নত Drag & Drop HTML builder-এ কাজ শেখানো হয় — যা আমাদের রাজ্যে আর কোথাও ভাবাই যায় না। (৮) এছাড়াও এখানে ইন্ডাস্ট্রির সবচেয়ে উন্নত **১০টির ওপর AI বেসড Prompt Command Tools** শেখানো হয়। অর্থাৎ এখান থেকে পাশ করলে যাতে ইন্ডাস্ট্রিতে সবথেকে ভালো মাইনের অফার পায়, তা নিশ্চিত করা হয়। তাই এখানে অনেকেই ট্রেনিং শেষে একসঙ্গে ২-৩টি অফার লেটার হাতে পায়। (৯) একমাত্র এখানেই GenAI বেসড UI / UX ডিজাইনিং ও প্রোডাক্ট ডিজাইনিং একসঙ্গে শিখে 'কেরিয়ার এনহ্যান্সমেন্টে'র অভিনব সুযোগ আছে। অর্থাৎ, এখানে যাঁরা **UI / UX** ডিজাইনিং (শুরুতে মাইনে ১২,০০০/- - ১৫,০০০/- টাকা) ট্রেনিং-এর থেকে আরো ভালো প্যাকেজের চাকরি চান, তাঁরা **প্রোডাক্ট ডিজাইনিং** ট্রেনিংও নিতে পারেন (তখন মাইনে হবে ৩৩,০০০/- - ৬৫,০০০/- টাকা) — এই সুযোগ অন্য কোথাও পাবেন না। এছাড়াও এই ট্রেনিং নেওয়া থাকলে ইন্ডাস্ট্রিতে আপনার কদর অনেকটাই বেড়ে যাবে। কারণ আপনি তখন, 'UI / UX ডিজাইনার' অথবা 'প্রোডাক্ট ডিজাইনার' দু'ভাবেই, যেকোনো বড় কর্পোরেট বা আইটি সংস্থায় উঁচু পদের জন্য সহজেই আবেদন করতে পারবেন। (১০) এখানে টেকনিক্যাল ব্যাকগ্রাউন্ড নেই অর্থাৎ শুধুমাত্র উচ্চ মাধ্যমিক বা গ্র্যাজুয়েটপাশ ছেলেমেয়েদের জন্য আলাদাভাবে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। তাদের জন্য **'No Code, Low Code'** এর মতো অভিনব কারিকুলাম করা আছে, যাতে তারা খুব সহজেই এই ট্রেনিং নিতে পারে। (১১) আমাদের সঙ্গে দেশের ও রাজ্যের প্রথম সারির সফটওয়্যার কোম্পানিগুলির এমনভাবে স্ট্র্যাটেজিক টাই আপ করা আছে যে, এখান থেকে ইন্টার্নশিপ শেষ হলে চাকরির জন্য কেউ বসে থাকে না। শুরুতেই মাইনে হয় মাসে ২৫,০০০ থেকে ৩৫,০০০ টাকা। (১২) আইটি ইন্ডাস্ট্রির ক্ষেত্রে সবচেয়ে ভালো প্যাকেজ পাওয়া যায় যদি প্রার্থীর কাছে গ্লোবাল সার্টিফিকেশন থাকে। এক্ষেত্রেও এই প্রতিষ্ঠানের সাথে গ্লোবাল টেক জায়েন্ট Shopify এর মতো কোম্পানি স্ট্র্যাটেজিক পার্টনারশিপ টাই আপ থাকায় এখান থেকে পাশ করলে Shopify Global Partnership Certification এর মতো গুরুত্বপূর্ণ সার্টিফিকেট পাওয়া যায়। ফলে এখানকার ছেলেমেয়েরা ট্রেনিং পিরিয়ডেই বেঙ্গালউরু বা হায়দরাবাদের মতো জায়গায় বহুজাতিক আইটি ও সফটওয়্যার সংস্থায় ভালো প্যাকেজের চাকরি সহজেই পায়। অর্থাৎ এখান থেকে পাশ করলে যাতে ইন্ডাস্ট্রিতে সবথেকে ভালো মাইনের অফার পায় তা নিশ্চিত করা হয়। তাই এখানে অনেকেই ট্রেনিং শেষে একসঙ্গে ২-৩টি অফার লেটার হাতে পায়। (১৩) আমাদের এখানে সেরা সেরা **GenAI based UI/UX Designer** ও **GenAI based Product Designer**'রাই ফ্যাকাল্টি বা মেন্টর হিসাবে আছেন, যাতে এখানকার ছেলেমেয়েরা সবথেকে ভালো ইন্ডাস্ট্রি ওরিয়েন্টেড প্রফেশনাল ট্রেনিং পায়। (১৪) এই ট্রেনিংয়ে ইন্ডাস্ট্রির সেরা সেরা এক্সপার্টরাই এখানকার কোর্স মডিউল তৈরি করে। এই আপডেটেড মডিউলে নিজেদেরকে ট্রেইন্ড করে এখানকার ছেলেমেয়েরা UI/UX ডিজাইনার ও প্রোডাক্ট ডিজাইনার হিসাবে ইন্ডাস্ট্রিতে নিজেদেরকে প্রতিষ্ঠিত করতে পারে। (১৫) আমাদের এখানে বিশেষভাবে 'Work on Live Projects' করানো হয় — যা চাকরির বাজারে এখানকার ছেলেমেয়েদের অ্যাকসেপটেন্স অনেকটাই বাড়িয়ে দেয়। (১৬) এখানে স্পেশালাইজড ডেমো ক্লাসের ব্যবস্থা আছে। যা আইটি বা সফটওয়্যার কোম্পানিগুলিতে ইন্টারভিউ দেওয়ার সময় বিশেষভাবে কাজে লাগে। (১৭) এখানকার কোর্স ফি ইন্ডাস্ট্রির মধ্যে সবথেকে কম। এছাড়াও মাসিক ইনস্টলমেন্টের ব্যবস্থা আছে।' (১৮) এছাড়াও,যোগ্য প্রার্থীদের জন্য কোর্স ফি'র (পুরোটা একসাথে জমা দিলে) ওপর ৫০% স্কলারশিপের ব্যবস্থা আছে। এই স্কলারশিপ পাওয়া যাবে ১০.১০.২০২৬ পর্যন্ত। তাই উচ্চমাধ্যমিক পাশ করে ঘরে বসে না থেকে এই রাজ্যেই মাসে ভালো পে-প্যাকেজ অর্থাৎ ২৫,০০০ থেকে ৩৫,০০০ টাকা মাইনের চাকরি পেয়ে ৬ থেকে ৯ মাসের মধ্যে নিজেদেরকে প্রতিষ্ঠিত করতে আজই যোগাযোগ করুন এই নম্বরে- 9429691888 অথবা চলে আসুন এই ঠিকানায় — Desun Academy, Ambuja Neotia Eco Station, BP Block (11th Floor), Salt Lake, Kolkata, West Bengal 700091.

কানাড়া ব্যাঙ্কে ৩,৫০০

১ পাতার পর

ত্রিপুরা ৮টি (জেনাঃ ৫, তঃজাঃ ১, তঃউঃজাঃ ২)। অসম ৪২টি (জেনাঃ ২০, তঃজাঃ ২, তঃউঃজাঃ ৫, ও.বি.সি. ১১, ই.ডব্লু.এস. ৪)। বিহার ১২২টি (জেনাঃ ৫৮, তঃজাঃ ১৯, তঃউঃজাঃ ১, ও.বি.সি. ৩২, ই.ডব্লু.এস. ১২)। ওড়িশা ১০৪টি (জেনাঃ ৪৪, তঃজাঃ ১৬, তঃউঃজাঃ ২২, ও.বি.সি. ১২, ই.ডব্লু.এস. ১০)। ঝাড়খন্ড ৭৪টি (জেনাঃ ৩২, তঃজাঃ ৮, তঃউঃজাঃ ১৯, ও.বি.সি. ৮, ই.ডব্লু.এস. ৭)। সিকিম ৪টি (জেনাঃ)। চন্ডীগড় ৬টি, ছত্তিশগড় ৩৯টি, দাদরা ও নগর হাভেলি অ্যান্ড দমন ও দিউ ১টি, দিল্লি ৯৩টি, গোয়া ২৫টি, গুজরাত ৮৯টি, হরিয়ানা ১১৪টি, হিমাচল প্রদেশ ২৩টি, জম্মু ও কাশ্মীর ১৬টি, কর্ণাটক ৫৮১টি, কেরলম ২৪০টি, লাক্ষাদ্বীপ ৪টি, মধ্য প্রদেশ ১১০টি, মহারাষ্ট্র ২০৫টি, মণিপুর ৩টি, মেঘালয় ৫টি, মিজোরাম ২টি, নাগাল্যান্ড ৪টি, পুদুচেরী ৪টি, পঞ্জাব ৯৬টি, রাজস্থান ৯৬টি, তামিলনাড়ু ৩৯১টি, তেলেঙ্গানা ১৩৪টি, উত্তর প্রদেশ ৪০৯টি, উত্তরাখন্ড ৪৮টি, আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ ৪, আন্ধ্রা প্রদেশ ২৪৭, অরুণাচল প্রদেশ ৫, লাদাখ ১।

প্রার্থী বাছাই হবে মেধার ভিত্তিতে। শিক্ষাগত যোগ্যতায় ন্যূনতম ৬০% (তপশিলী, প্রতিবন্ধী হলে ৫৫%) নম্বর ধরে মেধা তালিকা তৈরি হবে। প্রয়োজনে টেস্ট হতে পারে। এরপর সার্টিফিকেট ভেরিফিকেশন ও লোকাল ল্যাঙ্গোয়েজ টেস্ট হবে।

দরখাস্ত করবেন অনলাইনে, ১৭ অক্টোবর পর্যন্ত। এই ওয়েবসাইটে : www.canarabank.com, www.nats.education.gov.in

এজন্য বৈধ একটি ই-মেল আই.ডি. থাকতে হবে। এছাড়াও পাশপোর্ট মাপের ফটো, লেফট থাম্ব ইমপ্রেশন ও সিগনেচার স্ক্যান করে নেবেন জে.পি.জি. বা, জে.পি.ই.জি. ফর্ম্যাটে। ফটো রঙিন হতে হবে ও ফটো ২০০×২৩০ পিক্সেল হতে হবে। সিগনেচার ১৪০×৬০ পিক্সেল হতে হবে। ফটো ও সিগনেচার ২০০ ডি.পি.আই.'তে স্ক্যান করবেন। এছাড়াও নিচের এই প্যারাগ্রাফটি নিজের হাতে লিখে স্ক্যান করে নেবেন : 'I....... (Name of the candidate), hereby declare that all the information submitted by me in the application form is correct, true and valid. I will present the supporting documents as and when required'. প্রথমে ওপরের ওই ওয়েবসাইটে গিয়ে যাবতীয় তথ্য দিয়ে সাবমিট করলেই নাম রেজিস্ট্রেশন হয়ে যাবে। তারপর পরীক্ষা ফী বাবদ ৫০০ (তপশিলী ও প্রতিবন্ধীদের ফী লাগবে না) টাকা অনলাইনে জমা দিতে হবে। আরো বিস্তারিত তথ্য ওপরের ওই ওয়েবসাইটে পাবেন।

ও.বি.সি সংরক্ষণ কমায়

১ পাতার পর

বাতিল হল। যাঁরা সুপারিশপত্র পেয়েছিলেন, সেটিও বাতিল হল। সবচেয়ে বেশি নাম বাদ গেছে বায়োলজিক্যাল সায়েন্স, রাষ্ট্রবিজ্ঞান ও এডুকেশন বিষয়ে।

স্কুল সার্ভিস কমিশন ২৮ সেপ্টেম্বর একাদশ-দ্বাদশ শ্রেণির সংশোধিত তালিকা প্রকাশ করেছে। ওই তালিকায় ও.বি.সি. সংরক্ষণ ১৭% থেকে কমিয়ে ৭% করা হয়েছে। এর ফলে একদিকে যেমন অনেক ও.বি.সি. প্রার্থীর নাম বাদ পড়েছে, তেমনি অনেক জেনারেল ক্যাটেগরি প্রার্থীর নাম নতুন করে যোগ হয়েছে। অর্থাৎ কেউ চাকরি হারাল, কেউ চাকরি পেল। নতুন যে তালিকা বেরিয়েছে, তাতে নতুন যে সব প্রার্থীদের নাম অন্তর্ভুক্ত হয়েছে, তাঁদের ইন্টারভিউ দিতে হবে। তবে আগে যাঁরা ইন্টারভিউ দিয়েছিলেন ও যাঁদের নাম আগের তালিকাতে ছিল আর নতুন তালিকাতেও আছে, তাঁদের আর ইন্টারভিউ দিতে হবে না। কিংবা যাঁদের আগে ইন্টারভিউ হয়েছিল, কিন্তু তালিকায় নাম ছিল না, তাঁদের নাম নতুন তালিকায় এলেও তাঁদের নতুন করে আর ইন্টারভিউ দিতে হবে না। নতুন তালিকা থেকে ২,৭৮০ জন প্রার্থীর নাম বাদ পড়েছে। অন্যদিকে ২,৭৮৪ জন প্রার্থীর নাম যোগ হয়েছে।

অন্যদিকে, নবম-দশম শ্রেণির জন্য নতুন করে ইন্টারভিউয়ের তালিকা বেরোবে। সেই তালিকাতেও ও.বি.সি. সংরক্ষণ ১৭% থেকে কমিয়ে ৭% করা হবে। তালিকা বেরোনোর পরই ইন্টারভিউ শুরু হবে।

সাধারণ জ্ঞান

এখন সব রকমের চাকরির পরীক্ষায় সাধারণ জ্ঞান বিষয়ে প্রশ্ন আসছেই। দুঃখের কথা এ নিয়ে যতটা গুরুত্ব দেওয়া উচিত ছেলেমেয়েরা ততটা দেয় না। কেন? কারণ হিসাবে তারা বলছে এতবড় সিলেবাস, কোথা থেকে কী প্রশ্ন আসবে? কী ধরণের প্রস্তুতি নিলে সাধারণ জ্ঞান বিষয়েও কমন পাওয়া যাবে তা বুঝে ওঠা প্রায় অসম্ভব। এই সমস্যা সমাধানে এবার থেকে সাধারণ জ্ঞানের বিষয়ভিত্তিক ব্যাপারে জোর দিয়ে চাকরির উপযোগী পুরোপুরি নতুন ধরনের সম্ভাব্য প্রশ্নোত্তরের সেট দেওয়া হচ্ছে।

সাধারণ বিজ্ঞান

১। 'সরল পেরিস্কোপ'এ আলোর কোন নীতিকে কাজে লাগানো হয় — প্রতিফলন।

২। নাইক্রোম ও জার্মান সিলভার সংকর ধাতুতে কোন মৌলটি থাকবেই — নিকেল।

৩। কোন জাতীয় খাদ্যে তাপনমূল্য সবথেকে বেশি — অ্যামাইনো অ্যাসিড।

৪। ব্যাঙের শিকার ধরা কোন ধরনের প্রতিবর্ত ক্রিয়া — জটিল প্রতিবর্ত ক্রিয়া।

৫। তড়িৎ লেপন পদ্ধতিতে লোহার ওপর কোন ধাতুর প্রলেপ দেওয়া হয় — জিঙ্ক (প্রতীক - Zn, পারমাণবিক সংখ্যা - 30)।

৬। সব অ্যাসিডে কোন উপাদানটি অবশ্যই থাকবে — হাইড্রোজেন (প্রতীক - H, পারমাণবিক সংখ্যা - 1)।

৭। বায়ুমণ্ডলে কোন উপাদান অতিবেগুনি রশ্মিকে শোষণ করে — ওজন গ্যাসের স্তর।

৮। সিনেমার পর্দায় কোন ধরনের প্রতিফলন দেখা যায় — বিক্ষিপ্ত প্রতিফলন।

ইতিহাস

৯। 'এশিয়াটিক সোসাইটি অফ বেঙ্গল'এর প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন — স্যার উইলিয়াম জোন্স (১৭৮৪ সালের ১৫ জানুয়ারি)।

১০। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কমিশন, যা 'স্যাডলার কমিশন' নামেও পরিচিত। এটি কোন সালে প্রতিষ্ঠিত হয় — ১৯১৭ (এর চেয়ারম্যান স্যার মাইকেল স্যাডলার'এর নামানুসারে এটির নাম রাখা হয়েছিল)।

১১। আল্লুরি সীতারাম রাজু ভারতের কোন রাজ্যের আদিবাসী স্বাধীনতা সংগ্রামী ছিলেন — আন্ধ্রা প্রদেশ।

১২। কার অধীনে ১৮ শতকে বাংলা ধীরে ধীরে মোগল নিয়ন্ত্রণ থেকে বিচ্ছিন্ন হয় — মুর্শিদকুলী খান।

১৩। বিজাপুর রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন — ইউসুফ আদিল শাহ (১৪৯০ সালে)।

১৪। মৌর্য যুগে মুদ্রাধ্যক্ষের দায়িত্ব কী ছিল — পাসপোর্ট ইস্যু করা।

১৫। ভারতীয় ইতিহাসের কোন যুগে শূন্য ও দশমিক সংখ্যা পদ্ধতি উদ্ভাবিত হয়েছিল — গুপ্ত।

ভূগোল

১৬। 'মাতাতিলা জলবিদ্যুৎ প্রকল্প'টি কোন নদীর ওপর অবস্থিত — উত্তর প্রদেশের বেতোয়া নদী।

১৭। ভারতের কোন রাজ্যকে 'চিনির বাটি' বলা হয় — উত্তর প্রদেশ।

১৮। ভারতবর্ষের মাঝখান দিয়ে যে অক্ষাংশ গেছে, তার নাম কী — কর্কটক্রান্তি রেখা।

১৯। কোন ধরনের মাটিতে অতিরিক্ত গরমের সময় গভীর ফাটল সৃষ্টি হয় — কৃষ্ণ মৃত্তিকা।

২০। রবার চাষ কোথায় দেখা যায় — উষ্ণ বনাঞ্চলে।

২১। কোন শিল্পকে 'উদীয়মান শিল্প' বলা হয় — পেট্রোরসায়ন শিল্প।

২২। ভারতে প্রথম আদমসুমারি হয় কত সালে — ১৮৭২।

২৩। সমুদ্রে ঢেউ সংঘটিত হয় কিসের কারণে — সূর্য ও চন্দ্রের যৌথ প্রভাবে।

অর্থনীতি

২৪। এবছরের ২৫ আগস্ট ভারতের ইউপিআই কত বছর পূর্ণ করেছে — ১০ বছর (২০১৬ সালে ইউপিআই চালু হয়েছিল)।

২৫। 'বিশ্বব্যাঙ্ক'এর নতুন মুখ্য অর্থনীতিবিদ হিসাবে নিযুক্ত হলেন কে — নোবেলজয়ী মার্কিন অর্থনীতিবিদ মাইকেল ক্রেমার।

২৬। কোন দেশের ব্যাঙ্ক তাদের সুদের হার ২৫ বেসিস পয়েন্ট বাড়িয়ে ১% ১.২৫% করেছে — ব্যাঙ্ক অফ জাপান (এর ফলে জাপানে সুদের হার ৩১ বছরের মধ্যে সর্বোচ্চ স্তরে পৌঁছেছে)।

২৭। এবছরের ১ এপ্রিল থেকে ১৭ সেপ্টেম্বরের মধ্যে ভারতের নিট প্রত্যক্ষ কর সংগ্রহ ১৩% বেড়ে মোট কত হয়েছে — ১২.১২ লাখ কোটি টাকারও বেশি।

২৮। কোন ভারতীয় ফিনটেক কোম্পানি সংযুক্ত আরব আমিরশাহীতে তাদের প্রথম স্থানীয় আন্তর্জাতিক কার্যক্রম শুরু করছে — ফোনপে।

সাম্প্রতিক ঘটনা

২৯। 'বিশ্বব্যাঙ্ক' ও 'এস অ্যান্ড পি গ্লোবাল মার্কেট ইন্টেলিজেন্স'এর তরফ থেকে যৌথভাবে প্রকাশিত 'কন্টেইনার পোর্ট পারফরম্যান্স ইনডেক্স ২০২৫'এ, ভারতের সেরা কন্টেইনার বন্দর হিসাবে স্বীকৃতি পেল কোন বন্দর — জওহরলাল নেহরু বন্দর কর্তৃপক্ষ।

৩০। কোন রাজ্যের ঐতিহ্যবাহী আদিবাসী তারযুক্ত বাদ্যযন্ত্র 'সারিন্দা' জিআই ট্যাগ পেল — ত্রিপুরা।

৩১। প্রথম ভারতীয় বংশোদ্ভুত বিজ্ঞানী হিসাবে, ২০২৫ সালে পদার্থবিজ্ঞানে

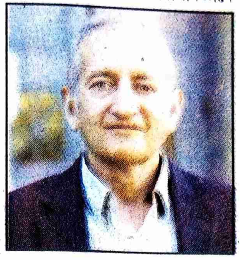

মর্যাদাপূর্ণ 'উলফ পুরস্কার' পেলেন কে — জৈনেন্দ্র কে.জৈন।

৩২। সরকারি স্কুল ও জুনিয়র কলেজগুলির প্রাক-প্রাথমিক থেকে দ্বাদশ শ্রেণির শিক্ষার্থীদের জন্য 'প্রাতরাশ ও দুগ্ধ প্রকল্প' চালু করল কোন রাজ্য — তেলেঙ্গানা।

৩৩। 'ইউটিউব'এ আয়োজিত সবথেকে বড় গ্লোবাল লাইভ যোগ সেশনের সম্প্রচারের জন্য 'গিনেস ওয়ার্ল্ড রেকর্ড' গড়ল কোন কেন্দ্রীয় মন্ত্রক — আয়ুশ মন্ত্রক (লাইভ সেশন চলার সময় সর্বোচ্চ ৪,৩৫,৮৩১ জন দর্শক একসঙ্গে অনলাইনে এই যোগব্যায়ামটি প্রত্যক্ষ করেছেন)।

৩৪। স্লোভাকিয়ার সর্বোচ্চ রাষ্ট্রীয় সম্মান 'দ্য অর্ডার অফ দ্য হোয়াইট ডাবল ক্রস'এ ভূষিত হলেন কে — ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী (ভারত ও স্লোভাকিয়ার মধ্যে দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক জোরদার আর আন্তর্জাতিক পর্যায়ে ভারতের ক্রমবর্ধমান ভাবমূর্তির স্বীকৃতি হিসাবে তাঁকে এই সম্মান দেওয়া হয়েছে)।

৩৫। বিশ্বের প্রথম ব্রেইন চিপ 'নিও' অনুমোদন করল কোন দেশ — চিন (এটিই প্রথম চিপ, যা বাণিজ্যিকভাবে বিক্রির ছাড়পত্র পেয়েছে)।

৩৬। উত্তর প্রদেশের জেওয়ারে অবস্থিত 'নয়ডা আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর' থেকে কার্যক্রম পরিচালনাকারী প্রথম বিমান সংস্থা কোনটি — ইন্ডিগো।

৩৭। এবছর ৫২ তম 'জি-৭ সম্মেলন' কোথায় হয়েছে — ফ্রান্সের এভিয়ান (১৫ থেকে ১৭ জুন)।

৩৮। শ্রীলঙ্কার কলম্বোর ঐতিহাসিক গল ফেস গ্রিনে একসঙ্গে মোট কতজন ভরতনাট্যম নৃত্যশিল্পীর পরিবেশনা 'সর্ববৃহৎ ভরতনাট্যম নৃত্য প্রশিক্ষণ'এর জন্য 'গিনেস ওয়ার্ল্ড রেকর্ড' গড়েছে — ৪,৯৮৮ জন।

৩৯। শ্রম পরিসংখ্যান বিষয়ক উচ্চ-পর্যায়ের কারিগরি বিশেষজ্ঞ কমিটির চেয়ারম্যান হিসাবে নিযুক্ত হলেন কে — প্রখ্যাত অর্থনীতিবিদ অধ্যাপক আলাখ এন.শর্মা।

৪০। ১০০% ইথানল চালুতে অনুমোদন দিল কোন দেশ — ভারত।

৪১। 'আন্তর্জাতিক পরিবার রেমিট্যান্স দিবস' কবে পালিত হয় — ১৬ জুন।

৪২। 'আন্তর্জাতিক পিকনিক দিবস' কবে পালিত হয় — ১৮ জুন।

৪৩। এই প্রথমবার ২০২৬ সালে ১৪ তম 'মিস গ্র্যান্ড ইন্টারন্যাশনাল' আয়োজন করতে চলেছে কোন দেশ — ভারত।

৪৪। কোন রাজ্যের রাজকোট জেলার ঐতিহ্যবাহী ও শতাব্দী প্রাচীন কাঠের হস্তশিল্প 'জাসদান পাতারি' জিআই ট্যাগ পেল — গুজরাত।

৪৫। বিশ্বখ্যাত পর্যটন পত্রিকা 'টাইম আউট'এর তরফ থেকে প্রকাশিত 'বিশ্বের সেরা ২০টি শিল্প ও সংস্কৃতি সমৃদ্ধ শহর'এর তালিকায় ভারতের একমাত্র শহর হিসাবে ১৮ তম স্থানে জায়গা করে নিল কোন শহর — জয়পুর।

৪৬। ২০২৬-'২৭ মেয়াদের জন্য, 'সেলুলার অপারেটরস অ্যাসোসিয়েশন অফ ইন্ডিয়া'র চেয়ারপার্সন হিসাবে নিযুক্ত হলেন কে — রাহুল ভাটস।

৪৭। প্রথম ভারতীয় হিসাবে, 'ফিনান্সিয়াল অ্যাকশন টাস্ক ফোর্স'এর ভাইস প্রেসিডেন্ট হিসাবে নিযুক্ত হলেন কে — বিবেক আগরওয়াল।

৪৮। এখনও পর্যন্ত বিশ্বের সবথেকে বেশি বয়সি স্থলচর প্রাণী ও ইতিহাসের সবথেকে দীর্ঘজীবী কচ্ছপ হিসাবে স্বীকৃতি পেল 'সেন্ট হেলেনা' দ্বীপের 'জোনাথন' নামের একটি সেশেলস জায়ান্ট কচ্ছপ। জোনাথনের বয়স এখন কত — ১৯৪ বছর।

৪৯। ২০২৬-২০৩৫ মেয়াদের জন্য, 'আন্তর্জাতিক সমুদ্র আইন ট্রাইব্যুনাল'এর বিচারপতি হিসাবে নিযুক্ত হলেন কে — অধ্যাপক ড.বিমল এন.প্যাটেল।

৫০। কোথায় ভারতের প্রথম বাণিজ্যিক স্তরের কয়লা থেকে অ্যামোনিয়াম নাইট্রেট প্রকল্পের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী — ওড়িশার ঝাড়সুগুড়া জেলার লখনপুর।

৫১। 'ইন্টেলিজেন্স ব্যুরো'র ডিরেক্টর হিসাবে নিযুক্ত হলেন কে — মহেশ দীক্ষিত।

৫২। কোথায় বিশ্বের প্রথম পারমাণবিক শক্তি চালিত হাইড্রোজেন উৎপাদন কেন্দ্র চালু করল ভারত — তামিলনাড়ুর কালপক্কমে অবস্থিত 'ইন্দিরা গান্ধী সেন্টার ফর অ্যাটমিক রিসার্চ'এ।

৫৩। ভেনেজুয়েলায় ব্যাপক ভূমিকম্পের পর সহায়তার জন্য 'অপারেশন আমিস্তাদ' চালু করল কোন দেশ — ভারত।

৫৪। কলম্বিয়ার প্রেসিডেন্ট এখন কে — আবেলার্দো দে লা এসপ্রিলা।

৫৫। যুক্তরাজ্যের পার্লামেন্টের হাউস অফ লর্ডসে মর্যাদাপূর্ণ 'গ্লোবাল প্রেস্টিজ পুরস্কার'এ ভূষিত হলেন কে — 'বিহার ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশন'এর প্রেসিডেন্ট হর্ষ বর্ধন।

৫৬। এবছর দ্বিতীয় 'প্যাক্স সিলিকা' সম্মেলন কোথায় হয়েছে — মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ওয়াশিংটন ডি.সি (২৫-২৬ জুন)।

৫৭। দেশের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ শহর ও অর্থনৈতিক কেন্দ্রকে সংযুক্ত করতে ক'টি নয়া বুলেট ট্রেন বা হাই-স্পিড রেল করিডরের অনুমোদন দিল কেন্দ্রীয় সরকার — ৭টি।

৫৮। এবছর ৬৭ তম 'টপ৫০০ সুপারকম্পিউটার র‌্যাঙ্কিংস'এ, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের 'এল ক্যাপিতান'কে পিছনে ফেলে বিশ্বের সবথেকে শক্তিশালী সুপারকম্পিউটার সিস্টেমের খেতাব জিতল কোন দেশের 'লাইনশাইন' — চিন।

৫৯। 'ন্যাশনাল ইনভেস্টিগেশন এজেন্সি'র ইন্সপেক্টর জেনারেল হিসাবে নিযুক্ত হলেন কে — সুন্দররাজ পাত্তিলিঙ্গম।

৬০। ভারতের প্রথম বিশ্ববিদ্যালয় হিসাবে 'ব্যুরো অফ ইন্ডিয়ান স্ট্যান্ডার্ডস'এর তরফ থেকে একইসঙ্গে ৪টি মর্যাদাপূর্ণ আইএসও সার্টিফিকেশন পেল কারা — হায়দরাবাদের 'ওসমানিয়া বিশ্ববিদ্যালয়' (শিক্ষা, পরিবেশ, শক্তি ও খাদ্য নিরাপত্তার মতো গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রে বিশ্বমানের মানদণ্ড বজার রাখার জন্য তাদের এই স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে)।

৬১। কোন রাজ্য আনুষ্ঠানিকভাবে একটি পাওয়ার-সারপ্লাস রাজ্যে পরিণত হয়েছে — ঝাড়খণ্ড (রাজ্যের রামগড় জেলায় অবস্থিত 'পাত্রাতু বিদ্যুৎ উৎপাদন নিগম লিমিটেড'এর ৮০০ মেগাওয়াট ক্ষমতাসম্পন্ন দ্বিতীয় ইউনিটটির বাণিজ্যিক কার্যক্রম শুরু হওয়ায় এই মাইলফলক অর্জন সম্ভব হয়েছে)।

৬২। কোন রাজ্যের ময়ূরভঞ্জ জেলার রায়রাংপুরে একটি আন্তর্জাতিক মানের ক্রীড়া স্টেডিয়াম উদ্বোধন করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী — ওড়িশা।

৬৩। উরুগুয়ে প্রজাতন্ত্রে, ভারতের পরবর্তী রাষ্ট্রদূত হিসাবে নিযুক্ত হলেন কে — ড.বিনয় জর্জ।

৬৪। দেশীয় প্রযুক্তিতে তৈরি অ্যান্টি-ট্যাঙ্ক মিসাইল সিস্টেম 'হেলিনা'কে আরও শক্তিশালী করার লক্ষ্যে একটি বড় পদক্ষেপ হিসাবে, কোন সংস্থাকে ১,৩৪৭.৭১ কোটি টাকার একটি বরাত দিল 'হিন্দুস্তান অ্যারোনটিক্স লিমিটেড' — ভারত ডায়নামিক্স লিমিটেড।

৬৫। ২০২৫ সালের মধ্যে বিশ্বের শীর্ষস্থানীয় জাহাজ পুনর্ব্যবহারযোগ্য দেশে পরিণত হয়েছে কোন দেশ — ভারত।

৬৬। সরকারি হাসপাতালে জন্ম নেওয়া প্রতিটি নবজাতককে এক গ্রাম ওজনের একটি সোনার আংটি উপহার দেবে কোন রাজ্য — তামিলনাড়ু।

৬৭। কাকে 'হোয়াটসঅ্যাপ'এর নতুন

গ্লোবাল হেড হিসাবে নিযুক্ত করল 'মেটা' — কুনাল শাহ।

৬৮। স্লোভাকিয়া প্রজাতন্ত্রে, ভারতের পরবর্তী রাষ্ট্রদূত হিসাবে নিযুক্ত হলেন কে — বিশ্বাস ভিদু সাপকাল।

৬৯। 'ওয়ার্ল্ড বুক অফ রেকর্ডস'এর কাছ থেকে আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি পেল কোন রাজ্যের গণ-যোগব্যায়াম বিষয়ক প্রধান কর্মসূচি 'যোগান্ধ্র-২০২৬' — আন্ধ্রা প্রদেশ (রাজ্যজুড়ে যোগব্যায়ামের সফল ও ব্যাপক প্রচারের জন্য এই স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে)।

খেলাধুলা

৭০। এবছর 'ইতালিয়ান ওপেন'এ পুরুষদের সিঙ্গলসে চ্যাম্পিয়ন হলেন কে — ইতালিয়ান টেনিস তারকা জ্যানিক সিনার (নরওয়ের ক্যাসপার রুডকে ৬-৪ ও ৬-৪ ব্যবধানে হারিয়ে)।

৭১। সর্বসম্মতিক্রমে 'দক্ষিণ এশীয় ভারোত্তোলন ফেডারেশন'এর প্রেসিডেন্ট হিসাবে নির্বাচিত হলেন কে — সহদেব যাদব।

৭২। এবছর 'এশিয়ান সিনিয়র ভারোত্তোলন চ্যাম্পিয়নশিপ'এ মহিলা দলের র‌্যাঙ্কিংয়ে কত তম স্থান অধিকার করেছে ভারত — তৃতীয়।

৭৩। এবছর 'এশিয়ান সিনিয়র ভারোত্তোলন চ্যাম্পিয়নশিপ'এ পুরুষ দলের র‌্যাঙ্কিংয়ে কত তম স্থান অধিকার করেছে ভারত — পঞ্চম।

৭৪। 'বিশ্ব ফুটবল দিবস' কবে পালিত হয় — ২৫ মে।

৭৫। এবছর 'কানাডিয়ান গ্র্যান্ড প্রিক্স' জিতলেন কে — কিমি আন্তোনেলি।

৭৬। প্রথম ভারতীয় পুরুষ হিসাবে, ১০০ মিটার দৌড়ে ঐতিহাসিক ১০.০৯ সেকেন্ড সময় নিয়ে দৌড় শেষ করে নজির গড়লেন কে — গুরিন্দরবীর সিং (রাঁচিতে, 'জাতীয় সিনিয়র ফেডারেশন মিট'এ এই রেকর্ড গড়েন তিনি)।

৭৭। পর্তুগিজ তারকা ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডো'র পর, বিশ্বের দ্বিতীয় ফুটবলার হিসাবে বিলিয়নেয়র ক্লাবে যোগ দিলেন কারা — আর্জেন্তাইন সুপারস্টার লিওনেল মেসি।

৭৮। এবছর ২২ তম 'কমনওয়েলথ টেবল টেনিস চ্যাম্পিয়নশিপ' কোথায় হয়েছে — নয়াদিল্লি।

৭৯। এবছর 'ইন্ডিয়ান সুপার লিগ' শিরোপা জিতল কোন দল — ইস্টবেঙ্গল (ইন্টার খাসিকে ২-১ ব্যবধানে হারিয়ে)।

৮০। ২০২৫-'২৬ সালে 'এএফসি মহিলাদের চ্যাম্পিয়ন্স লিগ' জিতল কোন দল — উত্তর কোরিয়ার নেগোহিয়াং মহিলা ফুটবল ক্লাব (জাপানের টোকিও ভার্ডি বেলেজা'কে ১-০ ব্যবধানে হারিয়ে)।

৮১। হংকংয়ে, ২২ তম 'এশিয়ান অনূর্ধ্ব-২০ অ্যাথলেটিক্স চ্যাম্পিয়নশিপ'এ মহিলাদের ১০০ মিটার দৌড়ে ভারতীয় তরুণী দৌড়বিদ নিপম কোন পদক পেলেন — ব্রঞ্জ (১১.৬২ সেকেন্ড সময় নিয়ে)।

৮২। বেঙ্গালউরুতে, অষ্টম 'ইন্ডিয়ান ওপন ইন্টারন্যাশনাল প্যারা অ্যাথলেটিক্স চ্যাম্পিয়নশিপ'এ পুরুষদের জ্যাভলিন থ্রোয়ের এফ৬৪ বিভাগে নিজেরই বিশ্ব রেকর্ড ভাঙলেন কে — সুমিত আন্তিল (৭৪.৮২ মিটার দূরত্বে জ্যাভলিন ছুঁড়েছেন তিনি)।

৮৩। ২০২৭ সালে 'এশিয়ান রিলেস' আয়োজন করবে কোন দেশ — ভারত।

সঙ্কলক : পলি দেওয়ান

২১ কনস্টেবল

১ পাতার পর

নিচেছ। কারা কোন পদের জন্য যোগ্য :

হেড কনস্টেবল (মোটর মেকানিক) : উচ্চমাধ্যমিক পাশরা অটোমোবাইল ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের ৩ বছরের ডিপ্লোমা কোর্স পাশ হলে আবেদন করতে পারেন। উচ্চমাধ্যমিক পাশরা আই.টি.আই. বা, কোনো স্বীকৃত প্রতিষ্ঠান থেকে মোটর মেকানিক ট্রেডের সার্টিফিকেট কোর্স পাশ ও কোনো ওয়ার্কশপে অন্তত ৩ বছরের হাতে-কলমে কাজ করার অভিজ্ঞতা থাকলেও আবেদনের যোগ্য। বয়স হতে হবে ২৭-১০-২০২৬'র হিসাবে ১৮ থেকে ২৫ বছরের মধ্যে। অর্থাৎ জন্ম-তারিখ হতে হবে ২৮-১০-২০০১ থেকে ২৭-১০-২০০৮' এর মধ্যে। তপশিলীরা ৫ বছর, ও.বি.সি.'রা ৩ বছর, সরকারি কর্মী ও প্রাক্তন সমরকর্মীরা যথারীতি বয়সে ছাড় পাবেন। মূল মাইনে : ২৫,৫০০-৮১,১০০ টাকা। শূন্যপদ : ২১টি (জেনাঃ ৭, ও.বি.সি. ৭, তঃজাঃ ৪, ই.ডব্লু.এস. ৩)।

শারীরিক মাপজোখ হতে হবে লম্বায় অন্তত ১৭০ (তপশিলী উপজাতি, ত্রিপুরা ও উত্তর-পূর্বাঞ্চলের প্রার্থীদের বেলায় ১৬২.৫ সেমি আর অসমের প্রার্থীদের বেলায় ১৬৫) সেমি, বুকের ছাতি না-ফুলিয়ে ৮০ সেমি ও ফুলিয়ে ৮৫ সেমি আর উচ্চতার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ ওজন। তপশিলী উপজাতি সম্প্রদায়ের ছেলেরা বুকের ছাতিতে ৪ সেমি আর অসম, ত্রিপুরা ও উত্তর-পূর্বাঞ্চলের প্রার্থীরা ২ সেমি ছাড় পাবেন। দৃষ্টিশক্তি হতে হবে চশমা ছাড়া দূরের বেলায় এক চোখে ৬/৬ ও অন্য চোখে ৬/৯। আর কাছের বেলায় ভালো চোখে N-6, খারাপ চোখে N-9. ভাঙা হাঁটু, পায়ের চ্যাটালো পাতা, শিরাস্ফীতি, ট্যারা দৃষ্টি বা, বর্ণান্ধতা থাকলে আবেদনের যোগ্য নন।

প্রার্থী বাছাইয়ের জন্য প্রথমে শারীরিক মাপজোখের পরীক্ষা হবে। সফল হলে শারীরিক সক্ষমতার পরীক্ষা। শারীরিক সক্ষমতার পরীক্ষায় থাকবে এইসব বিষয় : সাড়ে ৭ মিনিটে ১.৬ কি.মি. দৌড়, ৩ সুযোগে ১১ ফুট লং জাম্প, ৩ সুযোগে সাড়ে ৩ ফুট হাই জাম্প।

সফল হলে এরপর হবে লিখিত পরীক্ষা। ১০০ নম্বরের ১০০টি অবজেক্টিভ টাইপের প্রশ্ন হবে এইসব বিষয়ে: (১) জেনারেল নলেজ - ১০- নম্বরের ১০টি প্রশ্ন, (২) অঙ্ক - ১০ নম্বরের ১০টি প্রশ্ন, (৩) হিন্দি বা, ইংরিজি - ২০ নম্বরের ২০টি প্রশ্ন, (৪) সংশ্লিষ্ট ট্রেড সংক্রান্ত - ৬০ নম্বরের ৬০টি প্রশ্ন। সময় থাকবে ২ ঘন্টা। লিখিত পরীক্ষায় ৩৫% (তপশিলী, ও.বি.সি. হলে ৩৩%) নম্বর পেলে সফল হবেন। এরপর হবে ৫০ নম্বরের প্র্যাক্টিক্যাল টেস্ট : ভেহিক্যাল ইন্সপেকশন - ১৫ নম্বর, আইডেন্টিফিকেশন অফ ফল্টস - ১৫ নম্বর, রেকটিফিকেশন অফ ডিফেক্টস - ১৫ নম্বর, যন্ত্রপাতি ব্যবহার - ৫ নম্বর। প্র্যাক্টিক্যাল টেস্টে ৩৫% (তপশিলী, ও.বি.সি. হলে ৩৩%) নম্বর পেলে সফল হবেন।

দরখাস্ত করবেন অনলাইনে, ২৭ অক্টোবরের মধ্যে। এই ওয়েবসাইটে : www.recruitment.itbpolice.nic.in এজন্য বৈধ একটি ই-মেল আই.ডি. থাকতে হবে। প্রথমে ওপরের ওই ওয়েবসাইটে গিয়ে যাবতীয় তথ্য দিয়ে সাবমিট করলেই নাম রেজিস্ট্রেশন হয়ে যাবে। এবার পরীক্ষা ফী বাবদ ১০০ (তপশিলী, প্রাক্তন সমরকর্মীদের ফী লাগবে না) টাকা অনলাইনে দিতে হবে। টাকা জমা দেওয়ার পর সিস্টেম জেনারেটেড অ্যাপ্লিকেশন ফর্ম প্রিন্ট করে নেবেন। আরো বিস্তারিত তথ্য পাবেন ওই ওয়েবসাইটে। ফর্ম পূরণ করতে কোনো অসুবিধা হলে সরাসরি ই-মেল করুন এই নম্বরে : comdtreet@itbp.gov.in

টেকনো ইন্ডিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের পৃষ্ঠপোষকতায় গড়ে ওঠা AIC Techno Innovation and Incubation Council-এর বড় বড় দুর্গাপুজোর প্যান্ডেলে ঘোরার জন্য তৈরি করা একটি অভিনব অ্যাপ Darshanarthi Live-এর 'দর্শনার্থী লাইভ ভিউয়ার্স চয়েস অ্যাওয়ার্ডস ২০২৬'এর উদ্বোধনে উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের মাননীয়া মন্ত্রী অগ্নিমিত্রা পাল, দেবাশীষ সেন, সজল ঘোষ, শঙ্কুদেব পাণ্ডা ও প্রফেসর মানসী রায়চৌধুরী। অটল ইনোভিশন মিশন (AIM) ও ভারত সরকারের নীতি আয়োগের সহযোগিতায় গড়ে তোলা একটি অভিনব অ্যাপ হল Darshanarthi Live এটি একটি Phigital (Physical+Digital) অ্যাপ যার মাধ্যমে কলকাতা ও তার চারপাশের বড় বড় পুজো খুব সহজেই দেখে ফেলা যাবে। *ফটো : মনিশ সাহা*

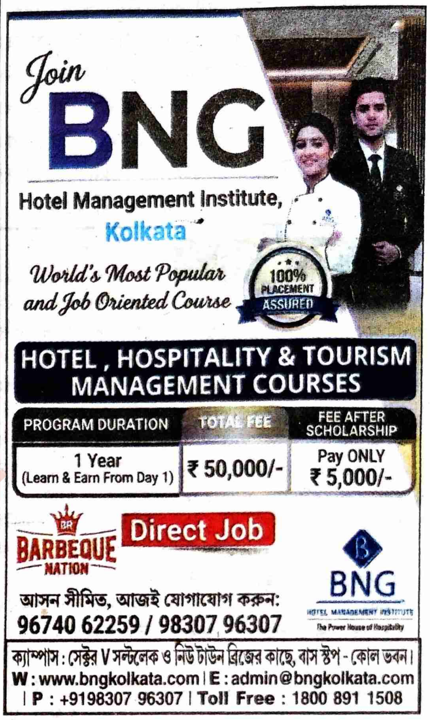

Owner : Sangsthaan Prakashan Pvt. Ltd., Printer : Mousumi Ghosh, Publisher : Mousumi Ghosh, Published from Flat No. B-3, 2nd Floor, 12/3/4 Jamir Lane, Kolkata - 700 019, Dist. : 24 Parganas (South), West Bengal and Printed from Sangsthaan Prakashan Pvt. Ltd., Vill : Nazirabad - Uchchepota, P.O. : Uchchepota, Gram Panchayet : Kheadaha, Dist. 24 Parganas (South), Kolkata - 700 150, West Bengal, Editor : Mousumi Ghosh. M. : 6291684943, E-Mail : karmsang@gmail.com